ওঁ

অথ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী

এবং

মহর্ষি উদ্দালক আরুণি।

স্বামী শ্রী ১০৮ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

ওঁ

অথ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী

(বঙ্গানুবাদ সহ)

স্বামী শ্রী১০৮ ভোলানন্দ গিরি মহারাজ

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

লালতারাও—হরিদ্বার।

সন ১৩৩৩ সাল।

মূল্য এক টাকা।

ভূমিকা।

রুদ্রাধ্যায়ী বলিতে রুদ্রদেবের উদ্দেশে যে সব মন্ত্র শুক্লযজুর্ব্বেদে আছে তাহা বিভিন্ন অধ্যায় হইতে একত্র সন্নিবেশিত মন্ত্র সমষ্টিকে বুঝায়। রুদ্র পরমাত্মা পরব্রহ্মের নামান্তর। "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থূর্য ইমাঁ-ল্লোকানীশ ঈশনীভিঃ"। "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"। ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্র তাহার প্রমাণ। ইদানীন্তন কালে রুদ্র সাধারণতঃ ভীষণ অর্থে ধ্বংসের দেবতা বোধক। বেদে সেমত নহে, ইন্দ্র অগ্নি সূর্য্য সবই রুদ্র। রুদ্র সংসার দুঃখ বিনাশক জ্ঞান প্রদানে মুক্তির সেতু। ধাতুগত অর্থ ও রুদ্র কি তাহা লইয়া বৈদিক ও পৌরাণিক বহুরূপ যুক্তির অব-তারণা দেখা যায়। রুৎ বা দুঃখের দ্রাবক অর্থাৎ নাশক তাই রুদ্র। "রু" তত্ত্ব তাহার বিনাশক অর্থাৎ মায়া ধ্বংসে মুক্তিদায়ক। রূধ্ বা লোহিত রক্তবৎ উজ্জ্বল অথবা লোহিত যেমন সার রস তদ্বৎ রস—স্বরূপ সর্ব্ববস্তুর সর্ব্ব দেবের সার স্বরূপ, তিনিই "রসো বৈ সঃ" বাচক ব্রহ্ম। অন্য কেহ যিনি পাপীকে দণ্ডদানে রোদন করান তিনিই রুদ্র। কেহ বা একাদশ রুদ্র, একা-দশ ইন্দ্রিয় বলিয়া তৎনিয়ন্তা রুদ্র। পুরাণে জন্মিয়াই রোদন করেন বা শব্দ করেন জন্য রুদ্র। তাহাতে শব্দ রাশির প্রকাশক ওঁকার গম্য পুরুষই রুদ্র বা শব্দায়মান মেঘযুক্ত প্রবল ঝঞ্ঝাবাতাদি উপদ্রব কারক দেবতা রুদ্র। কেহ বৃধ্ হইতে রুদ্ লইয়া বলশ্রেষ্ঠ ও বলদাতা রুদ্র অর্থাৎ মায়াকে অতিক্রম জন্য বলদায়ক অথবা শত্রু আধি ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার বলদায়ক বলেন। রুদ্রাধ্যায়ে রুদ্র সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বদেবময় সর্ব্বজনময় (চোর সাধু সবরূপেই তিনি) সর্ব্ববস্তু ময় অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ই রুদ্র। বঙ্গদেশে রুদ্রাধ্যায়ের পঠন পাঠন বিরল। বৃষোৎসর্গাদি বৃহৎ ব্যাপারে কোথাও কোথাও পঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইহার বহুল প্রচার, প্রায় নিত্যপাঠ্য। উপদ্রবাদি

নিবারণ জন্যও পঠিত হয়। বঙ্গে বেদাদি শাস্ত্রের চর্চ্চার হ্রাস জন্যই এরূপ হইয়া থাকিবে। ইহা অতি উপাদেয় সংগ্রহ গ্রন্থ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে সংগৃহীত। ইহার প্রথম অধ্যায় মাধ্যান্দিন শাখার শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২৩ অধ্যায়ের ১৯।৩৩।৩৪ মন্ত্র ও ৩৪ অধ্যায়ের ৪৯ মন্ত্র তৎপরে উক্ত অধ্যায়ের ১—৬ মন্ত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১ অধ্যায়ের ১—২২ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৭ অধ্যায় ৩৩—৪৯ মন্ত্র। চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৩ অধ্যায়ে ৩০—৩৩ মন্ত্র ও ৭ম অধ্যায়ে ১২।১৬।৪২ মন্ত্র এবং ৩৩ অধ্যায়ে ৩৪—৪৯ মন্ত্র। পঞ্চম অধ্যায়ে ১৬ অধ্যায় ১—৬৬ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩ অধ্যায়ে ৫৬—৬৩ মন্ত্র। সপ্তম অধ্যায়ে ৩৯ অধ্যায় ৭—১৩ মন্ত্র। অষ্টম অধ্যায়ে ১৮ অধ্যায় ১—২৯ মন্ত্র। নবম অধ্যায়ে ৩৬ অধ্যায় ১—২৪ মন্ত্র (সমগ্র অধ্যায়)। দশম অধ্যায়ে ১—৪ মন্ত্র। ২৫ অধ্যায়ে ১৯ মন্ত্র, ১৮ অধ্যায়ে ৩৬ মন্ত্র, পঞ্চম অধ্যায়ে ২১ মন্ত্র, ১৪ অধ্যায় ২০ মন্ত্র। ৫—১০ মন্ত্র কলিকতা মুদ্রিত শুক্ল যজুর্ব্বেদে পাওয়া যায় না। উহা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় নারায়ণ উপনিষদের ১৭-২১ মন্ত্র। ১১-১৩ মন্ত্র শুক্ল যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায় ৬৩, ৩০ অধ্যায়ে ৩ ও ৩৬ অঃ ১৭ মন্ত্র। ইহার যে যে মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে, তাহার মন্ত্রের নীচে দেওয়া গেল। অনুবাদ মহীধর ভাষ্য অবলম্বনে লিখিত। যে সকল মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে তাহা সায়ণাদি ভাষ্য ও মহারাষ্ট্রীয় কুলতিলক মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক মতানুসারে লিখিত হইল। পাঠকগণ ইহার দ্বারা কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

অনুবাদক।

———

ওঁ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়

—— o: ——

ন্যাস।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। অথ আচমন ও সংকল্প। অদ্য শ্রীভবানীশঙ্কর দেবতা প্রীত্যর্থং রুদ্রাভিষেকমহং করিষ্যে। অথ ন্যাসঃ। ওঁ মনোজূতিরিতি মন্ত্রস্য বৃহস্পতি ঋষিঃ, বৃহস্পতির্দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ, হৃদয়ন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মনোজূতির্জ্জুষতা মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞ মিমন্তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমন্দধাতু। বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তামোম্প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ।১

ওঁকার উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীগণেশ দেবকে নমস্কার। অনন্তর আচমন ও সংকল্প বাক্য—অদ্য শ্রীভবানীশঙ্কর দেবতার প্রীত্যর্থ রুদ্রাভিষেক করিতেছি। অতঃপর ন্যাস। "মনোজূতি" যে মন্ত্রের আদ্য শব্দ, তাহার বৃহস্পতি ঋষি, বৃহস্পতিদেবতা, বৃহতী ছন্দ, হৃদিন্যাস ও জপে প্রয়োগ হয়। এই মন্ত্রটী শু, যজু ২অ ১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তোমার ত্রিকালগত পদার্থ সমূহে শীঘ্র গমনশীল মন, যজ্ঞ সম্পর্কিত আজ্য (ঘৃত) বিষয়ে স্থাপন কর। এই যজ্ঞ বৃহস্পতি বিস্তার করুন। তিনি ইহা অরিষ্ট অর্থাৎ হিংসা বিরহিত করতঃ ধারণ করুন। বিশ্বদেবগণ এই যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করুন। সবিতৃদেব ওম্ (এই হউক্) বাক্যদ্বারা অনুজ্ঞা করুন যে বহিতে প্রয়াণ কর প্রতিষ্ঠিত হও। এই মন্ত্রদ্বারা হৃদিস্থ দেবতাকে নমস্কার।১

অবোধ্যগ্নিরিতি মন্ত্রস্য বুধগবিষ্ঠিরা ঋষিঃ অগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শিরোন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ অবোধ্যগ্নি সমিধা জনানাম্ প্রতি ধেনু মিবায়তি মুষাসম্। যহ্বা ইব প্রবয়া মুজ্জিহানাঃ প্রভানবঃ সিস্রতেনা-কমচ্ছ॥ ওঁ শিরসে স্বাহা। ২

"অবোধ্যগ্নি" এই শব্দ দ্বারা আরম্ভ মন্ত্রের বুধগবিষ্ঠিরা ঋষি, অগ্নিদেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, শিরঃন্যাস ও জপে বিনিয়োগ। এই মন্ত্রটী শু, যজুর ১৫।২৪ মন্ত্র এবং ঋগ্বেদের অষ্টকের ৩।৮।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ধেনু সমাগমে বৎসের ন্যায় অথবা উষার আগমনে প্রাণীগণের যেমন প্রতিবোধ (জাগরণ) হয় তেমনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ঋত্বিক্ জনসমূহের সমিধ সংযোগে অগ্নি প্রতিবোধিত হন। যেমন জাতপক্ষ মহাপক্ষী বৃক্ষশাখা ত্যাগে আকাশে ধাবিত হয়, তেমনি উদীয়মান সূর্য্যের রশ্মি স্বলোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। শিরস্থ দেবতা উদ্দেশে স্বাহা বাক্যে তর্পণ বা নমস্কার। ২

মূর্দ্ধানমিতি মন্ত্রস্য ভরদ্বাজ ঋষিঃ, অগ্নির্দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, শিখান্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মূর্দ্ধানন্দিবো অরতিম্ পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজাত-মগ্নিম্। কবিং সম্রাজমতিথিঞ্জনানামাসন্নাপাত্রঞ্জনয়ন্তদেবাঃ॥ ওঁ শিখায়ৈ বষট্। ৩

"মূর্দ্ধানং" এই মন্ত্রের ভরদ্বাজ ঋষি, অগ্নি দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, শিখান্যাস ও জপে বিনিয়োগ। ইহা শু, যজু ৭।২৪ ও ৩৩।৮ ও ঋকের ৪।৫।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবগণ ধ্রুব নক্ষত্রকে উৎপাদন করিয়াছেন যাহার পৃথিবী সহ অরতি অর্থাৎ অন্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করেনা, সর্ব্বদাই উচ্চে থাকে। দেবগণ বৈশ্বানর (জঠরস্থ অগ্নি) ঋত (যজ্ঞাগ্নি) কবি (ক্রান্তদর্শী) সম্রাট্ (গ্রহগণের) সূর্য্য, অতিথি, সোম ও যজ্ঞীয় পাত্র চমসাদি উৎপন্ন করিয়াছেন। শিখায় বষট্কার বাক্যে নমঃ। ৩

"মর্ম্মাণি" স্থ ইতি মন্ত্রস্য অপ্রতিরথ ঋষিঃ, মর্ম্মাণি দেবতা, বিরাট্ছন্দঃ, কবচন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণা ছাদয়ামি সোমস্ত্বারাজা

ঘৃতেনানুবস্তাম্। উরোর্ব্বরীয়ো বরুণস্তে কৃণোতু জয়ন্তন্ত্বানুদেবামদন্তু॥ ওঁ কবচায় হুম্। ৪

"মর্ম্মাণি" ইতি মন্ত্রের অপ্রতিরথ ঋষি, মর্ম্মাণি দেবতা, বিরাট্‌ছন্দ, কবচ-ন্যাসে বিনিয়োগ। এই মন্ত্র শু যজু ৭।২৪ ও ৩৩।৮ এবং ঋকের ৪।৫।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—[মহাব্রত নামক যাগে অধ্যর্যু যজমানকে পরিধানার্থ বর্ম্ম-প্রদানকালে যে আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করেন তাহা—] তোমার মর্ম্মস্থান বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। রাজা সোম অমৃত ধারায় তোমার জীবন আচ্ছাদিত করুন। বরুণদেব তোমাকে শ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য করুন। বিজয়লাভে কৃতকৃত্য তোমাকে দেবগণ অনুকূল হইয়া আনন্দবর্দ্ধন করুন। কবচে হুম্ বাক্যে নমস্কার। ৪

বিশ্বতশ্চক্ষুরিতি মন্ত্রস্য বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঋষিঃ, বিশ্বকর্ম্মা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ নেত্রন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাম্ ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমিজনয়ন্দেব একঃ॥ ওঁ নেত্রায় বৌষট্। ৫

"বিশ্বতশ্চক্ষু" এই মন্ত্রের বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঋষি, বিশ্বকর্ম্মাদেবতা, ত্রিষ্টুপ্-ছন্দ, নেত্রন্যাসে ও জপে বিনিয়োগ। এই মন্ত্র শু যজু ১৭।১৯ ও ঋকের ৮।৩।১৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই দেববিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার বাহু ও পাদ্। তিনি একক (দ্বিতীয় রহিত) ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুযুগলদ্বারা জীবকে সংযোজিত করিয়া থাকেন ও পতনশীল অনিত্য পঞ্চভূতরূপ উপাদানে দ্যাবা পৃথিবী (স্বর্গ, মর্ত্ত্য) সৃষ্টি করেন; অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তিনিই। জীবও তিনিই। নেত্রস্থ দেবকে বৌষট্ বাক্যের দ্বারা নমস্কার। ৫

মানস্তোক ইতি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠীঋষিঃ একরুদ্রো দেবতা জগতীছন্দঃ অস্ত্রন্যাসে জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো

গোষু মানো অশ্বেষুরীরিষঃ। মানোবীরান্ রুদ্রভামিনো, বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদামিত্বাহবামহে॥ ওঁ অস্ত্রায় ফট্। ৬

"মানস্তোক" এই মন্ত্রের পরমেষ্ঠী ঋষি একরুদ্র দেবতা, জগতীছন্দঃ অস্ত্রন্যাসে ও জপে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৬ ও ঋকের ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র আমাদের পুত্রে পৌত্রে আয়ুতে গো পশুতে অশ্বে হিংসা করিও না। ক্রোধযুক্ত হইলেও আমাদের ভৃত্যাদি জনকে হিংসা করিও না। আমরা সর্ব্বদাই তোমার উদ্দেশে হবন করিতেছি। আমরা তদৈক শরণ। অস্ত্রে ফট্ বাক্যে নমস্কার। ৬

———

ওঁ

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়

—:o:—

প্রথম অধ্যায়। সঙ্কল্পানুবাক্ – ১

শ্রীগণেশায় নমঃ। হরি ওঁ। ওঁ গণানান্ত্বাগণপতিং হবামহে প্রিয়ানান্ত্ব-প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনান্ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসোমম। আহমজানি গর্ভধমাত্বমজাসি গর্ভধম্। ১

এই মন্ত্র শু যজু ২৩।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তুমি গণের গণপতি, প্রিয়জনের প্রিয়পতি, নিধিসমূহের নিধিপতি। তোমার উদ্দেশে হবন করিতেছি আমার এই যজ্ঞস্থলে অবস্থান কর। গর্ভধারক বীজ আকর্ষণ করিয়া আমি নিক্ষেপ করিতেছি, হে দেব তুমিও উৎপত্তিশীল বীজ আকর্ষণ করতঃ নিক্ষেপ কর। অর্থাৎ আমি পর্জ্জন্যার্থ যজ্ঞে হবি নিক্ষেপ করিতেছি তুমি ও দারা ক্ষেত্রাদিতে উত্তম বর্ষণদ্বারা প্রচুর শস্যাদি দাও। ১

গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ জগত্যনুষ্টুপ্ পঙ্ক্ত্যাসহ। বৃহত্যুষ্ণিহা ককুপ্ সূচীভিঃ শম্যন্তুত্বা। ২

এই মন্ত্র শু যজু ২৩।৩৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ্ জগতী অনুষ্টুপ্ পংক্তি বৃহতী উষ্ণিষ ককূপ এই সকল ছন্দরূপ সূচীদ্বারা তোমার স্তুতি বাক্যের সংস্কার সাধন হউক। ২

দ্বিপদা যা চতুষ্পদা স্ত্রিপদাযাশ্চ ষট্ পদাঃ।
বিচ্ছন্দায়াশ্চ সচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা। ৩

এই মন্ত্র শু যজু ২৩।৩৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দ্বিপদী, চতুষ্পদী, ত্রিপদী, কি ষট্পদী শ্লোক ছন্দহীন বা ছন্দ লক্ষণযুক্ত তববিষয়ক স্তুতি সংস্কৃত হউক। ৩

সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ সহপ্রমা ঋষয়ঃ সপ্তদৈব্যাঃ।
পূর্ব্বেষাম্ পন্থামনুদৃশ্যধীরা অন্বালেভিরে রথ্যোন রশ্মীন্॥ ৪

এই মন্ত্র শু, যজু ৩৪।৪৯ ও ঋকের ৮।৭।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ ধীর (প্রজাপতির মানসোৎপন্ন জন্য) দৈব্য সপ্ত ঋষি (ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গোতম, অত্রি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি) পূর্ব্ব কল্পের ঋষিগণের পথ অনুসরণে রথী যেমন অশ্বরশ্মী ধারণ করে তেমনি স্তোম (স্তুতি) ছন্দ (গায়ত্রী আদি) ও প্রমাণাদি সহ সৃষ্টি-যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ৪

যজ্জাগ্রতোদূরমুদৈতি দৈবন্তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি। দুরঙ্গম জ্যোতিষাঞ্জোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেববিষয় প্রকাশক আমার মন, জাগ্রত অবস্থায় যেমন ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা দূরগামী, সুষুপ্তিকালে সর্ব্ববিষয় হইতে নিবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ে লয় হয়, যেমন ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রৈকালিক বিষয়ের গ্রাহক। শব্দাদি বিষয় গ্রহণে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্যোতিস্বরূপ, সেই মন শিব অর্থাৎ কল্যাণকর বিষয়ে অর্থাৎ ধর্ম্মে সংকল্পযুক্ত হউক। ৫

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃন্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানান্তন্মেমনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মনীষাসম্পন্ন কর্ম্মনিষ্ঠ যজ্ঞীয় হবিরাদি পদার্থজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে মন সাহায্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন, ইন্দ্রিয়গণের পূর্ব্ব সৃষ্ট যজ্ঞপটু প্রজাগণের অন্তরস্থিত অন্তরিন্দ্রিয় সেই আমার মন, ধর্ম্ম বিষয়ে সংকল্পযুক্ত হউক। ৬

যৎপ্রজ্ঞানমুতচেতোধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতম্ প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চনকর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৭

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যেমন প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চিৎরূপ সংজ্ঞান, ধৈর্য্যযুক্ত সর্ব্ব প্রাণীর অন্তঃকরণ রূপে প্রকাশক জ্যোতি অমৃত

অর্থাৎ দেহ মৃতেও মরে না, যেমন ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক। ৭

যেনেদম্ ভূতম্ ভুবনম্ ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু। ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যে মন দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধি এই সকল বস্তু পরিগৃহীত হয় সেই শাশ্বত (মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী) কাজেই আপেক্ষিক অমৃত লাভ হয় যৎ দ্বারা সপ্তহোতানিষ্পন্ন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিস্তৃত হয় সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক। ৮

যস্মিন্ ঋচঃ যজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতারথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতম্ প্রজানাং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—রথনাভিতে অরসমূহ যেমন প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি ঋক্ সাম যজু যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত (মনের স্বাস্থ্য না থাকিলে বেদাদি প্রতিভাত হয় না) যে মনে প্রজাগণের জ্ঞান পটের সুতার ন্যায় গ্রথিত, সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক। ৯

সুষারথিরশ্বানি বয়ন্ মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রবিষ্টং যদজিরঞ্জবিষ্টন্ তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ১০

ইতি রুদ্রে প্রথমোধ্যায়ঃ॥

এই মন্ত্র শু যজু ৩৪।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সুসারথি যেমন অশ্বগণকে চালিত করে তেমন মনুষ্যগণকে ইতস্তত সঞ্চালক যেমন যাহা অশ্বগণকে প্রগ্রহ (লাগাম্) দ্বারা নিয়মিত করে তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণকে বলপূর্ব্বক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে নিয়া যায়, যে মন হৃদিতে প্রতিষ্ঠিত জরা রহিত (বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যে একরূপ) অতিশয় বেগবান্ সেই আমার মন শিবসঙ্কল্প হউক। ১০

ইতি প্রথম অধ্যায়। সংক্ষেপানুবাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়। পুরুষ সূক্ত ২

হরিঃ ওঁ। সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্। ১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১ এবং এই মন্ত্র ও পরবর্ত্তী কতিপয় মন্ত্র ঋকের পুরুষ সূক্তে ৮।৪।১৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই পুরাণপুরুষ (অর্থাৎ প্রতি দেহরূপ পুরে শয়ান রহেন তাই পুরুষ) সহস্র শিরযুক্ত (সহস্র শব্দ অনন্ত বাচী) অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী দেহবিশিষ্ট। সহস্র চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত, সহস্রপাদ্ অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়যুক্ত।

[যত প্রাণীতে যত শির যত চক্ষু যত পাদ্ আছে সব তাঁরই]

গীতার ভাষায় সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রতে। ভূমিসহ সর্ব্বত্র যেখানে যে স্থান কল্পিত হয় তথায়ই অর্থাৎ তির্য্যক্ উর্দ্ধ মধ্য অধ সর্ব্বদিক্ ব্যাপিয়া ও দশাঙ্গুল অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। নাভি হইতে দশাঙ্গুলি উর্দ্ধে হৃদিস্থ পুরীততে অবস্থিতি, তাই দশাঙ্গুল অতিক্রম। নাভি হইতে গণনা এইজন্য মাতৃগর্ভে নাভিতে নাড়ীদ্বারা গ্রথিত থাকায় ও ঐ নাড়ীদ্বারা মাতৃদেহ হইতে দেহপোষক পদার্থের আগম হয় এইজন্য। জীবমানেও যতক্ষণ নাভিতে শ্বাস থাকে সমান ব্যান বায়ুর ক্রিয়া চলে ততক্ষণ জীবিত থাকা গণ্য হয়, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও যদি কোন দিগ্ দেশ থাকে তাহারও দশদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ১

পুরুষ—এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভুতং যচ্চভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই পুরুষ যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া তেমনি গত কল্পের জগৎব্যাপীও ভবিষ্যৎ কল্পের জগৎব্যাপী ছিলেন ও থাকিবেন। অর্থাৎ যাহা ছিল, যাহা আছে ও যাহা হইবে

তৎসমস্তই তিনি এবং তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ দেবত্বের স্বামী অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেননা তিনি অন্নদ্বারা অতিরোহণ করেন। অন্ন বা প্রকৃতি পুরুষাধীনে অস্বতন্ত্রা হইয়া সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী। এই প্রকৃতি বা মায়াকে তিনি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত এবং যে, এই মায়া অতিক্রম করে সেও সেই পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়। ২

এতাবানস্যমহিমা তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভুতানি ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—এই নিয়ন্তৃত্বাদি তাঁহার মহিমা সেই পরমপুরুষ ইহা (দৃশ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) হইতে অতিশয় অধিক। ইহার একপদ (চতুর্থাংশ) বিভূতিতে বিশ্ব প্রাণীজাত জাত। অপর ত্রিপাদ—অমৃতস্বরূপ দ্যোতনাত্মক স্বরূপে স্থিত। ৩

ত্রিপাদূর্দ্ধউদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—পুরুষ এই অজ্ঞান রূপ কার্য্য হইতে স্পর্শরহিত ত্রিপাদ উর্দ্ধে স্থিত। অর্থাৎ সংসারের সুখ দুঃখাদি তাঁহাতে স্পর্শে না। তিনি ইহার অতীত। এই মায়িক পাদ বা লেশমাত্র হইতে যে এই জগৎ উদ্ভাসিত ও পুনঃ লয় হইতেছে, সেই সৃষ্টি সূক্ষ্মভাবে করতঃ তিনি ভোজনশীল ও অশন রহিত চেতনাচেতন এই সমস্তেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৪

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি মথোপুরঃ॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন। বিবিধ রাজমান বিরাট দেহ আশ্রয় করতঃ, তাহাতে কোষে তরবার বৎ অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবরূপে অবস্থিত হইলেন। এইরূপে সৃষ্ট্যাত্মক জন্ম পরিগ্রহের পর, তিনি অতিরিক্ত হইলেন

অর্থাৎ দেবতির্য্যগাদি রূপ ধারণ করিলেন। পরে ততোঽধিক ভূমি অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টি করিয়াও পশ্চাৎ পুর বা সপ্তধাতু বা পঞ্চ কোষাত্মক শরীররূপে পরিণত হইলেন। ৫

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতম্ পৃষদাজ্যম্
পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই পুরুষ সৃষ্টিরূপ মেধাখ্য সর্ব্ব হোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত সম্পাদন করিলেন। তিনি বায়ুদেবতাত্মক বন্য ও গ্রাম্যপশু সৃষ্টি করিলেন। ৬

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজু স্তস্মাদ জায়ত ॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই সর্ব্ব হোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম যজু ও ছন্দ সকল আবির্ভূত হইল। ৭

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই যজ্ঞ হইতে অশ্ব ও উভয় পাটী দন্ত-যুক্ত পশু সকল (গর্দ্দভাদি) উৎপন্ন হইল। তাঁহা হইতে গো ও ছাগ মেষাদি জন্মিল। ৮

তং যজ্ঞম্ বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষঞ্জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই যিনি সর্ব্বাগ্রে জাত সেই পুরুষরূপীকে পশু কল্পনা করিয়া সৃষ্টিসাধন যোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ মানসযজ্ঞে প্রোক্ষণাদি সংস্কারে সংস্কৃত ও যুপ-বদ্ধ করিয়া যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিলেন। অর্থাৎ বিরাটের মায়িক দেহে জীবত্ব ও মায়িক জানিয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থিত হইলেন। ৯

যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখঙ্কিমস্যাসীৎ কিম্ বাহু কিমূরু পাদা উচ্যেতে॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—প্রজাপতির প্রাণরূপা দেবতা যখন পুরুষরূপ ধারণ করেন, তখন তাহাতে কি কি প্রকার ভেদ কল্পনা করেন অর্থাৎ উঁহার মুখ কি? বাহু কি? উরু কি এবং পাদই বা কি হইল?। ১০

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ?
উরুতদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ব্রাহ্মণ ইঁহার মুখ; ক্ষত্রিয়—(রাজন্য) বাহু, বৈশ্য উরু ও পাদ হইতে শূদ্র জন্মিল। ১১

চন্দ্রমা মনসোজাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য্য, শ্রোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ এবং মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। ১২

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণোদ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথালোকাঁ অকল্পয়ন্॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—নাভি হইতে অন্তরিক্ষ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পাদ হইতে ভূমি [ভূঃ ভুবঃ স্বঃ বেদে এই তিন ভাগ কল্পিত হয় তন্মধ্যে ভূবঃ অন্তরিক্ষ লোক] কর্ণ হইতে দিক্ তথা লোক সকল কল্পিত হইল। ১৩

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মইধ্মঃ শরদ্হবিঃ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যে পুরুষকে হবি কল্পনা করিয়া দেবতারা বিশ্বযজ্ঞ আরম্ভ করেন তাহাতে বসন্ত আজ্য, গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ ও শরৎ হবি (পুরোডাশ) কল্পিত হইল। ১৪

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৫। মন্ত্রার্থ—দেবতারা যখন মানস যজ্ঞ আরম্ভ করতঃ সেই পুরুষকে পশু কল্পনায় বন্ধন করেন, তখন সপ্তসিন্ধু বা সপ্ত ছন্দরূপ সাত পরিধি বা বেদী ও ত্রিসপ্ত অর্থাৎ একুশটী সমিধ (যজ্ঞকাষ্ঠ) হইল অর্থাৎ দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, দুই অয়ন, দুই পক্ষ, এই একুশ উৎপন্ন হইল। ১৫

যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্তদেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবতারা মানস যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞ করিলেন অর্থাৎ প্রজাপতির ধ্যান করিলেন। এই প্রথম (জগৎরূপ বিকার সকলের ধারক) ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গে ইন্দ্র বাস করেন বিরাটরূপ উপাধি-সাধক দেবগণ থাকেন, মহিমান্বিত সেই দেবগণ, সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৬। [এই পর্য্যন্ত ১৬টী মন্ত্র ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত ১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্ত হইতে গৃহীত]

অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈরসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্যত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমাজানমগ্রে ॥ ১৭

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৭ মন্ত্র। ঋকে নাই। মন্ত্রার্থ—অপ হইতে সম্পাদিত পৃথিবী হইতে অর্থাৎ ভূতপঞ্চক হইতে গৃহীত রস (অর্থাৎ সারাংশ) হইতেও কালরূপী বিশ্বকর্ম্মার প্রীতিরূপ রস হইতে যিনি অগ্রে উৎপন্ন হন, ত্বষ্টা (আদিত্য) তাহার রূপ ধারণ করেন। এবং আজান দেবগণ অগ্রে উৎপন্ন ও শ্রেষ্ঠ। পশ্চাৎ মর্ত্ত্যগণ কর্ম্মফলে কর্ম্মদেবরূপ প্রাপ্ত হন। ১৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—তম বা অবিদ্যার পারে অর্থাৎ তমরহিত, মহৎ আদিত্যবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থ পুরুষকে আমি (মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি) জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। অর্থাৎ অমর হওয়া যায়। [আত্মা অজর অমর তাহাই জীবের স্ব স্বরূপ, তৎপ্রাপ্তি হয়] এতদ্ ব্যতীত আর কল্যাণ লাভের পথ নাই। ১৮

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্যযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হতস্থুভূবনানি বিশ্বা ॥ ১৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—প্রজাপতি অন্তরে স্থিত হইয়া গর্ভমধ্যে বিচরণ করেন। তিনি অজায়মান অর্থাৎ স্বয়ম্ভু [জন্মগ্রহণ না করিলেও মায়া বশে কার্য্যকারণ রূপে উৎপন্নের ন্যায় লৌকিক চক্ষে প্রতীয়মান হন। অর্থাৎ বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তি যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম করিয়া ভয়ে লাফাইয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, তেমনি মায়া মোহ ভ্রান্ত ব্যক্তি অখণ্ড সর্ব্বপ্রকার বিকার হীন পরমপুরুষেও বৈকারিক জগদাদি দর্শনে কত জাগতিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমস্থলে যেমন রজ্জু সর্পত্ব প্রাপ্ত হয় না, রজ্জু রজ্জুই থাকে। জগৎ ভ্রম স্থলেও ব্রহ্ম জগদাদির বহুরূপ প্রাপ্ত হন না, অখণ্ড অবিকারীই থাকেন] ধীরগণ তাঁহার যোনিস্থান অর্থাৎ স্বরূপ দেখিতে পান। অর্থাৎ আমি ব্রহ্মই, অন্য কিছুই নই, ইহা বুঝিতে পারেন। এবং তাঁহাতেই বিশ্বভুবন অবস্থিত দেখেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইটী অনুভব করেন। ১৯

যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে ॥ ২০

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যিনি দেবগণের দ্যোতনাত্মক জ্যোতির অবভাসক। যিনি দেবগণের পুরোহিত। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রগণ্য নেতা। যিনি দেবগণের আগ্রজাত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একাই যিনি ছিলেন, সেই দীপ্তিশালী ব্রহ্মাবয়ব-ভূত দেবকে নমস্কার। ২০

রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তোদেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বৈবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ তস্য দেবা অসন্ বশে॥ ২১

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—দেবতারা পূর্ব্ব দীপ্তিশালী ব্রাহ্ম সূর্য্যদেবকে উৎপন্ন করতঃ বলিলেন হে সূর্য্য যিনি তোমাকে এইরূপে ব্রহ্মাবয়ব বলিয়া জানেন, দেবগণ তাঁহাদের বশীভূত হন। ২১

শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপমশ্বিনৌব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ সর্ব্বলোকম্ ম ইষাণ॥ ২২

এই মন্ত্র শু যজু ৩১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে আদিত্য দেব! শ্রী (সম্পদ) ও লক্ষ্মী (সৌন্দর্য্য) তোমার পত্নীদ্বয় [পরে লক্ষ্মী ও শ্রী একবাচী হইয়াছে] অহোরাত্র তোমার পার্শ্বস্থানীয়। নক্ষত্রসমূহ তোমার রূপ অর্থাৎ তোমার ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল; অশ্বিনীযুগল অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবী তোমার বিকসিত মুখ-পদ্ম। ইহলোকে যশস্কর কার্য্য, পরলোকে সদ্‌গতি ইচ্ছা করি। সর্ব্ব-লোকাত্মক যে আমি এই তত্ত্বজ্ঞান আমি ইচ্ছা করি। তুমি বাঞ্ছা পূর্ণ কর। ২২

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়। পুরুষ সূক্ত

তৃতীয় অধ্যায়।

ওঁ আশুঃশিশানো বৃষভোন ভীমো ঘনাঘনঃ ক্ষোভণশ্চর্ষণীনাম্।
সঙ্ক্রন্দানাহনিমিষ একবীরঃ শতংসেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্রঃ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৩ ও ঋকের ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শীঘ্রগামী বজ্রাস্ত্র তীক্ষ্ণকারী বৃষভ সদৃশ বলিষ্ঠ অথবা বৃষবৎ বহু মেঘবারি সেচন সমর্থ; অতিশয় শত্রু ঘাতক অথবা মেঘ বাহন বা মেঘ হনন। মনুষ্যের ক্ষোভদায়ক অর্থাৎ চালক শত্রুর ভয়োৎপাদক, ধ্বনিকারক অর্থাৎ সিংহনাদী নিমেষহীন অর্থাৎ সদাজাগ্রত অদ্বিতীয় বীর ইন্দ্র, শত শত্রু-সেনা একত্রে বিনাশ করেন। ১

সংক্রন্দনেনা নিমিষেণ জিষ্ণুনা যুৎকারেন দুশ্চ্যবনেন ধৃষ্ণুনা।
তদিন্দ্রেণ জয়ত তৎসহধ্বং যুধোনর ইষুহস্তেন বৃষ্ণা॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৪ ও ঋকের ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে যোদ্ধা মনুষ্য! সিংহনাদকারী একাগ্রচিত্ত জয়শীল যুদ্ধকারী অজেয় ভয়রহিত কামবর্ষী, ইষুহস্ত সেই ইন্দ্র সহায় সেই ইন্দ্রিয় রূপী শত্রুকে বা শত্রুকে জয় কর, বিনাশ কর। ২

স ইষু হস্তৈঃ স নিষঙ্গিভির্ব্বশী সংস্রষ্টা সযুধ ইন্দ্রো গণেন।
সংসৃষ্টজিৎসোমপা বাহুশর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৫ ও ঋকের ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সেই ইন্দ্র ইষুহস্ত তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী বহু শত্রুসহ যুদ্ধকর্ত্তাবশী (জিতেন্দ্রিয় বা স্বতন্ত্র) অবতাররূপে যুদ্ধকার্য্যে সংসর্গকর্ত্তা, যুদ্ধার্থ সঙ্গত শত্রুজেতা সোমপায়ী, বাহুবলে বলী, উগ্র ধন্বা, প্রেরিতাস্ত্র নিরাকরণ সমর্থ। ৩

বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জন্ সেনাঃ প্রমৃণোযুধা জয়ন্নস্মাকমেদ্ধ্যবিতা রথানাম্॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৬ ও ঋকের ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বাক্‌পতি বৃহস্পতি ইন্দ্র তুমি রথদ্বারা সর্ব্বত্র গমনশীল, রাক্ষস হন্তা, শত্রু পীড়ক শত্রুসেনা সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়া যুদ্ধে হিংসকগণকে জয় করিয়া আমাদের রথ সকলের রক্ষক হও।

বলবিজ্ঞায় স্থবিরঃ প্রবীরঃ সহস্বান্ বাজীসহমান উগ্রঃ।

অভিবীরো অভিসত্বা সহোজা জৈত্রমিন্দ্র রথমাতিষ্ঠ গোবিৎ॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৭ ও ঋকের ৮।৫।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র তুমি জয়শীল রথে আরোহণ কর। শত্রু বলবিজ্ঞাতা স্থবির (পুরাতন) প্রকৃষ্ট বীর বলবান, অন্নবান বা অশ্বযুক্ত শত্রুর অভিভবিতা উগ্র, বীর-বেষ্টিত, পরিচারক সমন্বিত সহনশীল স্তত্যার্থবিৎ। ৫

গোত্রভিদঙ্গোবিন্দং বজ্রবাহুঞ্জয়ন্তমজ্‌ম প্রমৃণন্‌তমোজসা।

ইমং সজাতা অনুবীরয়দ্ধমিন্দ্রং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৮ ও ঋকের ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সজাতা (সমজন্মা) হে সখা! দেবগণ এই ইন্দ্রকে বীর কর্ম্ম দ্বারা প্রোৎসাহিত করুন। বেগবানের পশ্চাৎ বেগ সংযোগ কর। ইন্দ্র গোত্রাভিদ্ (পর্ব্বত বিদীর্ণকারী) পর্ব্বতরূপ মেঘ বা অসুর গোত্র ভেত্তা গোবিন্দ (বাচবেত্তা পণ্ডিত) বজ্র বাহু অজ্‌ম (সংগ্রাম জয়ী) বল দ্বারা শত্রু হন্তা। ৬

অভি গোত্রাণি সহসা গাহমানোঽদয়োবীরঃ শতমন্যুরিন্দ্রঃ।

দ্যুশ্চবনঃ পৃতনাষাড় যুধোস্মাকং সেনা অবতু প্রযুৎসু॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৩৯ ঋকের ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বলদ্বারা শত্রু গোত্রসকল বিলোড়নকারী অদয় (যুদ্ধে দয়াশূন্য) বীর শতমন্যু (বহু ক্রোধী) অথবা একক শত যজ্ঞ ভাগী [উত্তরমেরুতে আর্য্যনিবাস থাকা কালে শীত ঋতুর শতেক দিন সূর্য্যহীন আর্য্য ঋষিগণ বলাপহৃত সূর্য্য উদ্ধারার্থ নিযুক্ত ইন্দ্রের বলবিধান জন্য কেবল ইন্দ্রার্থে সোমাহুতি করিতেন তাই ইন্দ্র শতক্রতু বা শতমন্যু] দ্যুশ্চবন অর্থাৎ যুদ্ধে অপশ্চাৎপদ

সংগ্রামসহ যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ ইন্দ্রদেব! যুদ্ধে আমাদের সেনা রক্ষা কর॥ ৭

ইন্দ্র আসান্নেতা বৃহস্পতির্দ্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভি ভঞ্জতীনাঞ্জয়ন্তীনাম্ মরুতো যন্ত্বগ্রম্॥৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪০ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র বৃহৎ দেবপতি দেবসেনার নেতা হে যজ্ঞপুরুষ দক্ষিণ পথে গমন কর [দক্ষিণে অহি বৃত্র বা বল কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ সূর্য্য উদ্ধারার্থ] দেবসেনার শত্রুমর্দ্দনকারী বিজয়শীল মরুৎগণ সোমের পূর্ব্বে যাও। এই সৈন্তের অগ্রভাগে গমন করুন। ৮

ইন্দ্রস্তবৃষ্ণো বরুণস্ত রাজ্ঞ আদিত্যানাম্ মরুতাং শর্ধ উগ্রম্।
মহামনসাং ভুবনচ্যবানাং ঘোষো দেবানাঞ্জয়তা মুদস্থাৎ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪১ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—কামবর্ষী স্থিরচিত্ত মহামনা ভুবনচ্যবন সমর্থ বিজয়শীল ইন্দ্রের, রাজা বরুণের সপ্ত বা দ্বাদশ আদিত্যের [উত্তর মেরুতে ৭ মাসে সাত সূর্য্য এবং বিষুবাদি স্থানে ১২ সূর্য্য] উগ্র মরুৎগণের চতুরঙ্গ বলের জয় জয় শব্দ কোলাহল উত্থিত। ৯

উদ্ধর্ষয়মঘবন্নায়ুধান্যুৎত্বনাম্ মামকানাম্ মনাংসি।
উদ্বৃত্রহন্ বাজিনাং বাজিনান্যুদ্রেথানাঞ্জয়তাং যন্তুঘোষাঃ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪২ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ইন্দ্র তুমি অস্ত্র সমূহের হর্ষবর্দ্ধন কর। আমাদের সৈন্তগণের মন হর্ষোৎফুল্ল কর। হে বৃত্রহন্তা অশ্বগণের গতি উৎকৃষ্ট কর। রথ সকল শব্দসহ গমনশীল হউক॥ ১০

অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষ্বস্মাকং যা ইষবস্তা জয়ন্তু।
অস্মাকং বীরা উত্তরে ভবন্ তস্মাঁ উ দেবা অবতা হবেষু॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৩ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শত্রুধ্বজের সহিত সংযুক্ত আমাদের ধ্বজরক্ষা কর। আমাদের ইষু সকল (শত্রু বধে)

জয়যুক্ত হৌক্। আমাদের সৈন্য শত্রু সৈন্য হইতে উৎকৃষ্ট যুদ্ধ করুক। হে দেব। এই আহবে আমাদের রক্ষা কর। ১১

অমীষাঞ্চিত্তম্ প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি।
অভিপ্রেহি নির্দ্দহ হৃৎসুশোকৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসা সচন্তাম্॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৪ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে অপে! (সুখ ও প্রাণের অপক্ষয়কারিণী) শত্রুগণের চিত্তসকল মোহিত করতঃ শত্রুগণের অঙ্গগ্রহণ কর। এক শত্রুর পর অন্য শত্রুর প্রতিগমন কর ও তাহাদের হৃদয় পুত্রধনাদি বিয়োগোত্থ শোকদ্বারা নিঃশেষে দহন কর। শত্রুগণ অন্ধ তমসকে প্রাপ্ত হউক। [উত্তরমেরুবাসীর পক্ষে দক্ষিণমেরু পাতাল অসুর নাগাদির আবাস তাহারা সুমেরুর শীতকালে সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া রাখে] এইরূপ কল্পনায় বহু মন্ত্র রচিত দেখা যায়॥ ১২

অবসৃষ্টা পরাপত শরব্যে ব্রহ্মাসংশীতে।
গচ্ছামিত্রান্ প্রপদ্যস্ব মামীষাং কঞ্চনোচ্ছিষঃ॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৫ ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ব্রহ্মা অর্থাৎ মন্ত্র কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণীকৃতাকার! তুমি আমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পর সৈন্যে পতিত হও! এবং শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়া তৎ শরীরে প্রবেশলাভ কর। শত্রুগণের মধ্যে কাহাকেও অবশেষ রাখিও না। অর্থাৎ সব বধ কর। ১৩

প্রেতাজয়তা নর ইন্দ্রো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু।
উগ্রাবঃ সন্তু বাহবোনাধৃষ্যা যথাসথ॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৬ ঋ ৮।৫।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে নর (মদীয় সৈন্যগণ) তোমরা পরসৈন্য প্রতি সর্ব্ব প্রকর্ষে গমন কর। জয়লাভ কর। ইন্দ্র তোমাদিগকে জয় জনিত সুখ প্রদান করেন। তোমরা অধৃষ্য হও। অর্থাৎ কেহ যেন তোমাদিগকে তিরস্কার করিতে না পারে। তোমরা উদ্যতায়ুধ হইয়া যুদ্ধরত হও॥ [এই সকল মন্ত্র উত্তরমেরু বরফাক্রান্ত

হইলে (প্রায় ৮০০০ খৃঃ পূর্ব্ব কথা) আর্য্যগণ যখন দক্ষিণদিকে আসিয়া বসতি নির্ণয় করেন তৎকালের দৃষ্ট মন্ত্র] । ১৪

অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামভ্যৈতি ন ওজসা স্পর্দ্ধমানা।
তাং গূহত তমসাপব্রতেন যথামী অন্যো অন্যং ন জানন্॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে মরুৎগণ যে শত্রুসেনা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বল প্রকাশার্থ সম্মুখে আগত হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে কর্ম্মরহিত অন্ধকারে আবৃত কর, যেন উহারা একে অন্যকে না জানিতে পারে। [বালুময় তুফান বা কুয়াসা করতঃ] । ১৫

যত্র বাণাঃ সম্পতন্তি কুমার বিশিখা ইব।
তন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিরদিতিঃ শর্ম্ম যচ্ছতু বিশ্বাহা শর্ম্ম যচ্ছতু॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৮ ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—শিখারহিত কুমার অবস্থার চপল বালকের ন্যায় ইতস্ততঃ বাণবিক্ষেপকারী শত্রু যেখানে যুদ্ধে উপস্থিত হয়, তথায় হে সর্ব্বশত্রুবিনাশক ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অদিতি জয় সুখ প্রদান কর। সদা সুখ প্রদান কর। ১৬

মর্ম্মাণি তে বর্ম্মণাচ্ছাদয়ামি সোমস্ত্বারাজা মৃতেনানুবস্তাম্।
উরোর্ব্বরীযো বরুণস্তেকৃণোতু জয়ন্তন্ত্বানু দেবা মদন্তু॥ ১৭

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

এই মন্ত্র শু যজু ১৭।৪৯ ও ঋ ৫।১।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—[এই শ্লোক ন্যাস মন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] তোমার মর্ম্মস্থান বর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিতেছি। রাজা সোম অমৃতধারায় তোমার জীবন আচ্ছাদিত করুন। বরুণদেব তোমাকে শ্রেষ্ঠগণের অগ্রণী করুন। জয়শীল তোমাকে অনুকূল দেবগণ অভিনন্দিত করুন।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

ওঁ বিভ্রাড্ বৃহৎ পিবতু সোম্যম্ মধ্বায়ুর্দধদ্ যজ্ঞপতাববিহ্রুতম্।
বাতজুতো যো অভিরক্ষতিত্মনা প্রজাঃ পুপোষ পুরুধা বিরাজতি॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩০ ঋ ৮।৮।২৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বিবিধ দীপ্ত সূর্য্য, যিনি বায়ু (হিরণ্যগর্ভ) প্রেরিত হইয়া স্বয়ং প্রজারক্ষণ ও পোষণ করেন ও বিবিধ রূপে শোভা পান তিনি এই বৃহৎ মধুর সোমরস পান করুন। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর অখণ্ড আয়ু বিধান করুন। ১

উদু ত্যঞ্জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩১ ঋ ১।৪।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বেদ (জ্ঞান বা ধন) উৎপাদক সূর্য্যদেবকে তৎকেতু সদৃশ রশ্মিগণ, বিশ্বজগৎ পরিদর্শনার্থ উর্দ্ধে বহন করিতেছে। [উত্তরমেরুতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মাসেক কাল অরুণ উদয় দেখা যায় এবং তথায় সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি কুমারের চাকার ন্যায় ভ্রমণ করে। সুতরাং অরুণবর্ণ রশ্মি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কুলাল চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে বোধ হয়। তৎপর সূর্য্যোদয়] ॥ ২

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তঞ্জনাঁ অনু।
ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩২ ঋ ১।৪।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে পাবনকারী বরুণ যে দর্শনদ্বারা তুমি ক্ষিপ্রগতি পক্ষীরূপে অগ্নিচয়নকারী জনকে স্বর্গ গমনের সময় দেখিয়া থাক, সেই দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখ। ৩

দৈব্যাবধ্বর্য্যূ আগতং রথেন সূর্য্যত্বচা। মধ্বা যজ্ঞং সমঞ্জাথে।
তম্ প্রত্নথায়ং বেনশ্চিত্রন্দেবানাম্॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ৬৩।৩৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে দৈব্যা অধ্যর্যু অশ্বিনীদ্বয় সূর্য্য-বর্ণ রথে তোমরা আগমন কর, এবং আসিয়া মধুর হবিদ্বারা (সোম পুরোডাশ (পিঠা) মধু ইত্যাদি) যজ্ঞ সংরক্ষণ কর। অর্থাৎ বহু অন্ন প্রদান কর। ৪ "তং প্রত্নথা" (শু যজু ৭।১২) "অয়ং বেন" (৭।১৬) ও "চিত্রন্দেবানা" (৭।৪২) মন্ত্র পাঠ্য। ৪

তম্ প্রত্নথা পূর্ব্বথা বিশ্বথেমথা জ্যেষ্ঠতাতিং বর্হিষদং স্বর্বিদম্।
প্রতীচীনং বৃজনন্দোহসে ধুনিমাশুং জয়ন্ত মনু যাসু বর্দ্ধসে॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ৭।১২ ঋ ৪।২।২৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ভৃগু অঙ্গিরা মনু প্রভৃতি পূর্ব্বতন যজমানের ন্যায়, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায়, সর্ব্ব প্রাণীর ন্যায়, ইদানীং (বর্ত্তমানে) যজমানেরা যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া ফললাভ করিয়াছেন, তদ্বৎ আমরাও হে অন্তরাত্মন্ দেবগণের জ্যেষ্ঠ, যজ্ঞস্থ কুশাসনে গমনকারী সর্ব্বজ্ঞ অস্মদভিমুখে আগমনকারী বলবন্ত শত্রুর কম্পয়িতা শীঘ্রগামী শত্রু বিজয়শীল ইন্দ্র! তুমি যে সকল স্তুতিদ্বারা প্রবৃদ্ধ হও সেইরূপ স্তুতি করিতেছি। আমাদের জন্য তুমি তদ্রূপ ফল দোহন কর। ৫

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুংন বিপ্রা মতিভীরিহন্তি॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ৭।১৬ ও ঋ ৮।৭।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—এই জ্যোতির্জরায়ু অর্থাৎ গর্ভস্থ ভ্রূণ যেমন জরায়ুদ্বারা বেষ্টিত থাকে, ইনিও তদ্রূপ জ্যোতিরূপ জরায়ু বেষ্টিত। [শুক্রগ্রহ সূর্য্যের সমীপস্থ গ্রহ। হয় শুকতারা, নয় সাঁজ তারা রূপেই দৃষ্ট হন। কাজেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ঊষার অরুণ বর্ণ আলোক বেষ্টিত অথবা সন্ধ্যাবেলা গোধুলির অস্তগমনশীল সূর্য্যালোক বেষ্টিত হন] বেন দেবতা (Venus) অর্থাৎ শুক্র রজস বা অপ ব্যাপ্ত বিমানে দৃষ্ট হইতেছেন। [আর্য্যগণ সমস্ত স্থান সূক্ষ্ম অপ ব্যাপ্ত মনে করিতেন। (Ether বৎ) এবং এই অপ প্রবাহ গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশ মার্গে চলিয়া থাকেন। এই অপ প্রবাহ আকাশ ও পাতাল উভয় লোক সঞ্চারী।

উহা উক্ত উভয় লোক মধ্যে যে গয়শির ও মুজবান্ পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যস্থ সাতটী ছিদ্র বা দ্বার দ্বারা গতাগতি করে। অসুরগণ ঐ রন্ধ্রপথ বদ্ধ করিয়া উত্তর দক্ষিণ গমনশীল চন্দ্র সূর্য্যাদির গতিরোধ করে, তাহাতে দক্ষিণায়নে সূর্য্য সুমেরু প্রদেশে ৫।৬ মাস পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হন না, তৎপর ইন্দ্র ও দেবগণ অসুরগণসহ যুদ্ধ করিয়া সূর্য্যকে উদ্ধার করেন এই দেবাসুর যুদ্ধ ঋগ্বেদের বহু স্থানে বহু ভাবে বিবৃত আছে, শুক্র উদয়ে সুদীর্ঘ রাত্রির পর সূর্য্যোদয়ের আশায় চিত্ত উৎফুল্ল হয়, তাই শুক্র সর্ব্বজন প্রিয় (Venus God of Love)] ইনি পৃশ্নিগর্ভাকে প্রেরণ করেন। (পৃশ্নি দ্যুলোক উহা যাঁর গর্ভ বা অবস্থিতি স্থান সেই অপ ও মরুৎকে প্রেরণ করেন)। এই অপ সূর্য্য সঙ্গম হইলে শিশুকে যেমন মিষ্ট বচনে তুষ্ট করে, তদ্রূপ বিপ্রগণ বেনদেবকে যথামতি স্তুতি করেন। [বল বৃত্রাদি অসুর, অপ প্রবাহ দ্বার রুদ্ধ করিলে উত্তরস্থ দেবগণের আকাশস্থ অপ প্রবাহসহ সূর্য্যের সঙ্গম হয় না। শুক্র উদয়ে সেই সঙ্গম নিকটবর্ত্তী, তাই ঋষি প্রিয়া আগমন সংবাদ-বাহককে যেমন আদর যত্ন করে, তদ্রূপ আদরপূর্ব্বক স্তুতি করিতেছেন।] ৬

চিত্রন্দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ৭।৪২ ও ১৩।৪৬ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বিচিত্র তেজঃ পুঞ্জময় মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশক উদয় হইয়াছেন। দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্বীয় কিরণে পূর্ণ করিয়াছেন। সূর্য্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের আত্মা স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব ব্যাপী সর্ব্বান্তর্যামী পরম ব্রহ্ম—[সূর্য্য না থাকিলে সব তুষারপাতে বিনষ্ট হইয়া যায়] তাই সূর্য্য জগৎপ্রাণ।

আ ন ইড়াভির্বিদথে সুশস্তি বিশ্বানরঃ সবিতা দেব এতু।
অপি যথা যুবানো মৎসথা নো বিশ্বঞ্জগদভিপিত্বে মনীষা॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৪ ঋ ২।৫।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বিশ্বনর হিতকারী

সবিতাদেব আমাদের স্তুতি নিমিত্ত আমাদের যজ্ঞ গৃহে ইলা (ভূদেবী) সহ আগমন করুন। হে যুবকগণ (জরারহিত দেবগণ) আগমনকালে তোমরা যেমন হৃষ্ট চিত্ত হও আমাদের গতিশীল প্রজাগণ যেন তেমনি হৃষ্ট চিত্ত হয়॥ ৮

যদদ্য কচ্চ বৃত্রহন্নুদগা অভি সূর্য্য।
সর্ব্বন্তদিন্দ্র তে বশে॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৫ ঋ ৬।৬।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বৃত্রহন্তা হে সূর্য্য হে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যযুক্ত অদ্য প্রথম সূর্য্য উদয় দিবসে যে কোন স্থানে আপনি প্রাদুর্ভূত হন, অমনি সমস্ত তোমার বশীভুত হয় [অর্থাৎ সুমেরু প্রদেশে ৩।৪ মাস অসূর্য্য অবস্থার শীতের রাত্রি ছিল, তখন সব রাত্রির বশ ছিল এখন সূর্য্যোদয়ে রাত্রি দূরীকৃত হইয়া সব সূর্য্যের বশ হইল]।

তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিস্কৃদসি সূর্য্য।
বিশ্বমাভাসি রোচনম্॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৬ ঋ ১।৪।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য তুমি জ্যোতির কর্ত্তা। দীপ্যমান বিশ্বের প্রকাশক অর্থাৎ চন্দ্র ও গ্রহাদি তোমারই তেজে দীপ্তিযুক্ত। তুমি নভোমার্গ অতিক্রমকারী ও বিশ্বের দর্শনীয়। [স্বীয় কক্ষায় উত্তর ও দক্ষিণে গমন কর] [চন্দ্র সূর্য্য তেজোভাসিত ও গ্রহাদি তাহা হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ নির্গত]॥ ১০

তৎসূর্য্যস্য দেবত্বম্ তন্ মহিত্বম্ মধ্যা কর্ত্তো বিততম্ সঞ্জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাস স্তনুতে সিমস্মৈ॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৭ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব এরূপ মাহাত্ম্য যে কার্য্য শ্রেষ্ঠ জগৎ মধ্যে [জগৎ কার্য্য, ব্রহ্মতৎ কারণ] স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করেন, আবার তৎসংবরণ করেন, এমনি সমর্থযুক্ত। যখন তিনি হরিৎ বর্ণ রশ্মিরূপ অশ্বগণকে স্বীয় রথ হইতে বিযুক্ত করেন তখন রাত্রি তিমিরময় বস্ত্রদ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করে। ১১

তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরূপস্থে।

অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সম্ভরন্তি॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৮ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্যদ্যুলোকের উৎসঙ্গে মিত্র ও বরুণের সেই সেই রূপ করেন, যে যেরূপে তাঁহারা প্রাণীজাতকে দেখেন [মিত্ররূপে সুকৃতকারীর প্রতি অনুগ্রহ ও বরুণরূপে দুষ্কৃতকারীর নিগ্রহ করেন] তাঁহার অন্য এক শুক্লরূপ আছে, তাহা অনন্ত অর্থাৎ দেশকাল পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। উহা বিজ্ঞান ঘন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপ। অপরটী কৃষ্ণ অর্থাৎ তমময় যাহা পূর্ব্বোক্ত বিলক্ষণ হরিৎরূপ অর্থাৎ দিক্‌কাল পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা ধারণ করে। ইহা দ্বৈতরূপ। ১২ [সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হইল এবং সেই সূর্য্যই এই ব্রহ্ম]

বন্‌মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি।

মহস্তে সতো মহিমা পনস্যতেদ্ধা দেব মহাঁ অসি॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৩৯ ঋ ৬।৭।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য (সুপ্রেরণে তিনি জগৎকে কার্য্যে প্রেরক) বন্ মহা (বট্ মহা সত্যই মহান্) তুমি মহান্ একথা সত্য। তুমি মহান্ তোমার মহিমা স্তুত হইতেছে। হে দেব! তুমি মহান্ একথা সত্য। ১৩

বট্‌সূর্য্য শ্রবসামহাঁ অসি সত্রাদেব মহাঁ অসি।

মন্‌হা দেবানামসূর্য্যঃ পুরোহিতো বিভূ জ্যোতিরদাভ্যম্॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪০ ঋ ৬।৭।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সূর্য্য ধন বা যশে তুমি মহান্। দেবগণ মধ্যে মহিমায় মহান্ একথা সত্য। তুমি অসূর্য্য প্রাণীহিতকারী বা বলবান্। পুরোহিত-সর্ব্বকার্য্যে অগ্রে স্থাপিত বা হিতোপদেষ্টা [সূর্য্যার্ঘ্য দান করত, অন্য কার্য্য করা হয় তাই অগ্রে স্থাপিত] তুমি ব্যাপক অহিংসনীয় তেজময়। ১৪

শ্রায়ন্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বেদিন্দ্রস্য ভক্ষত।

বসূনি জাতে জনমান ওজসা প্রতিভাগন্ন দীধিম॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪১ ঋ ৬।৭।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সূর্য্যাশ্রয় রশ্মিসমূহ ইন্দ্রের সমস্ত বসু (ধন) ভক্ষণ করে অর্থাৎ সব প্রাণীজাত ইন্দ্র হইতে প্রাপ্ত হয়। [বৃষ্টিরূপে ধান্যাদি নিষ্পন্ন করিয়া দেয়। বৃষ্টি ও সূর্য্য কিরণ উভয়ই শস্যোৎপাদনে তুল্য প্রয়োজন] কিন্তু আমরা সেই সকল জাত ও জনিষ্যমান (যা হইবে) ধন, বিভজ্য পিতৃ ধনের ন্যায় স্তুতিরূপ তেজ বলে ধারণ করিব। ১৫

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উতদ্যোঃ॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪২ ঋ ১।৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে দ্যোতমান রশ্মি-সমূহ। আজ সূর্য্যোদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। অপযশঃ বিদূরিত কর। [ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনে মায়ারূপ পাপমুক্তি বা সুমেরুতে সুদীর্ঘ শীত রাত্রিরূপ পাপ হইতে মুক্ত] মিত্র বরুণ অদিতি, সিন্ধু (মুজ-বানাদি পর্ব্বত রন্ধ্রে নির্গত অপ্‌রূপা নদী) পৃথিবী এবং দ্যৌ (স্বর্গ) আমাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করুন। ১৬

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতম্ মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ১৭

ইতি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

এই মন্ত্র শু যজু ৩৩।৪৩ ঋ ১।৩।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সবিতাদেব কৃষ্ণ (অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন) বিমান পথে আবর্ত্তন করিতে করিতে ত্রিভুবন দর্শন করিয়া আগমন করিতেছেন এবং অমর ও মর্ত্ত্যগণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিতেছেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়। ইতি সূর্য্যসূক্ত

পঞ্চম অধ্যায়

[অথ শতরুদ্রিয় হোম মন্ত্রাঃ উচ্যন্তে]

ওঁ নমস্তে রুদ্রমন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ॥ ১

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র [যিনি রুৎ দুঃখ, দ্রাবণ বিনাশ করেন অথবা জ্ঞান দাতা অথবা যিনি পাপীকে দণ্ড দানে রোদন করান] তোমার ক্রোধকে নমস্কার। তোমার বাণকে নমস্কার। তোমার বাহুদ্বয়কে নমস্কার। অর্থাৎ এই সকল আমাদের শত্রু প্রতি প্রযুক্ত হউক। ১

যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥ ২

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র তোমার ঈদৃশী মঙ্গল-প্রদ শান্ত অঘোর (ঘোর নহে) শরীর হে প্রাণীগণের সুখবিস্তারক অথবা বাক্য বেদে স্থিতি মঙ্গলবিধায়ক গিরিশায়িন্ ! অর্থাৎ হে সৌম্য পূণ্যপ্রদ ঐ সুখতম তনু দ্বারা আমাদিগকে দর্শন কর। ২

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥ ৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে গিরিশন্ত! তুমি শত্রুর প্রতিক্ষেপণ জন্য যে বান্ হস্তে ধারণ কর হে গিরিত্র (গিরি অর্থাৎ মেঘ বৃষ্টিদ্বারা ত্রাণকারী তুমি বাণকে মঙ্গলপ্রদ কর। পুরুষ (পুত্রাদি) বা গতিশীল গবাদি পশুকে হিংসা করিও না। ৩

শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদযক্ষ্মং সুমনা অসৎ॥ ৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে গিরিশ মঙ্গল স্তুতিরূপ বাক্য দ্বারা তোমাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমাদের সকল প্রকার গতিশীল প্রাণীজাত নিরোগ ও সুমনা হয়। ৪

অধ্যবোচদধিবক্তা প্রথমো দৈব্যাভিষক্।

অহীঁশ্চ সর্ব্বাঞ্জম্ভয়ন্ সর্ব্বাশ্চ যাতুধান্যো ধরাচীঃ পরাসুব॥ ৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র অধিবক্তা আমাকে সর্ব্বাধিক আশীর্ব্বাক্য বলুন যেন আমার সবচেয়ে অধিক হয়। তুমি প্রথম অর্থাৎ মুখ্য পূজ্য দেবহিতকারক। (স্মরণেই) রোগনাশক। সকল অধোদেশে গমনশীল যাতুধানা (রাক্ষসী) তুমি দুর কর। সকল অহি সর্প (নাগ) ব্যাঘ্রাদি বিনাশ কর। [সুমেরুর অধোদেশে কুমেরু স্থাপিত তাহাই পাতাল, তথায় দৈত্য দানব রক্ষ নাগ অহি সর্প প্রভৃতির বাসস্থান। ৫

অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।

যে চৈনং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ সহস্রশোবৈষাং হেড ঈমহে॥ ৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ঐ যে তাম্রবৎ রক্তবর্ণ (উদয় ও অস্তকালে) অন্য সময় পিঙ্গল বর্ণ সুমঙ্গল রবিরূপী রুদ্র, আর যে রুদ্রগণ ইঁহার সর্ব্বদিকে কিরণরূপে সহস্র সংখ্যক তাহাদিগের আমাদের প্রতি অপরাধ জন্য যে ক্রোধ তাহা ভক্তিদ্বারা নিবারণ করিব। ৬

অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।

উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নদৃশ্রন্নুদহার্য্যঃ স দৃষ্টো মৃড়য়াতি নঃ॥ ৭

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ঐ যে দ্যাবাপৃথিবীদেহাত্মক রুদ্রের নীলাকাশরূপী গ্রীবাপ্রদেশে লোহিত বর্ণ কিরণ রাজি গমন করিতেছে। যাহাকে গোপালক রাখাল এবং জলাহরণকারিণী স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত দেখিতেছে উহা দৃষ্টে আমাদের আহ্লাদ হইতেছে। [উত্তর মেরুতে ৪।৫ মাস শীত রাত্রে অপগতে সূর্য্যোদয়ে আহ্লাদ অনিবার্য্য। সেই সূর্য্যোদয়ের

পূর্ব্বে মাসেক কাল উষা বা অরুণ উদয় দৃষ্ট হয়। তৎদৃষ্টে এই মন্ত্র বিরচিত। ৭

নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় সহস্রাক্ষায়মীঢ়ুষে।
অথো যে অস্য সত্বানোহং তেভ্যোঽকরন্নমঃ ॥ ৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে নীল গ্রীব সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র তুল্য) তরুণ বা বৃষ্টিবর্ষী-রুদ্রদেব তোমাকে নমস্কার। এবং তোমার যে ভৃত্য বল বাহনাদি প্রাণী জাত তাহাদিগকেও নমস্কার করিতেছি।

প্রমুঞ্চ ধন্বনস্ত্বমুভয়োরান্ত্যোর্জ্যাম্।
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরা তা ভগবো বপ ॥ ৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে ভগব (ষড়ৈশ্বর্য্যশালীন্) তুমি ধনুর উভয় কোটীস্থ জ্যা দূর কর। তোমার হস্তে যে বান্ আছে তাহা নিক্ষেপ কর। ৯

বিজ্যং ধনুঃ কপর্দ্দিনো বিশল্যো বান বাঁ উত।
অনেশন্নস্য যা ইষব আভূরস্য নিষঙ্গধিঃ ॥ ১০

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—কপর্দ্দীর (জটাযুক্ত স্বর্গঙ্গা বা ছায়াপথ, বিরাটের জটা) ধনু জ্যা রহিত ও বাণ বিশল্য (ফলাহীন) হউক। ইহার ইষুসকল নষ্ট হউক। তাঁহার কোশ খড়্গহীন হউক অর্থাৎ তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের হস্তে ন্যস্ত করুন অথবা গুণসকল খসিয়া গিয়া নির্গুণ হউন। ১০

যা তে হেতি মীঢ়ুষ্টম হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্বমযক্ষ্ময়া পরিভূজ ॥ ১১

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে বর্ষক শ্রেষ্ঠ! তোমার হাতে যে ধনুরূপ অস্ত্র আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শান্তিসহ পরিপালন কর। ১১

পরি তে ধন্বনো হেতিরস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।

অথো য ইষুধিস্তবারে অস্মিন্নিধেহি তম্॥ ১২

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র! তোমার ধনুরূপ অস্ত্র আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক। তোমার ইষুধি (বান রাখার কোশ) আমাদিগের নিকট হইতে দূরে রাখ। ১২

অবতত্য ধনুষ্ট্বং সহস্রাক্ষ শতেষু ধে।

নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা শিবো নঃ সুমনা ভব॥ ১৩

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৩ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সহস্রাক্ষ! হে শতইষু ধারিন্ তুমি ধনুর জ্যা মোচন করিয়া বাণের ফলক শীর্ণকরতঃ আমাদের প্রতি শান্ত, শোভন চিত্ত হও। ১৩

নমস্ত আয়ুধাযানাততায় ধৃষ্ণবে।

উভাভ্যামুত তে নমো বাহুভ্যাস্তব ধন্বনে॥ ১৪

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র তোমার অনারোপিত আয়ুধকে নমস্কার। ধর্ষণশীল বাণকে নতি করি। তোমার উভয় বাহুকে নমস্কার, ধনুকে নমস্কার। ১৪

মানো মহান্তমুত মানো অর্ভকং মান উক্ষন্তমুত মা নউক্ষিতম্।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥ ১৫

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৫ ঋ ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে রুদ্র আমাদের গুরু পিতামহ পিতৃব্যাদিকে, আমাদের বালক, গর্ভস্থ অণ্ড, বীর্য্য সেচনক্ষম যুবক, পিতা, মাতা, প্রিয়জনকে হিংসা করিও না। ১৫

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষি মানো গোষু মা নো অশ্বেষুরীরিষঃ।

মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনোহবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে॥ ১৬

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৬ ঋ ১।৮।৬ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—আমাদের পুত্র পৌত্র জীবন গো অশ্বাদি পশু ভৃত্যাদিকে হিংসা করিও না। তোমার উদ্দেশে সদা হবিযুক্ত যাগ করি। অর্থাৎ আমরা তোমার শরণাগত। ১৬

নমোহিরণ্যবাহবে! সেনান্যে দিশাঞ্চপতয়ে নমো
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ পশূনাম্ পতয়ে নমো।
নমো শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে পথীনাং পতয়ে নমো,
নমো হরিকেশায়োপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৭

হিরণ্য বাহু সেনানীদিক্‌পতিকে নমস্কার। পীতবর্ণ কেশরূপ পর্ণযুক্ত বৃক্ষরূপী রুদ্রকে নম। পশুপতিকে নম। দীপ্তিযুক্ত নবতৃণরূপীকে নম। পথে রক্ষককে নম। হরিকেশ (নীলকেশ) অর্থাৎ জরারহিতায় যজ্ঞোপবীতধারিকে নম। ধর্ম্মপুষ্ট ব্যক্তির পালককে নমস্কার। ১৭

নমোবভ্‌লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাম্ পতয়ে নমো।
নমোভবস্ত হেত্যৈ জগতাম্ পতয়ে নমো ॥
নমো রুদ্রায়াততায়িনো ক্ষেত্রাণাম্ পতয়ে নমো।
নমঃ সুতায়াহন্ত্যৈবনানাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ১৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৮ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বভ্‌লুশায় অর্থ কপিলবর্ণ বা বৃষভ বাহন। ব্যাধিন্—মৃগ, ব্যাধ নক্ষত্রপুঞ্জরূপী [কোন সময় প্রজাপতি স্বীয় দুহিতায় গমন জন্য তাহার পশ্চাৎ ধাবন করেন, তৎদৃষ্টে রুদ্র তৎপ্রতি ধনু নিক্ষেপ করেন, তাহাতে মৃগরূপী প্রজাপতির শির মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে ও লুব্ধকতারা মৃগব্যাধরূপে আকাশে দীপ্তমান আছেন] ভবস্যহেত্যৈ—ভবসংসার নিয়মনার্থ হেতি বা অস্ত্রধারী। আততায়ী—বিস্তৃত ধনু। সূত—সারথী। অহন্ত—যিনি হত হন না। ১৮

নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাম্ পতয়ে নমো।
নমো ভুবন্তয়ে বারিবস্কৃতায়ৌষধীনাম্ পতয়ে নমো ॥
নমো মন্ত্রিণে বাণিজায় কক্ষাণাম্ পতয়ে নমো।
নম উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে পত্তীনাম্ পতয়ে নমঃ ॥ ১৯

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।১৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—রোহিত—লোহিত (ক্রোধরূপী অথবা অগ্নিরূপী)। স্থপতি—বিশ্বকর্ম্মা। ভুবন্ত—ভুবন বিস্তারক।

বারিবস্কৃত—ধন বা স্থান ভোগ যে করায়। বাণিজ—বাণিজ্যের কর্ত্তা। কক্ষা—বন্যগুল্ম। আক্রন্দয়তে—শত্রুকে রোদন করান। পত্তী—সেনা-সমূহ। ১৯

নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে সত্বনাম্ পতয়ে নমো।
নমঃ সহমানায় নিব্যাধিন আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো।
নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাম্ পতয়ে নমো।
নমো নিচেরবে পরিচরায়ারণ্যানাম্ পতয়ে নমঃ॥ ২০

শু যজু ১৬।২০ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—ধনু আকর্ণপূর্ণ বিস্তৃতকরতঃ যুদ্ধে ধাবনকারীকে নমঃ। অথবা সর্ব্ব ইষ্ট লাভ করান যিনি তাঁহাকে নম। সাত্বিক শরণাগত পালক শত্রুর অভিভবকারী নিরন্তর শত্রু বধকারী সুর সেনার পালনকারীকে নম। মহান্ খড়্গধারী চোর পালক, নিরন্তর বিচরণশীল অপহরণকারী অরণ্যপতিকে নম। ২০

নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতেস্তায়ূনাম্পতয়ে নমো।
নমো নিষঙ্গিণ ইষুধিমতে তস্করনাম্ পতয়ে নমো॥
নমো সৃকায়িভ্যো জিঘাংসদ্ভ্যো মুষ্ণতাম্ পতয়ে নমো।
নমো সিমদ্ভ্যো নক্তঞ্চরদ্ভ্যো বিকৃন্তানাম্ পতয়ে নমঃ॥ ২১

শুক্ল যজু ১৬।২১ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বঞ্চনকারী সর্ব্বতঃ বঞ্চক অহর্নিশা অজ্ঞাতভাবে পরধন গ্রহণকারীর পতিকে নম। চোরের পতি, বজ্রাদিসহ গমনশীল হিংসাপরায়ণ ক্ষেত্রের ধান্যাদি অপহর্ত্তার পালককে নম। খড়্গ-ধারী রাত্রিচর ছেদন কর্ত্তার পতিকে নমস্কার। ২১

নম উষ্ণীষিণে গিরিচরায় কুলুঞ্চানাম্ পতয়ে নমো।
নম ইষুমদ্ভ্যো ধন্বায়িভ্যশ্চবো নমো॥
নম আতন্বানেভ্য প্রতিদধানেভ্যশ্চ বো নমো।
নম আযচ্ছদ্ভ্যোঽস্যদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২২

শু যজু ১৬।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ উষ্ণীষধারী গ্রাম্যচোর গিরিচর বস্ত্রচোর

রূপীকে নম। কুলুঞ্চ অর্থাৎ ভূমি গৃহাদি চোরপালক ইষুমান্ ধনুকধারীকে নম। উন্নত ধনুষ্ক, বানযুক্ত ধনুকধারীকে আকর্ষিত ধনু, ক্ষিপৎ ধনুষ্ককে নম। ২২

নমো বিসৃজদ্ভ্যো বিধ্যদ্ভ্যশ্চ বো নমো।
নমঃ স্বপদ্ভ্যো জাগ্রদ্ভ্যশ্চ বো নমো॥
নমঃ শয়ানেভ্য আসীনেভ্যশ্চ বো নমো।
নমস্তিষ্ঠদ্ভ্যো ধাবদ্ভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৩

শু যজু ১৬।২২ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—বাণত্যাগকারী শত্রুতারণকারী রুদ্রগণকে নম। নিদ্রাবহু ও জাগ্রতবহু রুদ্রগণকে নম। শয়ান, আসীন, দণ্ডায়মান, ধাবমান রুদ্রকে নম। ২৩

নমঃ সভাভ্যঃ সভাপতিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো শ্বেভ্যোঽশ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো॥
নমো আব্যাধিনাভ্যো বিবিদ্ধ্যন্তীশ্চ বো নমো।
নম উগণাভ্যস্তৃংহতীভ্যশ্চ বো নমো॥ ২৪

শু. যজু ১৬।২৪ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—সভারূপী রুদ্রগণকে সভাপতিগণকে অশ্ব ও অশ্বপতিকে নম। দেবসেনা ও বিবিধবিধ্যকারীগণকে নম। ভৃত্যসমূহ দুর্গাদিস্থিত বধসমর্থগণকে নম। ২৪

নমো গণেভ্যো গণপতিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো ব্রাতেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমো॥
নমো গৃৎসেভ্যো গৃৎসপতিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো বিরূপেভ্যো বিশ্বরূপেভ্যশ্চ বো নমো॥ ২৫

শু যজু ১৬।২৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—গণ ও গণপতিসমূহকে নম। ব্রাত ও ব্রাতপতিকে নম। মেধাবি, বিষয় লম্পট ও তৎপালককে, বিরূপ ও বিশ্বরূপগণকে নম। ২৫

নমঃ সেনাভ্যঃ সেনানিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো রথিভ্যো অরথেভ্যশ্চ বো নমো॥
নমঃ ক্ষত্তৃভ্য সঙ্গ্রহীতৃভ্যশ্চ বো নমো।
নমো মহদ্ভ্যো অর্ভকেভ্যশ্চ বো নমঃ॥ ২৬

শু যজু ১৬।২৬—সেনা ও সেনাপতিগণকে নম; রথযুক্ত ও রথহীনকে নম; ক্ষত্তা (সারথি) মহৎ ব্যক্তি ও ক্ষুদ্রকে নম॥ ২৬

নম স্তক্ষভ্যঃ রথকারেভ্যশ্চ বো নমো।
নমঃ কুলালেভ্যঃ কর্ম্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো॥
নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ।
শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমো॥ ২৭

শু যজু ১৬।২৭—তক্ষ (সুতার) রথনির্ম্মাতা কুলাল (কুমার) কর্ম্মার (কামার) রূপীকে নম, বিষাদ পুঞ্জিষ্ঠা (পুক্কস পক্ষীঘাতক) শ্বন্য (কুকুর-পালক) গয়ু (ব্যাধ) রূপীকে নমস্কার॥ ২৭

নমঃ শ্বভ্যঃ শ্বপতিভ্যশ্চ বো নমো।
নমো ভবায়চ রুদ্রায়চ নমঃ॥
শর্ব্বায় চ পশুপতয়ে চ নমো।
নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ॥ ২৮

শু যজু ১৬।২৮—শ্ব ও শ্বপতি (Canis Major or Canis Minor) দুইটী তারা পুঞ্জ স্বর্গঙ্গা (ছায়াপথ) Milky way এর দুই পার্শ্বে অবস্থিত, তৎপার্শ্বে লুব্ধক শ্বপতি (Sirius নামক বৃহৎ তারা যাহা আমাদের সূর্য্য হইতে ৬০০ গুণ বৃহৎ তাহা মৃগব্যাধ নামক রুদ্র মূর্ত্তি) অথবা কিরাতবেশী রুদ্রকে নমঃ। ভবায় (উৎপাদকায়) রুদ্রায় (দুঃখনাশকায়) শর্ব্বায় (পাপ-হন্তায়) পশুপতি (অজ্ঞ জনপালক) নীলগ্রীব (বিরাটরূপী পুরুষের দ্যৌ মস্তক চন্দ্র সূর্য্য নেত্র অন্তরীক্ষ দেহ, পৃথিবীপাদ, তাহার গ্রীবা নীলাকাশ)

৩

অথবা পৌরাণিক সমুদ্রোত্থ বিষ ভক্ষণে নীলকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ শ্বেতকণ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বগাত্র শ্বেতবর্ণ ॥ ২৮

নমঃ কপর্দিনে চ ব্যুপ্তকেশায় চ নমঃ।
সহস্রাক্ষায় চ শতধন্বনে চ নমো ॥
গিরিশয়ায় চ শিপিবিষ্টায় চ নমো।
মীঢ়ুষ্টমায় চেষুমতে চ নমো ॥ ২৯

কপর্দি জটাধারী ব্যুপ্তকেশ মুণ্ডিতকেশ যতি সহস্রাক্ষ (ইন্দ্র) শত ধনুর্ধারী গিরিবাসী বা মেঘশায়ী শিপিবিষ্ট বিষ্ণুরূপী (বেদে শিপিবিষ্ট নাম কুৎসিত অর্থে প্রয়োগ করে, সূর্য্যরূপী বিষ্ণু অনন্তরূপী অহির ক্রোড়ে শয়ন থাকেন দক্ষিণায়নে তাই কুৎসিৎ স্থায়ী বা শিপিবিষ্ট নাম) কে নম বা পশুতে প্রবিষ্ট। অন্তর্যামী বা যজ্ঞে অধিদেবতা অথবা আদিত্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত বা রশ্মি সমূহে প্রবিষ্ট। মীঢ়ুষ্টম মেঘরূপে বহু সেচন সমর্থ—ইষুমৎকে নম ॥ ২৯

নমো হ্রস্বায় চ বামনায় চ নমো।
বৃহতে চ বর্ষীয়সে চ নমো ॥
বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ নমো।
গ্র্যায়চ প্রথমায় চ নম ॥ ৩০

শু যজু ১৬।৩০—হ্রস্ব অল্পশরীর, বামন, সঙ্কুচিত শরীর, বৃহৎ ও বৃদ্ধ, জ্যেষ্ঠ, সবিদ্বান্ অগ্রজন্মা, প্রথম অর্থাৎ মুখ্যকে নম ॥ ৩০

নম আশবে চাজিরায় চ নমঃ।
শীঘ্র্যায় চ শীভ্যায় চ নম ॥
ঊর্ম্ম্যায় চ বাস্বন্যায় চ নমো।
নাদেয়ায় চ দ্বীপ্যায় চ নমঃ ॥ ৩১

শু যজু ১৬।৩১ মন্ত্র। জগদ্ব্যাপীকে অজিরায় (গতিশীলকে) শীধ্যায় শীভ্যায় জল প্রবাহ ভবায়, উর্ম্ম্যায় (তরঙ্গাদিত) অবস্বন্যায় (স্থির জলায়) নাদেয়ায় (নদী ভব) দ্বীপ্যায় (দ্বীপভবায়) নম ॥ ৩১

নমো জ্যেষ্ঠায় চ কনিষ্ঠায় চ নমঃ।
পূর্ব্বজায় চ পরজায় চ নমো ॥
মধ্যমায় চ প্রগল্‌ভায় চ নমো।
জঘন্যায় চ বুধ্ন্যায় চ নমঃ ॥ ৩২

শু যজু ১৬।৩২ মন্ত্র। জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, পূর্ব্বে, পরে, মধ্যে (সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি) প্রগল্‌ভ দেবরূপে জঘন্যতির্য্যগাদি রূপে বুধ্ন্যায় বৃক্ষাদি রূপে অবস্থিত রুদ্রকে নম॥ ৩২

নমঃ সোভ্যায় চ প্রতি সর্য্যায় চ নমো।
যাম্যায় চ ক্ষেম্যায় চ নমঃ ॥
শ্লোক্যায় চাবসান্যায় চ নম।
উর্ব্বর্য্যায় চ খল্যায় চ নমো ॥ ৩৩

শু যজু ১৬।৩৩ মন্ত্র। সৌভ গন্ধর্ব্ব নগর ভব অথবা উভয় পাপপুণ্যাত্মক মনুষ্য লোকভব, প্রতিসর—বিবাহ কালে পরিহিত হস্তসূত্র—অভিচার বা তত্রভব—যাম্য ক্ষেত্র শ্লোকায় যশ বা বেদমন্ত্র, অবসান্য—অবসান সমাপ্তি বেদের অন্ত বেদান্ত, উর্ব্ব পৃথিবী, খল্য—কল্কভব ধানেভব বা নম ॥ ৩৩

নমো বন্যায় চ কক্ষ্যায় চ নমঃ।
শ্রবায় চ প্রতিশ্রবায় চ নম ॥
আশু ষেনায় চাশুরথায় চ নমঃ।
শূরায় চাবভেদিনে চ নমঃ ॥ ৩৪

শু যজু ১৬।৩৪ মন্ত্র। বন্য, কক্ষ্য (গুল্ম) শ্রব (শব্দ) প্রতিশ্রব (প্রতিশব্দ) আশু সেন—শীঘ্রগামী সেনা, আশুরথ, শূর, শত্রু অবভেদক কে নমস্কার ॥৩৪

নমো বিল্মিনে চ কবচিনে চ নমো।
বর্ম্মিণে চ বরুথিনে চ নমঃ ॥
শ্রুতায় চ শ্রুতসেনায় চ নমো।
দুন্দুভ্যায় চাহনন্যায়চ নমো ॥ ৩৫

শু যজু ১৬।৩৫ বিল্মিন—শিরস্ত্রাণ। বরুথিন—হাওদাস্থিত। শ্রুত—প্রসিদ্ধ। আহনন—রণবাস্ত বিশেষ। ৩৫

নমো ধৃষ্ণবে চ প্রমৃশায় চ নমো।
নিষঙ্গিনে চেষুধিমতে চ নম॥
স্তীক্ষ্ণষবে চায়ুধিনে চ নমঃ।
স্বায়ুধায় চ সুধন্বনে চ। ৩৬

শু যজু ১৬।৩৬ ধৃষ্ণ—প্রগল্ভ। প্রমৃষ—পণ্ডিত। নিষঙ্গ—খড়্গ। ইষুধিমৎ—তীক্ষ্ণ ইষু, আয়ুধ শোভন ধনুস্ক। ৩৬

নমঃ স্রুত্যায় চ পথ্যায় চ নমঃ।
কাট্যায় চ নীপ্যায় চ নমঃ॥
কুল্যায় চ সরস্যায় চ নমো।
নাদেয়ায় চ বৈশন্তায় চ নমঃ॥ ৩৭

শু যজু ১৬।৩৭ শ্রুতি—ক্ষুদ্র স্রোতা, অশ্বাদি গমনযোগ্য পথযুক্ত, বিষমমার্গ। নীপ—জলপতন স্থান, গিসিনুতে, কুল্যা—কৃত্রিম জল, সরসী, নদী, বৈশন্তে—অল্প জল (ডোবা)। ৩৭

নমঃ কুপ্যায় চাবট্যায় চ নমো
বীধ্র্যায় চাতপ্যায় চ নমো।
মেধ্যায় চ বিদ্যুত্যায় চ নমো॥
বর্ষ্যায় চাবর্ষ্যায় চ নমো॥ ৩৮

শু যজু ১৬।৩৮ কূপ, অবট—গর্ত্ত, বীধ্র—নির্ম্মল শরৎ মেঘ, আতপ, মেঘ, এই সকলে ভবায় নাম। ৩৮

নমো বাত্যায় চ রেষ্মায় চ নমো।
বাস্তব্যায় চ বাস্তুপায় চ নমঃ॥
সোমায় চ রুদ্রায় চ নম।
স্তাম্রায় চারুণায় চ নমঃ॥ ৩৯

শু যজু ১৬।৩৯ বাত=বাক্য, শ্লেষ্মা=প্রলয়কাল। বাস্তু=গৃহ। সোম=উময়াসহিত। ৩৯

নমঃ শঙ্গবে চ পশুপতয়ে চ নম।
উগ্রায় চ ভীমায় চ নমো॥
হগ্রেবধায় চ দূরেবধায় চ নমো।
হন্ত্রে চ হনীয়সে চ নমো॥
নমো বৃক্ষেভ্যো হরি কেশেভ্যো নমস্তারায় ॥ ৪০

শু যজু ১৬।৪০ শঙ্গব=শংগব=মঙ্গল প্রাপক। অথবা শং গাবো বাচো বেদরূপা যস্ত অর্থাৎ বেদবক্তা। তারায় নিস্তার করায়। ৪০

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ।
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥ ৪১

শু যজু ১৬।৪১ শংভবায়=মুক্তি করায়। ময়=সুখ (সাংসারিক)। ৪১

নমঃ পার্য্যায় চাবাপর্য্যায় চ নমঃ।
প্রতরণায় চাত্তরণায় চ নম॥
স্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ।
শষ্পায় চ ফেন্নায় চ নমঃ॥ ৪২

শু যজু ১৬।৪২ পার্য্য=পারগত, মুক্ত। অবার্য্য=অর্বাক্ তীরে সংসারে (স্থিতায়) প্রতরণ=পাপ হইতে। কূল্য=তটস্থ। শষ্প=বালতৃণ, ফেন ভব। ৪২

নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ।
কিংশিলায় চ ক্ষয়াণায় নমঃ॥
কপর্দ্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নম।
ইরিণ্যায় চ প্রপর্থ্যায় চ নমঃ॥ ৪৩

শু যজু ২৬।৪৩ কিংশিলা=ক্ষুদ্রশীলা। ক্ষয়না=স্থির জল প্রদেশ।

পুলস্ত=পুরে অগ্রে স্থিত। অথবা পুরে অস্তি=অন্তর্য্যামী। ইরিন্ মরু, প্রপথ্য=বহুজনসেবিত পথ। ৪৩

নমো ব্রজ্যায় চ গোষ্ঠ্যায় চ নম।
শুল্প্যায় চ গেহ্যায় চ নমঃ॥
হৃদয্যায় চ নিবেষ্যায় চ নমঃ।
কাট্যায় চ গহ্বরেষ্ঠায় চ নমঃ॥ ৪৪

শু যজু ১৬।৪৪ মন্ত্র। ব্রজ, গোষ্ঠ, তল্প=শয্যা, গেহ, নিবেষ্য=নীহারজল, বা আবর্ত্ত। কাট=দুর্গম অরণ্য। ৪৪

নমঃ শুষ্কায় চ হরিত্যায় চ নম।
পাংসব্যায় চ রজস্যায় চ নমো॥
লোপ্যায় চোলপ্যায় চ নম।
ঊর্ব্ব্যায় চ স্থর্ব্যায় চ নমঃ॥ ৪৫

শু যজু ১৬।৪৫ মন্ত্র। শুষ্ককাষ্ঠ, হরিত আর্দ্রকাষ্ঠ। পাংশুধুলি। রজ=গুণ বা পরাগ। লোপ্য=অগম্য দেশ বা সংহার। উলপ্য=গুল্ম। ঊর্ব্বা=বড়বা। স্থর্ব্বা=কালানল। ৪৫

নমঃ পর্ণায় চ পর্ণ শদায় চ নম উদ্গুরমাণায় চাভিঘ্নতে চ নম।
অখিদতে চ প্রখিদতে চ নমঃ ইষুকৃদ্ভ্যো ধনুষ্কৃদ্ভ্যশ্চ বো নমো॥
নমোবঃ কিরিকেভ্যো দেবানাং হৃদয়েভ্যো নমো বিচিন্বৎ
কেভ্যো নমো বিক্ষিণৎ কেভ্যো নম আনির্হতেভ্যঃ॥ ৪৬

শু যজু ১৬।৪৬ মন্ত্র। পর্ণশদ—পক্ক পত্রস্তূপ। উৎগুরমান, উদ্যমশীল অভিঘ্নতে—শত্রুঘাতী। আখিদতে—ভক্তের দৈন্য উৎপাদক। প্রখিদ—পাপীর খেদ। কিরিক—বৃষ্টাদি সেচন দ্বারা জগৎকরা। বিচিন্বৎ—পাপপুণ্যের ভাগ করা। বিক্ষিণৎ—বিবিধ পাপকে হিংসা। আনির্হত—স্বর্গাদিলোক হইতে সম্পূর্ণ নিঃসৃত॥ ৪৬

দ্রাপে অন্ধসম্পতে দরিদ্র নীল লোহিত।
আসাম্ প্রজানাম্ এষাম্
পশুনাম্ মা ভের্মারোম্মোচনঃ।
কিং চনাম মৎ॥ ৪৭

শু যজু ১৬।৪৭ মন্ত্র। হে দ্রাপে—পাপীর কুৎসিৎগতি প্রাপণকারী। অন্ধসঃ—সোমপতি। দরিদ্র—নির্গুণ বা নিষ্পরিগ্রহ (কারণ অদ্বিতীয়, তাঁর পরিগ্রহের স্থান নাই)। নীল লোহিত, নীলাকাশে লোহিত বর্ণ, সূর্য্যরূপী রুদ্র। বা কণ্ঠে নীল, অন্যত্র লোহিত বর্ণ। প্রজা—পুত্রাদি। ভে—ভয়। রোম্মো—রোক্ ভাঙ্গিও না। আমমৎ—রুগ্ন করিও না॥ ৪৭

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্ বীরায় প্রভরীমহে মতীঃ।
যথা শমসদ্ দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্নাতুরম্॥ ৪৮

এই মন্ত্র শু যজু ১৬।৪৮ ঋ ১।৮।৫ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—মহৎ কপর্দ্দী বীরনাশন বা বীরগণের নিবাসভূত রুদ্রকে আমরা এই মননীয় স্তুতি অর্পণ করিতেছি। যেন দ্বিপদ, চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে। যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগ শূন্য থাকে॥ ৪৮

যাতে রুদ্র শিবা তনুঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী।
শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে॥ ৪৯

শু যজু ১৬।৪৯ মন্ত্র। হে রুদ্র তোমার ইদৃশ শান্ত সদা কল্যাণ প্রদ তনু দ্বারা আমাদের জীবন সুখময় কর। ভেষজী—সংসাররূপ ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ এবং রুতস্য দেহজ ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ॥ ৪৯

পরি নো রুদ্রস্যহেতি বৃণক্তু পরিত্বেষস্য দুর্ম্মতি রঘায়োঃ।
অব স্থিরামঘবভ্যস্তনুষ্ব মীঢ়্ব স্তোকায় তনয়ায় মৃড়॥ ৫০

শু যজু ১৬।৫০ মন্ত্র। রুদ্রের হেতি (অস্ত্র) আমাদিগকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করুক্। পাপে ক্রুদ্ধ হইতে পার এমন তোমাতে দ্রোহ বুদ্ধি বর্জ্জিত হউক॥ ৫০

মীঢুষ্টম শিবতম শিবোনঃ সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি॥ ৫১

শু যজু ১৬।৫১ মন্ত্র। হে শ্রেষ্ঠ কামবর্ষী কল্যাণ তম! আমাদের প্রতি শান্ত সুমনা হও। পরমে (দূরস্থে) বৃক্ষে [পৃথিবীর দক্ষিণার্দ্ধে সমুদ্র ও বরুণের রাজ্যে এক বৃক্ষ, উর্দ্ধমূল অবাক্শাখ থাকা কল্পিত হয়, কারণ উত্তর মেরু সহ দক্ষিণ মেরু সবই উলট পালট ভাবে স্থিত। তাদের রাত্র উত্তরে দিন তাদের শীত উত্তরে গ্রীষ্ম। উত্তরে শীত তাদের গ্রীষ্ম, উত্তরে দেব স্থান দক্ষিণে অসুর অহির স্থান ইত্যাদি] আয়ুধ রাখিয়া [অর্থাৎ তোমার অস্ত্র অসুরদের প্রতি বর্ষিত হউক মৃগব্যাধরূপীরুদ্র নক্ষত্রপুঞ্জরূপে দক্ষিণ দেশেই স্থিত] কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম (হস্তী বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম) পরিধান করিয়া পিনাক হস্তে আইস॥ ৫১

বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ।
যাস্তে সহস্রং হেতয়ো ন্যমস্মন্নিবপন্তু তাঃ॥ ৫২

শু যজু ১৬।৫২ মন্ত্র। বিবিধ কিরি ঘাতাদি উপদ্রব নাশ কর, বিলোহিত অর্থাৎ বিগত কল্মষ শুদ্ধ স্বরূপ। তোমার সহস্র অস্ত্র আমাদিগকে ত্যাগে অন্যকে শত্রুকে হনন করুক॥ ৫২

সহস্রাণি সহস্রশো বাহ্বোস্তব হেতয়ঃ।
তাসামীশানো ভগবঃ পরাচীনা মুখা কৃধি॥ ৫৩

শু যজু ১৬।৫৩ মন্ত্র। হে ভগবান্ হে ঈশান (জগন্নাথ) তোমার সহস্র আয়ুধ আছে, তাহাদের তীক্ষ্ণ মুখ সকল শত্রু উন্মুখী কর॥ ৫৩

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি॥ ৫৪

শু যজু ১৬।৫৪ মন্ত্র। যে অসংখ্য রুদ্রগণ ভূমিতলে আছে তাহাদের অস্ত্র সকল সহস্র যোজন দূরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক॥ ৫৪

অস্মিন্ মহত্যর্ণবেঽন্তরীক্ষে ভবা অধি।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৫

শু যজু ১৬।৫৫ মন্ত্র। এই অন্তরীক্ষে মহাসমুদ্রে যে রুদ্রগণ আছে তাঁহাদের অস্ত্র সহস্র যোজন দুরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক ॥৫৫

নীল গ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠা দিবং রুদ্রা উপাস্রিতাঃ।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৬

শু যজু ১৬।৫৬ মন্ত্র। দ্যৌলোকে নীল গ্রীবা শিতিকণ্ঠা যে রুদ্রগণ আছেন, তাঁহাদের অস্ত্র সকল সহস্র যোজন দুরে জ্যা অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক ॥ ৫৬

নীলগ্রীবাঃ শিতিকণ্ঠাঃ শর্ব্বাঅধঃ ক্ষমাচরাঃ।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৭

শু যজু ১৬।৫৭ মন্ত্র। অধঃলোকে ক্ষমাতে অর্থাৎ পাতালে যে রুদ্রগণ আছেন তাহাদিগের ধনুর জ্যা সহস্র যোজন দূরে অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক ॥ ৫৭

যে বৃক্ষেষু শষ্পিঞ্জরা নীলগ্রীবা বিলোহিতাঃ।
তেষাং সহস্র যোজানেঽবধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৮

শু যজু ১৬।৫৮ মন্ত্র। অশ্বথাদি বৃক্ষে বা বনে যে সকল হরিৎবর্ণা নীলগ্রীবা বিশেষ লোহিত বর্ণা অথবা রক্তাদি সপ্তধাতু হীন তেজময় দেহ রুদ্রগণ আছে তাহাদের ধনুর জ্যা সহস্র যোজন দূরে অবতরণ করাইয়া নিক্ষেপ করুক ॥ ৫৮

যে ভুতানামধি পতয়ো বিশিখাসঃ কপর্দ্দিনঃ।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি ॥ ৫৯

শু যজু ১৬।৫৯ মন্ত্র। মুণ্ডিত কেশ কি জটাধারী যে সকল ভূতের অধিপতি অর্থাৎ অন্তর্হিত দেহধারী রুদ্রগণ আছেন তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন॥ ৫৯

যে পথাং পথি রক্ষয় ঐলবৃদা আয়ুর্য্যুধঃ।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি॥ ৬০

শু যজু ১৬।৬০ মন্ত্র। যে সকল লৌকিক বৈদিক মার্গের অধিপতি পথের রক্ষক অন্নদ্বারা প্রাণীগণের পোষক, জীবন রক্ষক, যুদ্ধকারী সেই সকল ভূতগণের ধনু সহস্র যোজন দূরে নিক্ষেপ করুন॥ ৬০

যে তীর্থানি প্রচরন্তি সৃকাহস্তানিষঙ্গিণাঃ।
তেষাং সহস্র যোজনঽবধন্বানি তন্মসি॥ ॥ ৬১

শু যজু ১৬।৬১ মন্ত্র। যে খড়্গ সৃক্‌ধারী তীর্থে বিচরণকারী রুদ্রগণ তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন॥ ৬১

যেঽন্নেষু বিবিধ্যন্তি পাত্রেষু পিবতো জনান্।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি॥ ৬২

শু যজু ১৬।৬২ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ অন্নেস্থিত ও পাত্রস্থক্ষীরাদি পানীয় ধাতু বৈষম্য জন্মায় অর্থাৎ ব্যারামের সৃষ্টি করে তাঁহাদের ধনু সহস্র যোজন দূরে ত্যাগ করুন॥ ৬২

য এতাবন্তশ্চ ভূয়াং সশ্চ দিশো রুদ্রাবিতস্থিরে।
তেষাং সহস্র যোজনেঽবধন্বানি তন্মসি॥ ৬৩

শু যজু ১৬।৬৩ মন্ত্র। পূর্ব্বে বর্ণিত রুদ্রগণ ব্যতীত দশদিশা আশ্রয় করতঃ যে সকল রুদ্রগণ আছেন তাঁহারা সহস্র যোজন দূরে ধনু ত্যাগ করুন॥ ৬৩

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে দিবি যেষাং বর্ষ মিষ্ববঃ
তেভ্যো দশ প্রাচীর্দশ দক্ষিণাদশ প্রতীচীদশোদীচী দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তে নোঽবন্তুতে নোমৃড়য়ন্তু।
তে যং দ্বিষ্মো যশ্চনোদ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৪

শু যজু ১৬।৬৪ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ দ্যুলোকে থাকেন, বৃষ্টি যাঁহার অস্ত্র অর্থাৎ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দ্বারা উপদ্রব উপস্থিত করেন তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহার উদ্দেশে দশ অঙ্গুলী পূর্ব্বে, দশ দক্ষিণে, দশ পশ্চিমে, দশ অঙ্গুলি

উত্তরে জুড়িতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, সুখ দিউন্। যাহাদিগকে দ্বেষ করি, যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে তাহাকে রুদ্রের করাল দ্রংষ্ট্রা মধ্যে স্থাপন করি। ৬৪

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যেঽন্তরিক্ষে যেষাং বাত ইষবঃ।
তেভ্যো দশপ্রাচী দশ দক্ষিণা দশপ্রতীচীর্দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যো নমো অস্তু তেনোঽবন্তু তে নো মৃড়য়ন্তু তেষং।
দ্বিষ্মো যশ্চ নো দ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৫

শু যজু ১৬।৬৫ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ অন্তরীক্ষে বাস করেন, যাঁর অস্ত্র বাত (বায়ু) অর্থাৎ ঝড় বা নির্ব্বাত দ্বারা উপদ্রব সৃষ্টি করেন, তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার। পূর্ব্বদিকে দশ অঙ্গুলি দক্ষিণে দশ পশ্চিমে দশ উত্তরে দশ অঙ্গুলি অর্থাৎ বদ্ধকৃতাঞ্জলি হইতেছি তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ও সুখ দিউন। যাহাদিগকে দ্বেষ করি যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে তাহাকে রুদ্রের করাল দংষ্ট্রামধ্যে স্থাপন করি। ৬৫

নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবঃ।
তেভ্যোদশপ্রাচীর্দশদক্ষিণা দশ প্রতীচীর্দশোর্দ্ধাঃ॥
তেভ্যোনমোঽস্তু তেনোঽবন্তু তেনোমৃড়য়ন্তু।
তেষং দ্বিষ্মো যশ্চনোদ্বেষ্টি তমেষাং জম্ভে দধ্মঃ॥ ৬৬

শু যজু ১৬।৬৬ মন্ত্র। যে রুদ্রগণ পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অন্ন যাঁর অস্ত্র অর্থাৎ কোথাও অন্নাভাবে হাহাকার কোথাও অত্যধিক শস্যোৎপন্নে মূল্য হ্রাস দ্বারা উপদ্রব সৃষ্টি করেন। তাঁহার উদ্দেশে পূর্ব্বে দশ অঙ্গুলি দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে দশ অঙ্গুলি জুড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইতেছি। [ঊর্দ্ধ উত্তর অর্থে এই তিন মন্ত্রে ব্যবহৃত, কেন না সুমেরুবাসী ঋষিগণের উত্তর ঊর্দ্ধ ছিল] তাঁহারা রক্ষা করুন সুখ দিন্, শত্রুকে দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করুন (রুদ্রই কালরূপী সংহারকর্ত্তা)। ৬৬

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

সোম নাশন
রুদ্রং প্রতি

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রার্থনানুসারং প্রমোদশ্চ তিলক
প্রাপ্ত

ওঁ বয়ং সোমব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।
প্রজাবন্তঃ সচেমেহি ॥ ১

শু যজু ৩।৫৬ ও ঋ ৮।১।২৯ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—হে সোম আমরা যেন তোমার কর্ম্মে তোমার দেহে মন সমাধান করি। তোমার কৃপায় প্রজাবন্ত হই। ১

এষ তে রুদ্রভাগঃ সহাবশ্রাম্বিকয়া তং
জুষস্ব স্বাহৈস তে রুদ্রভাগ আখুস্তে পশুঃ ॥ ২

শু যজু ৩।৫৭ মন্ত্র। হে রুদ্র (বিরোধীকে বহু রোদন করান যিনি) স্ব ভগিনী অম্বিকাসহ আমাদের প্রদত্ত পুরোডাশাদি যজ্ঞ ভাগ স্বীকার কর। [শরদ্ রূপিনী জরাদি উৎপাদকরূপে শত্রুহননকারিনী] হে রুদ্র যে আখু মুষিকবৎ পরানিষ্টপরায়ণ সেই পশু যজ্ঞাদি ইষ্টাচরণ ত্যাগী হয়। ২

অবরুদ্র মদীমহ্যদেবং ত্র্যম্বকং।
যথানো বস্তসস্করদ্ যথা নঃ শ্রেয়সস্করদ্ যথানো ব্যবসায়য়াৎ ॥৩

শু যজু ৩।৫৮ মন্ত্র। রুদ্রকে দেব ত্রম্বক (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালদর্শী চক্ষুত্রয়) সূর্য্য সোমাগ্নিরূপ চক্ষুত্রয়বা। কেহ কেহ মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জস্থ ঘন সন্নিবেশিত নক্ষত্রত্রয়কে তিন চক্ষু কেহ বা ঔদিচীপ্রভা (aurora borealis) উত্তর মুখ, সূর্য্য দক্ষিণমুখ ধ্রুবাদি নক্ষত্র তৃতীয় মুখ বলেন) কে হৃদয়ে জানিয়া ভোজন করাইব [অর্থাৎ সমাহিতচিত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার রুদ্রের ভোগস্থানীয় হইয়া লোপ পাইবে।] যাহাতে আমরা বিশেষরূপ স্বস্থান (ব্রহ্মপদ) পরম শ্রেয়স্কর মুক্তিতে নিশ্চলতা লাভ করি। অথবা ইহা আর্য্যগণ যৎকালীন তুষারপাত জন্য মেরুত্যাগে বাসস্থান

অন্বেষণে দক্ষিণে আসিতেছিলেন তৎকালে উত্তম বাসস্থান, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও ঈশ্বরে নিশ্চলা বুদ্ধি জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩

ভেষজমসি ভেষজং।
গবেঽশ্বায় পুরুষায় ভেষজং॥
সুখং মেষায় মেষ্যৈ॥ ৪

শু যজু ৩।৫৯ মন্ত্র। হে রুদ্র তুমি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারক ঔষধ-স্বরূপ। আমাদের গো অশ্ব পুরুষের পক্ষে ঔষধস্বরূপ হও। আমাদের মেষ ভেড়াদিকে সুখী কর। অর্থাৎ তোমার স্মরণই ঔষধবৎ উপদ্রব-নিবারক। ৪

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥
ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয় মামুতঃ॥ ৫

শু যজু ৩।৬০ ও ঋকের ৫।৪।৩০ মন্ত্র। [এই মন্ত্রের দুই ভাগ। প্রথম ভাগ "মামৃতাৎ" বাক্যে শেষ হইয়াছে এই মন্ত্রকে মৃতুঞ্জয় মন্ত্র বলে-ইহা সর্ব্বপ্রকার বিপদনাশক ও শতবর্ষ পরমায়ু ও সর্ব্ব সম্পদ প্রাপক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ কুমারী অর্থাৎ বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতা কন্যার প্রার্থনাবাক্য।] প্রথমার্দ্ধ মন্ত্রার্থ—ত্রিঅম্বক অর্থাৎ তিন চক্ষুর ন্যায় তিন রূপে প্রকাশধর্ম্মী-ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবরূপে প্রকাশক অথবা ত্রিকালদর্শী সুগন্ধি দুখাত্মক মর্ত্ত্য-ধর্ম্মহীন পুষ্টিবর্দ্ধন ক্ষীণ জীবত্ব হইতে বৃহৎ ব্রহ্মৈক্যতা সম্পাদক, উর্ব্বারুক-ফল যেমন পক্ক হইলে বৃক্ষচ্যুত হয়, তেমনি আমরাও যেন মৃত্যুর বন্ধন অর্থাৎ সংসার বৃক্ষ হইতে কর্ম্মফল পক্কে চ্যুত হই অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম না হইয়া মুক্তিলাভ-করি।

দ্বিতীয়াংশার্থ পতিবেদন=পতিলাভ করান। ইত্যমুক্ষীয়=মাতা—

পিতাভ্রাতৃবর্গ হইতে মুক্ত কর। কিন্তু উতমামুক্ষীয় বিবাহের পর ভবিষ্যৎ পতি হইতে মুক্ত অর্থাৎ বিযুক্ত করিও না। ৫

এতত্তে রুদ্রাবসন্তেন পরমূজ বতোতীহি।

অবততধন্বাপিনাকাবসঃ কৃত্তিবাসা অহিংসন্নঃ শিবোতীহি॥ ৬

শু যজু ৩।৬১ মন্ত্র। হে রুদ্র এই তোমার অবসান অর্থাৎ অন্তকালীন ভোজ্য (পুরোডাস) তৎসহিত তুমি মুজাবৎ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া পরভাগ-বর্ত্তী দেশে আরোপিত ধনু ও সর্ব্বাত্রাচ্ছাদক পিনাক দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ চর্ম্মাম্বরে আমাদের হিংসা না করিয়া শান্তচিত্তে গমন কর। [এই মন্ত্রে উত্তর মেরুস্থ ঋষি ৬ মাস দিবসের পর সূর্য্যরূপী রুদ্রের অস্তাচল পর্ব্বতের অপরপারে গমনশীল জন্য উত্তর মেরুপক্ষে আবৃত তনু এমন আবৃত যেন চর্ম্মাম্বরে ঢাকা তৎবিবৃতি মাত্র]। ৬

ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।

যদ্দেবেষু ত্র্যায়ুষং তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং॥ ৭

শু যজু ৩।৬২ মন্ত্র। জমদগ্নির কশ্যপের ও দেবীগণের তিনগুণ আয়ু ও চরিত্রাদি আমাদের হোক॥ ৭

শিবোনামাসি স্বধিতি স্তে পিতা নমস্তে অস্তু মামা হিংসীঃ।

নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্যাদ্যায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্তায় সুবীর্য্যায়॥ ৮

শু যজু ৩।৬৩ মন্ত্র। হে ক্ষুরাভিমানী দেবতা তুমি নামতঃ শান্ত হও। বজ্র তোমার পিতা, তোমাকে নমস্কার, হিংসা করিও না। জীবনের জন্য অন্ন ভক্ষণের জন্য, সন্তান ও ধনবৃদ্ধি জন্য, সুপুত্র সুবীর্য্য লাভার্থ মুণ্ডন করিতেছি॥ ৮

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ওঁ উগ্রশ্চ ভীমশ্চ ধ্বান্তশ্চ ধুনিশ্চ। (হাতে লেখা টীকা)
সা সহ্বাংশ্চাভি যুগ্বা চ বিক্ষিপঃ স্বাহা॥ ১

শু যজু ১৭।৮৬ ও ৩৯।৭ মন্ত্র। উগ্রাদি সপ্তমরুৎ। উগ্র (উৎকৃষ্ট) ভীম (ভীষ্ম) ধ্বান্ত (শব্দ যুক্ত) ধুনি (কম্পনকারী) সাসহ্বান্ (শত্রুদমন) অভিযুগ্বা (শ্বাস প্রশ্বাসরূপে সম্মুখবর্ত্তী) বিক্ষিপ (বিক্ষেপযুক্ত)। স্বাহা বাক্যে অর্চনা। ১

অগ্নিং হৃদয়েনাশনিং হৃদয়াগ্রেণ পশুপতিং
কৃৎস্ন হৃদয়েন ভবং যক্না শর্ব্বং মত স্নাভ্যামীশানং
মন্যুনা মহাদেব মন্তঃ পর্শব্যেনোগ্রং দেবং
বনিষ্টুনা বসিষ্ঠ হনুঃ শিঙ্গীনি কোশ্যাভ্যাম্॥ ২

শু যজু ৩৯।৮ মন্ত্র। হৃদয় অর্থাৎ অঙ্গ দ্বারা অগ্নিকে, হৃদয়াগ্রভাগ দ্বারা অশনিদেবকে সমগ্র হৃদয় দ্বারা পশুপতিকে, যকৃৎ দিয়া ভবকে, হৃদয়াস্থি দ্বারা শর্ব্বকে মন্যু (মন) দ্বারা ঈশানকে, পার্শ্বাস্থি মাংস দ্বারা মহাদেবকে, স্থূলাগ্র দ্বারা উগ্রকে প্রীতি করি। বসিষ্ঠ হনু=কপালের অধোভাগস্থ ও হৃৎকোশের মাংস দ্বারা শিঙ্গিদেবকে প্রীতি করি। ২

উগ্রং লোহিতেন মিত্রং সৌব্রত্যেন রুদ্রং।
দৌ ব্রত্যেনেন্দ্রং প্রক্রীড়েন মরুতো বলেন সাধ্যান্ প্রমুদা।
ভবস্য কণ্ঠং রুদ্রস্যান্তঃ পার্শ্ব্যং
মহাদেবস্য যকৃচ্ছর্ব্বস্য বনিষ্টুঃ পশুপতেঃ পুরীতৎ॥ ৩

শু যজু ৩৯।৯ মন্ত্র। লোহিত (রক্ত) দ্বারা উগ্রকে, শোভন ব্রত দ্বারা মিত্রকে, দুষ্টকর্ম্ম (যেমন ছাত্রভৃত্যাদিকে তাড়ন) দ্বারা রুদ্রের (যুদ্ধাদিতে) প্রকৃষ্ট ক্রীড়ন দ্বারা ইন্দ্রের, বলদ্বারা মরুৎকে, প্রকৃষ্ট হর্ষদ্বারা সাধ্যগণকে,

কণ্ঠস্থ স্তুতিধারী বামাংসধারী ভবকে, পার্শ্বমাংসদ্বারা রুদ্রকে, যকৃৎদ্বারা মহাদেবকে, স্থূলান্ত্রদ্বারা শর্ব্বকে হৃদয়াচ্ছাদকত্বক্ দ্বারা পশুপতিকে প্রীত করি। ৩

লোমভ্য স্বাহা লোমভ্য স্বাহা স্বাহা ত্বচে স্বাহা লোহিতায় স্বাহা স্বাহা।
মেদোভ্যঃ স্বাহা স্বাহা মাংসেভ্যঃ স্বাহা স্বাহা॥
স্নাবভ্যঃ স্বাহা স্বাহা হস্থাভ্য স্বাহা স্বাহা মর্জ্জভ্য স্বাহা স্বাহা।
রেতসে স্বাহা স্বাহা পায়বে স্বাহা স্বাহা। ৪

শু যজু ৩৯।১০ মন্ত্র। লোম, ত্বক, লোহিত, মেদ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, রেত, পায়ু দ্বারা আহুতি দেই। ৪

আয়সায় স্বাহা প্রয়াসায় স্বাহা।
সংযাসায় স্বাহা বিয়াসায় স্বাহোত্থাসায় স্বাহা॥
শুচে স্বাহা শোচতে স্বাহা।
শোচমানায় স্বাহা শোকায় স্বাহা। ৫

শু যজু ৩৯।১১ মন্ত্র। আয়াস (দৈহিক শ্রম) প্রয়াস (ইন্দ্রিয় বিষয়ক শ্রম) সংযাস (মানস) বিথাস (বুদ্ধি) উদয়াস (প্রাণ বিষয়ক শ্রম) শুচে (শোক), শোচত (শোককারী) শোচমান (শোকযুক্ত)। ৫

তপসে স্বাহা তপ্যতে স্বাহা তপ্যমানায় স্বাহা।
তপ্তায় স্বাহা ঘর্ম্মায় স্বাহা। নিস্কৃত্যৈ স্বাহা॥
প্রায়শ্চিত্যৈ স্বাহা ভেষজায় স্বাহা॥ ৬

শু যজু ৩৯।১২ মন্ত্র। ঘর্ম্ম=রৌদ্র, নিষ্কৃতি=মুক্তি। ৬

যমায় স্বাহা ন্তকায় স্বাহা মৃত্যবে স্বাহা।
ব্রহ্মণে স্বাহা ব্রহ্মহত্যায়ৈ স্বাহা।
বিশ্বেভ্যো স্বাহা দেবেভ্যো স্বাহা॥ ৭

ইতি সপ্তম অধ্যায়ঃ।

অষ্টম অধ্যায়।

ওঁ বাজশ্চ মে প্রসবশ্চ মে প্রতিশ্চ মে
প্রসিতিশ্চ মে ধীতিশ্চ মে ক্রতুশ্চ মে স্বরশ্চ।
মে শ্লোকশ্চ মে শ্রবশ্চ মে শ্রুতিশ্চ
মে জ্যোতিশ্চ মে স্বশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ১ — ১

শু যজু ১৮।১ মন্ত্র। বাজাদি দ্বারায় যে যজ্ঞ করিতেছি, তাহাদ্বারা অগ্ন্যাদি দেবগণ পরিতৃপ্ত হউন। এবং ঐ সকল পদার্থ, দাতার জন্য কল্পনা কর। বীজ—অন্ন। প্রসব—অন্নদানে অনুজ্ঞা অর্থাৎ দীয়তাং ভুজ্যতাং। প্রযতি—শুদ্ধি। প্রমিতি—বন্ধন অর্থাৎ অন্নবিষয়ক ঔৎসুক্য। ধীতি—ধ্যান। ক্রতু—সঙ্কল্প বা যজ্ঞ কর্ম্ম। স্বর—সাধুশব্দ। শ্লোক—পদ্যবন্ধ বা স্তুতি। শ্রব—বেদ মন্ত্র বা শ্রবণ সামর্থ্য। শ্রুতি—ব্রাহ্মণ বা শ্রবণ সামর্থ্য। জ্যোতি—প্রকাশ। স্ব—স্বর্গ ॥ ১

প্রাণশ্চ মে ঽপানশ্চ মে ব্যানশ্চ মে
অসুশ্চ মে চিত্তঞ্চ মে আধীতঞ্চ মে।
বাক্‌চ মে মনশ্চ মে চক্ষুশ্চ মে শ্রোত্রঞ্চ মে
দক্ষশ্চ মে বলঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্ ॥ ২ — ১

শু যজু ১৮।২ মন্ত্র। আমার প্রাণ—ঊর্দ্ধ সঞ্চারী বায়ু, অপান—অধো সঞ্চারী বায়ু, ব্যান—সর্ব্বশরীর ব্যাপী বায়ু, অসু—প্রবৃত্তিমান্ বায়ু, চিত্ত—মানস সঙ্কল্প, আধীত—অধ্যয়নজন্য বাহ্য জ্ঞান, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, দক্ষ—জ্ঞানেন্দ্রিয় কৌশল, বল—কর্ম্মেন্দ্রিয় কৌশল, যজ্ঞে কল্পিত হইক ॥ ২

ওজশ্চ মে সহশ্চ মে আত্মাচ মে তনুশ্চ মে
শর্ম্মচ মে বর্ম্ম চ মে ঽঙ্গানি চ মে।

অস্থীনি চ মে পরুংষি চ মে শরীবাণি চ মে
আয়ুশ্চ মে জরাচ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৩

শু যজু ১৮।৩ মন্ত্র। ওজ—প্রাণবল (অষ্টম ধাতু)। সহ—দেহ বল ব শত্রু অভিভব করার শক্তি। আত্মা, তনু—দেহ, শর্ম্ম—সুখ, বর্ম্ম—কবচ, অঙ্গ—হস্তাদি অবয়ব, অস্থি, পরুংষি—অঙ্গুলির পর্ব্ব (সন্ধি)। শরীরাণি—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ রূপা দেহত্রয়। আয়ু—জীবন, জরা—বার্দ্ধক্যে শেষ আয়ু, যজ্ঞদ্বারা প্রাপ্তি হোক।৩

জ্যৈষ্ঠঞ্চ মে আধিপত্যঞ্চ মে মন্যুশ্চ মে
ভামশ্চ মে হমশ্চ মে'হম্ভশ্চ মে জেমা চ মে।
মহিমা চ মে বরিমা চ মে প্রথিমা চ মে বর্ষিমা চ মে
দ্রাঘিমা চ মে বৃদ্ধঞ্চ মে বৃদ্ধিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৪

শু যজু ১৮।৪ মন্ত্র। জ্যৈষ্ঠ—প্রশস্তত্ব, আধিপত্য—স্বামীত্ব, মন্যু—মানস কোপ, ভাম—বাহ্যকোপ, অম—অপরিমেয়ত্ব [অন্যের ইয়ত্তায় পরিচ্ছেদ করিতে অশক্য] অম্ভ—শীত মধুর জল, জেমা=জয় সামর্থ্য, মহিমা=মহত্ব, বরিমা=প্রজাদির বিশালতা, প্রথিমা=গৃহ ক্ষেত্রাদির বিস্তারতা, বর্ষিমা=দীর্ঘ জীবন, দ্রাঘিমা=বংশের অবিচ্ছিন্নত্ব, বৃদ্ধ=প্রভূত অন্নধনাদি, বৃদ্ধি=বিদ্যাদি গুণের উৎকর্ষ।৪

সত্যঞ্চ মে শ্রদ্ধাচ মে জগচ্চ মে ধনঞ্চ মে
বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে ক্রীড়া চ মে মোদশ্চ মে।
জাতঞ্চ মে জনিষ্য মানং চ মে সূক্তঞ্চ মে
সুকৃতঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৫

শু যজু ১৮।৫ মন্ত্র। সত্য=যথার্থ ভাষিত্ব। শ্রদ্ধা=গুরু বেদান্ত বাক্য ও পর লোকাদিতে বিশ্বাস, জগৎ=জঙ্গম প্রাণী, ধন=কনকাদি, বিশ্ব=স্থাবর, মহ=দীপ্তি, ক্রীড়া=অক্ষদ্যূতাদি, মোদ=ক্রীড়াদি দর্শনজনিত হর্ষ,

জাত=পুত্রোৎপন্ন অপত্য, জানিষ্যমান=ভবিষ্যৎ অপত্য, সূক্ত=ঋক্ সমূহ, সুকৃত=ঋকাদি পাঠ জন্য শুভাদৃষ্ট অথবা যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত সুফল॥ ৫

ঋতঞ্চ মে ঽমৃতঞ্চ মে ঽযক্ষ্মঞ্চ মে ঽনাময়চ্চ মে
জীবাতুশ্চ মে দীর্ঘায়ুত্বঞ্চ মে ঽনমিত্রঞ্চ মে।
অভয়ঞ্চ মে সুখঞ্চ মে শয়নঞ্চ মে
সুষাশ্চ মে সুদিনঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৬ —২

শু যজু ১৮।৬ মন্ত্র। ঋত=যজ্ঞাদি কর্ম্ম, অমৃত=স্বর্গাদিফল, অযক্ষ্ম=ধাতুক্ষয়াদি রোগ শূন্য, অনাময়=ব্যাধিহীন, জীবাতু=ব্যাধি নাশক ঔষধ, দীর্ঘায়ুত্ব, অনমিত্র=শত্রুহীন, অভয়=সুখ, শয়ন=শয্যা, সুষা—সু+উষা=শোভন প্রাতঃকৃত্যাদি (সন্ধ্যা উপাসনা), সুদিন=যজ্ঞদান অধ্যয়নযুক্ত॥ ৬

যন্তাচ মে ধর্ত্তাচ মে ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে
বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে সংবিচ্চ মে।
জ্ঞাত্রঞ্চ মে সূশ্চ মে প্রসূশ্চ মে সীরঞ্চ মে
মেলয়শ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম॥ ৭ — ২

শু যজু ১৮।৭ মন্ত্র। মন্ত্রার্থ—যন্তা=অশ্বাদির নিয়ন্তা, ধর্ত্তা=পোষক, ক্ষেম=বিদ্যাধনাদি রক্ষণ শক্তি, ধৃতি=ধৈর্য্য আপদে স্থির চিত্ততা, বিশ্ব—সর্ব্বঅনুকুল্য, মহ=পূজা, সংবিদ্=বেদজ্ঞান, জ্ঞাত্র=বিজ্ঞান সামর্থ্য, সূ=পুত্রাদি প্রেরণ সামর্থ্য, প্রসূ=পুত্রোৎপাদন সামর্থ্য, সীর=হল কৃষি নিমিত্ত ধনাদি, লয়=কৃষি ব্যাঘাতক নিবৃত্তি। ৭

শংচ মে ময়শ্চ মে প্রিয়ঞ্চ মে ঽনুকামশ্চ মে
কানশ্চ মে সৌমনশ্চ মে।
ভগশ্চ মে দ্রবিণঞ্চ মে ভদ্রঞ্চ মে শ্রেয়শ্চ মে
বসীয়শ্চ মে যশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৮ — ২

শু যজু ১৮।৮ মন্ত্র। শং=ঐহিকসুখ, ময়=আমুষ্মিকসুখ, প্রিয়=প্রীতি উৎপাদক বস্তু, অনুকাম=অনুকূল যত্ন সাধ্য পদার্থ, কাম=বিষয়

ভোগজনিত সুখ, সৌমনস—মনের স্বাস্থ্য সম্পাদক বস্তুজাত, ভগ=সৌভাগ্য, দ্রবিণ=ধন, ভদ্র=ঐহিক কল্যাণ, শ্রেয়ঃ=পারলৌকিক কল্যাণ, বসীর=বসু যুক্ত গৃহাদি, যশঃ=কীর্ত্তি। ৮

ঊর্ক্ চ মে সুনৃতাচ মে পয়শ্চ মে রসশ্চ মে
ঘৃতঞ্চ মে মধুচ মে সগ্ধিশ্চ মে।
সপীতিশ্চ মে কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রঞ্চ মে
ঔদ্ভিদ্যঞ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ৯

শু যজু ১৮।৯ মন্ত্র। ঊর্ক্=অন্ন, সুনৃত=প্রিয় সত্যবাক্য, পয়=দুগ্ধ, রস=দ্রব্যের সারাংশ, ঘৃত=আজ্য, মধু=ক্ষৌদ্র, সগ্ধি=বন্ধুসহ ভোজন, সপীতি=বন্ধুজন সহপান, কৃষি=ধান্যাদি উৎপাদন, বৃষ্টি=মেঘবর্ষণ, জৈত্র=জয় সামর্থ্য, ঔদ্ভিদ্য=আম্রবৃক্ষাদি। ৯

রয়িশ্চ মে রায়শ্চ মে পুষ্টঞ্চ মে পুষ্টিশ্চ মে
বিভু চ মে প্রভু চ মে পূর্ণঞ্চ মে।
পূর্ণতরঞ্চ মে কুযবশ্চ মে ঽক্ষিতঞ্চ মে ঽন্নঞ্চ মে
অক্ষুচ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১০

শু যজু ১৮।১০ মন্ত্র। রয়ি=সুবর্ণ, রায়=মণিমুক্তাদি, পুষ্ট=ধনপোষ, পুষ্টি=দেহ পোষক, বিভু=ব্যাপক, প্রভু=ঐশ্বর্য্য, পূর্ণ=ধনপুত্রাদি পূর্ণ, পূর্ণতর=গজ তুরগাদি বাহুল্য, কুযব—কুৎসিৎ ধান্য, অক্ষিত—ক্ষয়হীন ধান্যাদি, অন্ন—ওদনাদি, ক্ষুৎ—ভুক্তান্ন পরিপাক। ১০

বিত্তঞ্চ মে বৈদ্যঞ্চ মে ভুতঞ্চ মে ভবিষ্যচ্চ মে
সুগঞ্চ মে সুপথ্যঞ্চ মে ঋদ্ধঞ্চম্।
ঋদ্ধিশ্চ মে ক্লৃপ্তঞ্চ মে ক্লৃপ্তিশ্চ মে মতিশ্চ মে
সুমতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১১

শু যজু ১৮।১১ মন্ত্র। বিত্ত—পূর্ব্বলব্ধ ধন, বৈদ্য—লব্ধব্য, ভূত—পূর্ব্ব সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি, ভবিষ্যৎ—সম্পৎস্যমান ক্ষেত্রাদি, সুগ—সুখগম্য দেশ,

সুপথ্য—শোভনস্থিত, ঋদ্ধ—সমৃদ্ধ যজ্ঞফল, ঋদ্ধি—যজ্ঞাদি সমৃদ্ধি, ক্লৃপ্ত—কার্য্যক্ষেম দ্রব্যাদি, ক্লৃপ্তি—স্বকার্য্য সামর্থ্য, মতি—পদার্থ মাত্র নিশ্চয়, সুমতি—দুর্ঘট কার্য্যাদি নিশ্চয়। ১১

ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে তিলাশ্চ মে
মুদ্গশ্চ মে খল্বাশ্চ মে প্রিয়ঙ্গবশ্চ মে ঽণবশ্চ মে
শ্যামাকাশ্চ মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে
মসুরাশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১২ —৩

শু যজু ১৮।১২ মন্ত্র। ব্রীহি, যব, মাষ, তিল, মুগ, খল্ব=চনক, লঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু—কঙ্গব শ্যামা, অণব—চীনক, শ্যামাকা—তৃণ ধান্য, নীবার—ধান্য, গোধুম, মসুর, আমার যজ্ঞে কল্পিত হউক ॥ ১২

অশ্মাচ মে মৃত্তিকা চ মে গিরয়শ্চ মে পর্ব্বতাশ্চ মে
সিকতাশ্চ মে বনস্পতয়শ্চ মে হিরণ্যঞ্চ মে ঽয়শ্চ মে
শ্যামঞ্চ মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে
ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৩ — ৪

শু যজু ১৮।১৩ মন্ত্র। অশ্মা—পাষাণ, মৃত্তিকা, গিরি (ক্ষুদ্র পর্ব্বত) পর্ব্বত, সিকতা (বালুময়), বনস্পতি—পুষ্পহীন ফলবন্ত (পনস, উডুম্বর ইত্যাদি) হিরণ্য—সুবর্ণ বা রজত, অয়—লৌহ, শ্যাম—তামা, কাঁসা ইত্যাদি, লোহ—পিত্তল, সীসা, ত্রপু—রাঙ, যজ্ঞে কল্পিত হউক ॥ ১৩

অগ্নিশ্চ মে আপশ্চ মে বীরুধশ্চ মে ঔষধয়শ্চ মে
কৃষ্টপচ্যাশ্চ মে ঽকৃষ্টপচ্যাশ্চ মে গ্রাম্যাশ্চ মে
পশব আরণ্যাশ্চ মে বিত্তঞ্চ মে বিত্তিশ্চ মে
ভূতঞ্চ মে ভূতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৪ — ৪

শু যজু ১৮।১৪ মন্ত্র। অগ্নি—পৃথিবীস্থ বহ্নি, আপ=অন্তরিক্ষস্থ জল, বীরুধ=গুল্ম, ঔষধী=ফল পাকিলে শুকাইয়া যায় (ধান্যাদি), কৃষ্টপচ্যা=ভূমি কর্ষণ দ্বারা উৎপাদ্য, অকৃষ্ট পচ্যা=আপনি জন্মে, গ্রাম্যপশু=গো,

মহিষ অশ্বাদি, আরণ্য=সিংহ ব্যাঘ্রাদি, বিত্ত=পূর্ব্বলব্ধ, বিত্তি=ভাবিলাভ, ভূত=জাতপুত্রাদি, ভূতি=সোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য। ১৪

বসু চ মে বসতিশ্চ মে কর্ম্মচ মে শক্তিশ্চ মে হর্থশ্চ মে।
এমশ্চ ম ইত্যা চ মে গতিশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৫

শু যজু ১৮।১৫ মন্ত্র। বসু=ধন, বসতি, কর্ম্ম, শক্তি, অর্থ, এম=প্রাপ্তব্য, ইত্যা=ইষ্ট প্রাপ্তির উপায়, গতি=ইষ্ট প্রাপ্তি। ১৫

অগ্নিশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সোমশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে
সবিতাচ ম ইন্দ্রশ্চ মে সরস্বতীচ ম।
ইন্দ্রশ্চ মে পূষা ম ইন্দ্রশ্চ মে বৃহস্পতিশ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৬

শু যজু ১৮।১৬ মন্ত্র। অগ্নি আমার, ইন্দ্র আমার, সোম আমার, ইন্দ্র আমার, সবিতা আমার, ইন্দ্র আমার, সরস্বতী আমার, ইন্দ্র আমার, পূষা আমার, ইন্দ্র আমার, বৃহস্পতি আমার, ইন্দ্র আমার, যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৬

মিত্রশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বরুণশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে
ধাতাচ ম ইন্দ্রশ্চ মে ত্বষ্টাব ম ইন্দ্রশ্চ মে।
মরুতশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে বিশ্বেচ মে
দেবা ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৭

শু যজু ১৮।১৭ মন্ত্র। মিত্রবরুণ ধাতা, ত্বষ্টা, মরুৎ বিশ্বদেব আমার ইন্দ্রই যজ্ঞে কল্পিত হউন্। ১৭

পৃথিবীচ ম ইন্দ্রশ্চ মে অন্তরিক্ষঞ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে দ্যৌশ্চ ম ইন্দ্রশ্চ মে সমাশ্চ ম।
ইন্দ্রশ্চ মে নক্ষত্রাণিচ ম ইন্দ্রশ্চ মে দিশাশ্চ ম
ইন্দ্রশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৮

শু যজু ১৮।১৮ মন্ত্র। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, সমা (বর্ষ অধিপতি দেবতা) নক্ষত্র, দিশ্ সর্ব্বত্রে যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৮

অংশুশ্চ মে রশ্মিশ্চ মে হদাভ্যশ্চ মে হধিপতিশ্চ ম।
উপাংশুশ্চ মে হন্তর্যামিশ্চ ম ঐন্দ্র বায়বশ্চ মে॥
মৈত্রাবরুণশ্চ ম অশ্বিনশ্চ মে প্রতি প্রস্থানশ্চ মে।
শুক্রশ্চ ম মন্থীচ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ১৯ — ৬

শু যজু ১৮।১৯ মন্ত্র। অংশু, রশ্মি, অদাভ্য—গ্রহ, অধিপতি গ্রহ উপাংশু অন্তর্যাম ঐন্দ্র বায়ব মৈত্রাবরুণ অশ্বিন্ প্রতিপ্রস্থান শুক্র মহী গ্রহগণ যজ্ঞে কল্পিত হউন। ১৯

আগ্রয়ণশ্চ মে বৈশ্বদেবশ্চ মে ধ্রুবশ্চ মে বৈশ্বানরশ্চ ম।
ঐন্দ্রাগ্নশ্চ মে মহাবৈশ্বদেবশ্চ মে মরুত্বতীয়াশ্চ মে॥
নিষ্কেবল্যশ্চ মে সাবিত্রশ্চ মে সারস্বতশ্চ মে পাত্নীবতশ্চ মে।
হারিযোজনশ্চ মে যজ্ঞেন মে কল্পন্তাম্॥ ২০ — ৬

শু যজু ১৮।২০ মন্ত্র। আগ্রয়ণ, বৈশ্বদেব, ধ্রুব বৈশ্বানর ঐন্দ্রাগ্নি মহাবৈশ্বদেব মরুত্বতীয়া নিষ্কেবল্য, সাবিত্র, সারস্বত পাত্নীবত ও হারি যোজন মদীয় যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২০

স্রুচশ্চ মে চমসাশ্চ মে বায়ব্যানি চ মে দ্রোণ।
কলশশ্চ মে গ্রাবাণশ্চ মে হধিষবণেচ মে পূত ভৃচ্চ মে॥
আধবণীয়শ্চ মে বেদিশ্চ মে বর্হিশ্চ মে হবভৃথশ্চ মে।
স্বগাকারশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম। ২১ — ৬

শু যজু ১৮।২১ মন্ত্র। স্রুচ—শ্রুবপাত্র, চমস পাত্র, বায়ব্যপাত্র, দ্রোণ-কলশ, গ্রাবাণ—সোম-নিষ্পেষক প্রস্তর, অধিষবণ কাষ্ঠ ফলক, পূতভৃৎ—সোমপাত্র, অধবনীয় ঐ, বেদি, বর্হি, অবভৃথ, স্বগাকার পাত্রবিশেষ। ২১

অগ্নিশ্চ মে ধর্ম্মশ্চ মে হর্কশ্চ মে সূর্য্যশ্চ মে প্রাণশ্চ মে।
হশ্বমেধশ্চ মে পৃথিবীচ মে হদিতিশ্চ মে দিতিশ্চ মে॥
দ্যৌশ্চ মে হঙ্গুলয়ঃ শক্করয়ো দিশশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২২ — ৭

শু যজু ১৮।২২ মন্ত্র। অগ্নি, ধর্ম্ম, অর্ক (পুরোডাশ), সূর্য্য—চরু,

প্রাণ=গবাময়ন, অশ্বমেধ, পৃথিবী, অদিতি (পুনর্ব্বসু বা স্বর্গঙ্গার অখণ্ডাংশ) দিতি (দক্ষিণ দিগস্থ খণ্ডিত স্বর্গঙ্গা), দ্যৌ=অঙ্গুলী (বিরাট পুরুষ অবয়ব) শক্কর (শক্তিগণ) দিক্ আমার যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২২

ব্রতঞ্চ মে ঋতবশ্চ মে তপশ্চ মে সংবৎসরশ্চ মে।
হহোরাত্রে উর্ব্বষ্ঠীবে বৃহদ্রথন্তরে চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৩ — ৭

শু যজু ১৮।২৩ মন্ত্র। ব্রত=নিয়ম, ঋতু=বসন্তাদি, তপকৃচ্ছ্র, চান্দ্রয়নাদি, সংবৎসর প্রভবাদি উর্ব্বষ্ঠীব=জানু ইত্যাদি অঙ্গি, বৃহৎ রথন্তর=সাম। ২৩

একা চ মে তিস্রশ্চ মে ২ পঞ্চ চ মে ২
সপ্ত চ মে ২ নব চ মে ২ একাদশ চ মে ২
ত্রয়োদশ চ মে ২ পঞ্চদশ চ মে ২
সপ্তদশ চ মে ২ নবদশ চ মে ২
একবিংশতি চ মে ২ ত্রয়োবিংশতি চ মে ২
পঞ্চবিংশতিশ্চ চ মে ২ সপ্তবিংশশ্চ মে ২
নববিংশতিচ্চ মে ২ একত্রিংশশ্চ মে ২
ত্রয়ত্রিংচ্চ মে ২ যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। ২৪ — ৮

শু. যজু. ১৮।২৪ মন্ত্র। ১।৩।৫।৭।৯।১১।১৩।১৫।১৭।১৯।২১।২৩।২৫।২৭ ২৯।৩১।৩৩ সংখ্যা যজ্ঞে কল্পিত হউন।

চতস্রশ্চ মে হষ্টৌচ মে ২ দ্বাদশ চ মে ২ ষোড়শ চ মে ২
বিংশতিচ মে ২ চতুর্ব্বিশতিশ্চ মে ২ অষ্টাবিংশতিশ্চ মে ২
দ্বাত্রিংশচ্চ মে ২ ষট্‌ত্রিংশচ্চ মে ২ চত্বারিংশচ্চ মে ২
চতুশ্চত্বারিংশচ্চ মে ২ অষ্টাচত্বারিংশচ্চ মে ২ যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৫ — ৯

শু যজু. ১৮।২৫ মন্ত্র। ৪।৮।১২।১৬।২০।২৪।২৮।৩২।৩৬।৪০।৪৪।৪৮ সংখ্যা মম যজ্ঞে কল্পিত হউন। ২৫

ত্র্যবিশ্চ মে ত্র্যবী চ মে দিত্যবাট্ চ মে দিত্যৌহী চ মে
পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী চ মে ত্রিবৎসশ্চ মে ত্রিবৎসা চ মে
তুর্য্যবাট্ চ মে তুর্যৌহী চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৬ —১৩

শু যজু ১৮।২৬ মন্ত্র। ত্র্যবি=ত্রি-অবি=তিন ছয় মাস বৎস ও বৎসা, দিত্যবাট্=দু বৎসরের ষাঁড় দিত্যৌহি=দু বৎসরের বকনা। পঞ্চাবী=সার্দ্ধ দ্বি বৎসর গো ও ষাঁড়। ত্রিবৎস=তিন বৎসরের গো ষাঁড়। তুর্য্যবাট—সাড়ে তিন বৎসরের ষাঁড় ও গো। যজ্ঞে কল্পিত হউক। ২৬

ষষ্ঠবাট্ চ মে ষষ্ঠৌহী চ মে উক্ষা চ মে বশা চ মে ঋষভশ্চ মে।
বেহচ্চ মে ২ নড্বাংশ্চ মে ধেনুশ্চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥ ২৭ —১৫

শু যজু ৮।২৭ মন্ত্র। ষট্‌বাট্—চারিবৎসরের ষাঁড় ও গাভী। উক্ষা—বীর্য্য সেচন সমর্থ ষাঁড়। বশা—বন্ধ্যা গো। ঋষভ—অতি যুবা বৃষ। বেহৎ—গর্ভঘাতিনী গো। অনড্বাং—শকটবাহী বৃষ। ধেনু=নব প্রসূতা গো। ২৭

বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহা হপিজায় স্বাহা ক্রতবে স্বাহা বসবে স্বাহা।
হর্পতায় স্বাহা হ্নে মুগ্ধায় স্বাহা মুগ্ধায় বৈনং শিনায় স্বাহা
বিনংশিন আন্ত্যায় স্বাহান্ত্যায় ভৌবনায় স্বাহা ভূবনস্য পতয়ে স্বাহা॥
হধিপতয়ে স্বাহা প্রজাপতয়ে স্বাহা ইয়ন্তে রাণ্মিত্রায় যন্তাসি
যমন উর্জ্জে ত্বা বৃষ্ট্যৈ ত্বা প্রজানাস্ত্বাধিপত্যায়। ২৮ —১১

অন্নপ্রাচুর্য্যাৎ চৈত্র অন্নরূপ। বাজ=অন্ন। প্রসব=বৈশাখ। অপিজ—জ্যৈষ্ঠ। ক্রতু=আষাঢ় (চাতুর্ম্মাস যাগ প্রাচুর্য্য)। বসু=শ্রাবণ (চাতুর্ম্মাস্যে যাত্রা নিষেধাৎ)। অহর্পতি=ভাদ্র (তাপ প্রাচুর্য্যাৎ)। মুগ্ধায় অহ্নে=আশ্বিন (তুষারপাতে)। অমুগ্ধায় বৈনাংশি=কার্ত্তিক (স্নান নিয়মাদি মোহনিবর্ত্তক)। অবিনংশি অন্ত্যয় নায়=অয়ন অন্ত হয় জন্য মার্গশীর্ষ। জীবন অন্ত্যায়=পৌষ। ভুবনস্যপতায়=মাঘ, অধিপতয়ে=ফাল্গুন, বর্ষ অন্ত হয় জন্য। রাণ্মিত্রায়=রাট্+মিত্রায়। এই তোমার রাজ্য

মিত্র যজমানের নিয়ামক হও। অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মে সকল নিয়মিত করিয়া বিশিষ্ট অন্নরসের দ্বারা তোমাকে বৃষ্টির জন্য প্রজার আধিপত্যলাভ জন্য "বসুধারা" দিয়া অভিসিঞ্চন করিতেছি। ২৮

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্ প্রাণোযজ্ঞেন কল্পতাং।
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং॥
বাগ্ যজ্ঞেন কল্পতাম্ মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্।
আত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং॥
জ্যোতির্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং॥
স্তোমশ্চ যজুশ্চ ঋক্ চ সাম চ বৃহচ্চা রথন্তরঞ্চ।
স্বর্দেবা অগন্মামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম বেট্ স্বাহা॥ ২৯

ইতি অষ্টমোধ্যায়ঃ।

শু যজু ১৮।২৯ মন্ত্র। যজ্ঞ দ্বারা আয়ুলাভ হয়। প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বাক্, মন, আত্মা (দেহ) [আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহু মনীষিনঃ। ইতি], ব্রহ্মা, জ্যোতি, স্বঃ, পৃষ্ঠ=স্তোত্র বা স্বর্গস্থান কল্পনা কর। স্বর্গ-দেবতা হইয়া যাইতেছি। অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মী হইয়াছি। হিরণ্য-গর্ভের প্রজা হইব। [বসোর্ধারা দ্বারা সর্ব্বকামনা প্রাপ্তি হয়] বেট্কার বষট্কার স্বাহা দেবোদ্দেশে অর্পণ বাক্য। ২৯

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়। শান্তিমন্ত্রাদ্যুতার্

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং।
প্রপদ্যে বাগোজঃ সহৌজোময়ি প্রাণাপানৌ ॥ ১

শু যজু ৩৬।১ মন্ত্র। ঋক্ রূপ বাক্যে প্রবেশ করি অর্থাৎ শরণ লই যজুরূপ মনের শরণ লই। সামরূপী প্রাণের শরণ লই। চক্ষু ও শ্রোত্র দেবতার শরণ লই। অর্থাৎ সপ্তদশ কলাবিশিষ্ট প্রজাপতির শরণাগত হই। বাগ্ ওজ (মানস বল) সহ ওজ (দৈহিক বল) ও প্রাণাপান আমাতে স্থিত্ হোক্। ১

যন্মেছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্ব মনসোবাতি তৃণ্ণং।
বৃহস্পতিমে তদ্দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্ত যস্পতিঃ॥ ২

শু যজু ৩৬।২ মন্ত্র। চক্ষু হৃদয় বা মনের যে ছিদ্র (অঙ্গহানি) হইয়াছে বৃহস্পতি তাহা দুর করুন। আমার মঙ্গল হোক্ হে ভুবনের পতি। ২

ভূর্ভুবস্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্ত ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩

শু যজু ৩৬।৩ ও ৩।৩৫ মন্ত্র ঋকের ৩।৬।২৪ মন্ত্র [এই মন্ত্রকে গায়ত্রী বলে] মন্ত্রার্থ—সেই সবিতাদেবের ভূ, ভূব (অন্তরীক্ষ) স্ব (দ্যৌ) লোকত্রয়-ব্যাপী সম্ভজনীয় জ্যোতির চিন্তা করি। যিনি আমাদের বুদ্ধির প্রেরয়িতা। ৩

কয়ানশ্চিত্র আভূবদূতী সদাবৃধঃ সখা।
কয়া শ চিষ্ঠয়াবৃতা ॥ ৪

শু যজু ৩৬।৪ ও ২৭।৩৯ মন্ত্র ঋকের ৩।৬।২৪। বিচিত্র সর্ব্বদা বর্দ্ধমান ইন্দ্রকে তর্পণ বা প্রীণন দ্বারা আমাদের সখা বা সহায় হইবেন। ও সহায় হইয়া থাকিবেন। কি যাগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে? ৪

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।
দৃঢ়াচিদারুজে বসু ॥ ৫

শু যজু ৩৬।৫ ঋ ৩।৬।২৪। হে ইন্দ্র, সোমরূপ অন্নের কোন্ অংশ তোমার হর্ষবিধান করে। কীদৃশ মদজনক হবি তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হর্ষজনক, যাহা পানে দৃঢ়বসু কনকাদি দানার্থ মণ্ডিত কর। ৫

অভী ষুণঃ সখীনা মবিতা জরিতৄণাম্।
শতম্ভবা স্যূতিভিঃ ॥ ৬

শু যজু ৩৬।৬ মন্ত্র। হে ইন্দ্র, তুমি পালনার্থ সম্যক্ শতরূপী হও। অর্থাৎ নানারূপে দান কর। তুমি মিত্রের (যজমানের) ও স্তোতৃগণের ও আমাদের ঋত্বিকের পালয়িতা। ৬

কয়াত্বং ন উত্যাভি প্রমন্দসে বৃষন্।
কয়া স্তোতৃভ্য আভর ॥ ৭

শু যজু ৩৬।৭ মন্ত্র। ঋ ৬।৬।২৪ মন্ত্র। হে বৃষন্ (সেচনকারী) ইন্দ্র! তুমি কি হবি প্রদানরূপ তর্পণ করিলে আমাদের হর্ষোৎপাদক দান করিবে। কিরূপ স্তুতি করিলে স্তোতৃগণকে (যজমানকে) ধনাদি প্রদান কর আমরা সেইরূপ অনুষ্ঠান করিব। ৭

ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি।
শন্নো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥ ৮

শু যজু ৩৬।৮ মন্ত্র। হে বিশ্ব জগতের ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যবান্) বিরাজ করিতেছেন আমাদের মঙ্গল হোক্। আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর মঙ্গল হোক। ৮

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নোভবত্বর্যমা।
শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ ৯

শু যজু ৩৬।৯ ও ঋ ১।৬।১৮ মন্ত্র। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি বিস্তীর্ণ পাদন্যাস বিশিষ্ট সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের মঙ্গল করুন। ৯

শন্নোবাতঃ পবতাং শন্নস্তপতু সূর্য্যঃ।
শন্নঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু॥ ১০

শু যজু ৩৬।১০ মন্ত্র। বায়ু অব্যাধিজনক হয়তঃ সুখকর হইয়া প্রবাহিত হউন। (স্ব স্ব ব্যাপারে প্রেরক সূর্য্য অদহন হইয়া ঔষধ রূপ তাপ দান করুন। অত্যন্ত শব্দকারী পর্জ্জন্যদেব আমাদের সুখকরী হইয়া অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি করিয়া বর্ষণ করুন। ১০

অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রীঃ প্রতিধীয়তাম্।
শন্নইন্দ্রাগ্নীভবতামাবোভিঃ শন্নইন্দ্রাবরুণাবাতহব্যা।
শন্নইন্দ্রাপুষণাবাজসাতৌ শমিন্দ্রাসোমাসুবিতায় শং যোঃ॥ ১১

শু যজু ৩৬।১১ মন্ত্র। দিবা (অহানি) সমুদয় রাত্রি সকল সুখকর হৌক্। ইন্দ্রাগ্নি পালক হইয়া সুখ দিউন। হবি দ্বারা পরিতৃপ্ত ইন্দ্র বরুণ সুখ দিউন। অন্নদানার্থ ইন্দ্র পুষণ সুখকর হউন। ভয়রোগ আদি বারণে সাধু গমনার্থ বা উৎপাদনার্থ ইন্দ্র সোম সুখদায়ক হউন। ১১

শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১২

শু যজু ৩৬।১২ ঋ ৭।৬।৫ মন্ত্র। দীপ্যমান আপদেবী আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি ও পানার্থ সুখরূপ হউন। তিনি আমাদের ভয় ও রোগের প্রতিকার করতঃ সুখী করুন। ১২

স্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।
যচ্ছানঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ॥ ১৩

শু যজু ৩৬।১৩ ও ৩৫।২১ ঋ ১।২।৬ মন্ত্র। হে অকণ্টক বাসদায়িনী সর্ব্বত বিস্তৃতা পৃথিবী, তুমি আমাদের সুখরূপা হও। আমাদিগকে শরণ দাও। ১৩

আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জে দধাতন।
মাহেরণায় চক্ষসে। ১৪

শু যজু ৩৬।১৪ ও ১১।৫০ ঋ ৭।৬।৫ মন্ত্র। হে আপঃ সুখের প্রাপয়িতা আমাদের সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যরসের আধার বা আকর যে রসস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ (রসোবৈসঃ) তৎভোগে সমর্থ করুন। মহৎ রমণীয় দর্শনে (ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে) যোগ্য কর। ১৪

যোবঃ শিবতমো রসন্তস্যভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিবমাতরঃ॥ ১৫

শু যজু ৩৬।১৫ ও ১১।৫১ ঋ ৭।৬।৫ মন্ত্র। হে আপ! তোমাদের যে শিবতম অর্থাৎ শান্ততম সুখৈক হেতুরস আছে ইহলোকেই আমা-দিগকে সেই রসের ভাগী কর। ১৫

তস্ম অরঙ্গমামবৌষস্য ক্ষয়ায়জিন্বথ।
আপোজন যথাচনঃ॥ ১৬

শু যজু ৩৬।১৬ ও ১১।৫২ ঋ ৭।৬।৫ মন্ত্র। হে আপ! তোমাদের রস বিষয়ে যে বৈতৃপ্ত্যবা সদা তৃপ্তি আছে আমরা সেই পর্য্যাপ্তিতে গমন করিব। যে নিবাসের অর্থাৎ জগতের আধারভূতের যে পঞ্চ আহুতির পরিণাম ভূতরসের এক দেশ দ্বারা তোমরা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ তর্পিত তৃপ্ত কর আমাদিগকে সেই রসের ভোক্তারূপে উৎপাদন কর অথবা যার নিবাস দ্বারা তোমরা প্রীত হও সেই রসের প্রাপ্তির জন্য আমরা তৎসমীপে গমন করি। হে আপ! আমাদিগকে প্রজা উৎপাদনে সমর্থ কর। ১৬

দ্যৌঃ শান্তি রন্তারিক্ষং শান্তিঃ।
পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ॥
বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বেদেবাঃ শান্তি ব্রহ্ম শান্তিঃ।
সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥ ১৭

শু যজু ৩৬।১৭ মন্ত্র। দ্যৌলোকরূপা যে শান্তি অন্তরীক্ষ পৃথিবী ওষধী বনস্পতিরূপা যে শান্তি বিশ্বদেব রূপা শান্তি ব্রহ্ম (বেদত্রয়)

রূপা যে শান্তি, সর্ব্ব জগৎ রূপ যে শান্তি, যাহা স্বরূপতঃ শান্তি সেই শান্তি আমার প্রতি আসুক। অথবা দ্যুলোক প্রভৃতিতে শান্তি আছে তাহা আমাকে প্রাপ্ত হউক ॥ ১৭

দৃতেদৃংহমা মিত্রস্যমা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহঞ্চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে॥
মিত্রস্যচক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ১৮

শু যজু ৩৬।১৮ মন্ত্র। জরাজর্জ্জরিত দেহে তুমি আমাকে দৃঢ় কর অথবা ছিদ্রজীর্ণ কর্ম্ম অচ্ছিদ্র কর। সর্ব্বভূত আমাকে মিত্রের চক্ষে দর্শন করুক। আমিও সর্ব্বভূতকে যেন মিত্রের চক্ষে দর্শন করি। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শন ঘটুক। ১৮

দৃতে দৃংহমা জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যা সং
জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যাসম্ ॥ ১৯

শু যজু ৩৬।১৯ মন্ত্র। হে মহাবীর! তুমি আমাকে দৃঢ়চিত্ত কর। তোমার সংদর্শনে আমার বহুদিন পর্য্যন্ত জীবন ধারণ ঘটিবে ॥ ১৯

নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্তর্চ্চিষে।
অন্যাঁস্তে অস্মত্তপন্তহেতয়ঃ পাবকো অস্মভ্যং শিরোভব ॥ ২০

শু যজু ৩৬।২০ ও ১৭।১১ মন্ত্র। হে অগ্নে তোমার সর্ব্বরস হর সর্ব্বপ্রকাশক তেজকে নমস্কার। হে অগ্নে তোমার জ্বালা আমার নিকট হইতে বিরোধীকে তাপিত করুক। হে পাবক আমাদের জন্য শান্ত হও ॥ ২০

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্ব সমীহসে ॥ ২১

শু যজু ৩৬।২১ মন্ত্র। হে মহাবীর! বিদ্যুৎরূপী তোমাকে নমস্কার। গর্জ্জিত মেঘরূপী তোমাকে নম। যেহেতু তুমি স্বর্গ গমনে চেষ্টিত এজন্য তোমাকে নম ॥ ২১

যতোযতঃ সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।
শন্নঃ কুরুপ্রজাভ্যো হভয়ং পশুভ্যঃ॥ ২২

শু যজু ৩৬।২২ মন্ত্র। হে মহাবীর তুমি যে যে রূপে স্বর্গ গমনে চেষ্টা কর সেই সেই রূপেই আমাকে অভয় দাও। পুত্রাদির মঙ্গল ও পশুর অভয় কর॥ ২২

সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু দুমিত্রিয়া
স্তস্মৈ সন্তুযোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চবয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ২৩

শু যজু ৩৬।২৩ মন্ত্র। হে আপ ও ঔষধী আমাদের সহিত সুমিত্রভাবে অবস্থিত হউন। যাহারা আমাদের দ্বেষ করে আমাদের শত্রু তাহাদের প্রতি দুর্মিত্রাচরণ কর॥ ২৩

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুযাম শরদঃ
শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং অদীনাঃ স্যাম
শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ ২৪

শু যজু ৩৬।২৪ ঋ ৫।৫।১১ মন্ত্র। হে মহাবীর আমাদের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সেই জগতের নেত্রভূত সূর্য্যরূপ দেব প্রিয় অপাপ শুক্লবর্ণ দেবতা পূর্ব্ব দিকে উদিত হইতেছেন তৎপ্রসাদে শত শরৎ (বর্ষ) আমরা দেখিব। শতবর্ষকাল অপরাধীন জীবন যাপন করিব। শতবর্ষ স্পষ্ট শ্রোত্রেন্দ্রিয় যুক্ত হইব, শতবর্ষ অস্খালিত বাগ্ ইন্দ্রিয়যুক্ত রহিব। শতবর্ষ অদীনভাবে থাকিব। শতবর্ষাধিক দেখিব॥ ২৪

ইতি নবমোধ্যায়।

———

দশম অধ্যায়।

অথ রুদ্রে স্বস্তি প্রার্থনা মন্ত্রাধ্যায়॥

ওঁ স্বস্তিন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তিন স্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি দধাতু। ১

শু যজু ২৫।১৯ ঋ ১।৬।১৬ মন্ত্র। মহৎকীর্ত্তি ইন্দ্র আমাদিগের অবিনাশী শুভ প্রদান করুন। সর্ব্বধন সম্পন্ন বা সর্ব্বজ্ঞ পূষা আমাদিগের স্বস্তি করুন। অনুপহিংসিত রথচক্র বা গরুড় আমাদের স্বস্তি করুন। বৃহস্পতি স্বস্তি বিধান করুন। ১

ওঁ পয়ঃ পৃথিব্যাং পয় ওষধীষু পয়োদিব্যন্তরীক্ষে।
পয়োধাঃ পয়স্বতীঃ প্রদিশঃ সন্ত মহ্যম্॥ ২

শু যজু ১৮।৩৬ মন্ত্র। হে অগ্নে তুমি পৃথিবীতে রস স্থাপন কর ঔষধীতে দিবি (স্বর্গে) অন্তরীক্ষে যে পয় (রস) স্থাপন কর। আমার জন্য দিশা বিদিশা পয়যুক্তা হউক। অর্থাৎ আহুতি পরিণামে পৃথিব্যাদি মম অভীষ্ট পূরণ করুন। ২

ওঁ বিষ্ণো রবাটমসি বিষ্ণোঃ শ্নপ্ত্রস্থো বিষ্ণোঃ।
স্যূরসি বিষ্ণোর্ধ্রুবোহসি বৈষ্ণবমসি বিষ্ণবে ত্বা॥ ৩

শু যজু ৫।২১ মন্ত্র। হে হবির্ধান! তুমি বিষ্ণুর ললাট স্থানীয় তুমি ওষ্ঠ স্থানীয় তুমি বৃহৎ সূচী স্থানীয় তুমি গ্রন্থি স্থানীয়, তুমি বিষ্ণু সম্বন্ধীয়, তোমাকে বিষ্ণু প্রীত্যর্থে স্পর্শ করি। ৩

ওঁ অগ্নির্দেবতা বাতো দেবতা সূর্য্যোদেবতা।
চন্দ্রমা দেবতা বসবো দেবতা রুদ্রাদেবতা॥
দিত্যাদেবতা মরুতো দেবতা বিশ্বেদো দেবতা।
বৃহস্পতির্দেবতা ইন্দ্রোদেবতা বরুণো দেবতা॥ ৪

শু যজু ১৪।২০ মন্ত্র। হে দেব তুমিই অগ্ন্যাদি দেবতা। ৪

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমো নমঃ।

ভবে ভবে নাতিভবে ভবস্বমাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥ ৫

নারায়ণোপনিষদ ১৭। সদ্যোজাতের (যিনি সদ্যই নিত্যই জাত হয়েন স্বয়ম্ভু) শরণ লই। তাঁহাকে নমঃ। ভব সংসারে অভিভূত আমাকে হে সংসার তারণ ভব! উদ্ধার কর। হে জগৎ কারণ তোমায় নমঃ। ৫

ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নম শ্রেষ্ঠায় নম, রুদ্রায় নমঃ।

কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো॥ ৬

নারায়ণোপনিষদ ১৮। সর্ব্বজনপ্রিয় বামদেবকে নমস্কার। জ্যেষ্ঠ (সর্ব্বপ্রথমোৎপন্ন অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে যিনি থাকেন) কে নমঃ। (মহত্ত্বে) শ্রেষ্ঠকে নম। রুদ্রকে নম। কালকে নম। কলবিকরণ (কলভাষণ শব্দে বেদ প্রকাশক) কে নমঃ। বল বা শক্তির বিকাশককে নমস্কার। ৬

ওঁ বলায় নমো বল প্রমথনায় নমঃ।

সর্ব্বভুতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ বলরূপী মহাদেবকে নম। ৭

নারায়ণোপনিষদ ১৯। সহজার্থ:—

ওঁ অঘোরেভ্যো হথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ।

সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তুরুদ্ররূপেভ্যঃ॥ ৮

অঘোর=ঘোর নয় শান্ত শুক্লরূপী। ঘোর ঘোরতর (ভীষণং ভীষণানাং) সরূ=বিশ্বরূপ। সর্ব্বভুতস্থিত। শর্ব্ব=ক্ষিতিমূর্ত্তি। ৮

ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।

তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৯

নারায়ণোপনিষদ ২০। যিনি তৎপুরুষ ব্রহ্ম যিনি সব পুরীতে শয়ান থাকেন, তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া মহাদেবকে ধ্যান করি, সেই রুদ্র আমার বুদ্ধিকে সেই তত্ত্বে প্রেরণ করুন। ৯

ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামিশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্।
ব্রহ্মাধিপতি ব্রহ্মণোঽধিপতি ব্রহ্মাশিবোমে অস্তু সদাশিবোম্॥ ১০

নারায়ণোপনিষদ ২১। সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রভু সর্ব্বভূতের ঈশ্বর বেদের অধিপতি কার্য্যব্রহ্মের অধিপতি একাধারে সৃষ্টিসংহারকারী, আমার শরণদাতা হউন। সদাশিব (সদামুক্ত) ওঁকারগম্য। ১০

ওঁ শিবোনোমাসি স্বধিতিস্তে পিতা নমস্তে অস্তু মা মাহিংসী।
নিবর্ত্তয়াম্যায়ুষেঽন্নাদ্যায় প্রজনায় রায়স্পোষায় সুপ্রজাস্ত্বায় সুবীর্য্যায়॥ ১১

শু যজু ৩।৬৩ মন্ত্র। হে ক্ষুরাভিমানী দেবতা তুমি নামতঃ শান্ত হও। বজ্র তোমার পিতা তোমায় নম। হিংসা করিও না। জীবনের জন্য অন্ন ভক্ষণের জন্য, সন্তানের জন্য, ধর্ম্মার্থ সুপুত্র সুবীর্য্য লাভার্থ মুণ্ডন করিতেছি। ১১

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতার্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব॥ ১২

শু যজু ৩০।৩ ও ঋ ৪।৩।২৫ মন্ত্র। হে দেব সবিতা সর্ব্বপাপ দূর করিয়া দাও। যাহা কল্যাণ কর তাহাই আমাদের প্রতি আসুক্। ১২

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি
রাপঃ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তিবিশ্বেদেবাঃ শান্তি ব্রহ্মশান্তিঃ
সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সামাশান্তিরেধি॥ ১৩

শু যজু ৩৬।১৭ মন্ত্র। দ্যৌলোকে যে শান্তি অন্তরিক্ষে যে শান্তি পৃথিবীর শান্তি আপ (জল) শান্তি ঔষধী (ধান্যাদি) শান্তি বনস্পতির শান্তি বিশ্বদেবে যে শান্তি ব্রহ্মে (বেদে) যে শান্তি সর্ব্বজগতে যে শান্তি, শান্তিই শান্তি সেই শান্তি আমাতে আসুক্। ১৩

ইতি স্বস্তি প্রার্থনা মন্ত্রাধ্যায়ঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ সুশান্তি র্ভবতু।
সর্ব্বারিষ্ট শান্তির্ভবতু॥

সুশান্তি হউক। সর্ব্ব অনিষ্ট শান্ত হউক।

অনেন রুদ্রাভিষেক কর্ম্মণাকৃতেন শ্রীভবানী।
শঙ্কর মহারুদ্রঃ প্রীয়তাং ন নম॥
ওঁ সদাশিবার্পণমস্তু॥

এই রুদ্রাভিষেক কর্ম্মদ্বারা ভবানী শঙ্কর মহারুদ্র প্রীত হউন। নমস্কার। এই কর্ম্ম সদাশিবে অর্পিত হউক।

ওঁ

মহর্ষি

উদ্দালক আরুণি।

হরিদ্বার।

আষাঢ় ১৩৩৩ সাল।

ওঁ তৎসৎ।

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
নমামি শিবমদ্বৈতং ব্রহ্মাণং বেদপুরুষং॥
বশিষ্টাত্রি মথর্ব্বণিং সনৎ-কুমার নারদৌ।
বিশ্বামিত্রং সুরগুরুং জমদগ্নিঞ্চ কশ্যপং॥
ভৃগুঞ্চ শুনকং শুক্রং শাণ্ডিল্যঞ্চ মহামুনিং।
নমাম্যহং ভরদ্বাজং বাগম্ভৃনীং বাচক্নবীং॥
নমামি মহর্ষিং বামদেবং বরেণ্যং।
কৃতেযোঽহ পশ্যদহং ব্রহ্মাস্মীতি তত্ত্বং॥
নমাম্যারুণিং গোতমকুল তিলকং।
উপদিষ্টং যেন তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং॥
কার্য্যং মৃষা ভবতস্যবিবর্ত্ত মাত্রং।
তৎ কারণং সত্য মেকমেবাদ্বিতীয়ং॥
নমামি তৎশিষ্যং যাজ্ঞবল্ক্যং মহান্তং।
প্রকটীকৃতং যেন বেদবেদান্তশাস্ত্রং॥
নমাম্যহং দধিচীং তথাশ্বলায়ণং।
ব্যাসংশুকং গৌড় গোবিন্দাচার্য্য শঙ্করং॥
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।

ভুমিকা।

অপ্রমেয় পুরাণ পুরুষ স্বরূপ শ্রীশ্রীগুরুপাদাম্বুজে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি। যাঁহার কৃপায় সাংসারিক দশাপগত হইয়া বেদপুরুষকে আশ্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই পুস্তকে যে মহাপুরুষের জীবনীর আলোচনা করা হইতেছে তাহা অতীব প্রাচীন সময়ের কথা। দুই চারিশত বৎসরের পুরাণ ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই দুরূহ ব্যাপার। তাহার কারণ যে কোন দেশে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা লিপি করার পর যদি দেশে কোনরূপ বিপ্লবাদি না ঘটে তাহা হইলে লিপিকৃত বিষয় পাইবার যেমন সুযোগ থাকে, ভারতে তাহা নাই, কারণ বহু অন্তর্বিপ্লব ও বহির্বিপ্লব সুচির কাল পর্য্যন্ত এই দেশের সমস্ত বিষয়ের উলট পালট ঘটিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ম্লেচ্ছ পদানত এই দেশে ম্লেচ্ছানুকারিণী আচার বিচার, শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি ইহার শিরা মজ্জা পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে প্রাপ্তবিষয়ের মর্ম্মাবধারণেও বহু বিঘ্ন বাধা ঘটিয়া থাকে। যদি চ কোন কোন বিষয়ে প্রাচীন মত অচ্যুত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যথাযথ ভাবে পরিগৃহীত হয় না। আর্য্যগণের জাতীয়তার গৌরব আর নাই। সুদীর্ঘ ম্লেচ্ছগণ শাসনে, ম্লেচ্ছানুকরণপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে পিতৃপুরুষগণ রচিত রীতি নীতি আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা অধিকাংশ স্থলেই বর্জ্জিত হইয়াছে। ম্লেচ্ছাদির প্রতি দেববৎ প্রীতি ব্যবহার করা তাহাদিগের অসদ্গুণের অনুকরণ যাহা সহজ সাধ্য, তাহা সমাজের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। উর্দ্দু ভাষী জেতৃগণের গৌরব রবি বহুদিন কালের কুক্ষিগত হইলেও তাহাদিগের ভাষার প্রভাব অদ্যাপি দেদীপ্যমান। ইংরেজ শাসিত প্রদেশ বিশেষে এখনও গীতাদি-শাস্ত্র উর্দ্দু ভাষায় পঠিত হয়। পোষাক পরিচ্ছদাদি ও ব্যবহারে ম্লেচ্ছাদি ভাব বলবৎ

রহিয়াছে। তদুপরি বৃটিশসিংহের পদলাঞ্ছনে আর্য্যধর্ম্ম রীতি নীতি ভূপ্রোথিত হইয়াছে। পাঠকগণের বিচারার্থ এই বিষয়টী একটু বিস্তৃত ভাবে নিম্নে আলোচনা করা গেল। কুরুক্ষেত্রের ক্রূর যুদ্ধে মহারাজ দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য সমাজেরও উরুভঙ্গ হইয়া সমাজ পঙ্গুদশায় উপনীত হইয়াছে। সেই পঙ্গুত্ব বুঝি আর বিদূরিত হয় না। যাহাকে কেহ কেহ "ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন" বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ মৃত্যুদেবের রাজ্য স্থাপন বলিলেই সঙ্গত হয়। সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, হস্তিনাপুরের রাজ-সিংহাসনে সমাসীন থাকা অবস্থারই শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রথম-অধ্যায়-উক্ত বর্ণ সাঙ্কর্য্যের উৎপত্তি ও দেশ-কুল-জাতি-ধর্ম্মের উৎসাদন যাহা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং যাহার আলোচনা করা তুচ্ছবিষয়ে সময়ক্ষেপ রোধে ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। সেই পৃথিবীজয়ী গাণ্ডীবধন্বার জীবমানেই ঐ আশঙ্কা ধ্রুব সত্যে পরিণত হইয়াছিল। বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুরাদি যদুবংশ মদ্যপানোন্মত্ত হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করতঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে মহাবীর অর্জ্জুন বৃষ্ণি পত্নীগণের রক্ষক স্বরূপে হস্তিনাপুরাভিমুখে অগ্রসর হন। পথে অন্ত্যজ জাতিগণ ঐ সকল কুলস্ত্রীগণকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে। সমাজে ক্ষত্রিয়াভাব বশতঃই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যের বিস্তার হইয়া থাকিলেও বৃষ্ণিগণ, দ্বারকা হইতে মথুরা পর্য্যন্ত শাসন করিয়া থাকিলেও বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণ বৃষ্ণি বংশের এক মাত্র বর্ত্তিকা বজ্রকে হস্তিনা নগরের সন্নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রপ্রস্থে রাখিয়া পালন করাই সমীচীন বোধ করিয়া ছিলেন। শোকে ক্ষোভে বৃদ্ধাবস্থ পাণ্ডুনন্দনগণ শিশু পরীক্ষিতকে বৈশ্যপুত্র হস্তে সমর্পণ করতঃ হস্তিনাপুরের রাজ সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক দেহত্যাগার্থ মহাপ্রস্থান করেন। ইহার শোকাবহ বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে দ্রষ্টব্য।

তৎপর ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাদা। ভারত দুর্ভেদ্য অন্ধ তমসাবৃত। তক্ষক, শক, হুন, চীন, মিশরীয়, পারসীক, গ্রীক, লিচ্ছবী মগ, প্রভৃতি ম্লেচ্ছযবনাদি জাতির আগমনে আলোড়িত। লুণ্ঠন কারীর হস্তস্থিত মশাল—আলোকে মেঘাবৃত গগনে বিদ্যুৎ রেখাবৎ কখন ও ক্বচিৎ আলোকিত ও মেঘনিনাদবৎ তাহাদিগের হুঙ্কার গর্জ্জনে ভীত চকিত ও সন্ত্রস্ত। বিপর্য্যস্ত ভারতে শত্রু পদাঘাত ব্যথিত ভারতবাসীর করুণ বিলাপ সব বিজেতার পাদসংবাহন ব্যতিরিক্ত গত্যন্তরের একান্তাভাব লক্ষিত হয়। অতুলিত ধনরত্ন নিঃশেষিত দারিদ্র্যাবিষ্ট ভারত সাঙ্কর্য্যজাতি সমূহে পরিপ্লুষ্ট। এই মহান দীর্ঘকালের তুলনায় ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধযুগকে, ক্ষণিক বলিলেও অতিশয়োক্তি হয় না। প্রাচীন বৈদিক ভারতের অর্চিত অশ্বিনী যুগল পঙ্গুকে লৌহ বিনির্মিত পদযুক্ত করিয়া কর্ম্মক্ষম করার ইতিবৃত্ত আছে। কিন্তু কি দুরদৃষ্ট, ভারতীয় যুদ্ধে পঙ্গুতাপন্ন আর্য্য সমাজ দেব বৈদ্যসদৃশ বুদ্ধি বিজ্ঞান সম্পন্ন নেতার অভাবে অদ্যাপি কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্রপরতা বা স্বকার্যক্ষমতা লাভ করিতে পারিল না।

দগ্ধপক্ষ সম্পাতির ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া আছে মাত্র। ব্রহ্ম ও ক্ষত্ররূপ পক্ষদ্বয়ের উদ্গম কি হইবে? সেই যাহাই হউক ম্লেচ্ছ শাসিত ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইলেও ভারতক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্মভূমি ভারত হইতে ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মকে স্থিতিস্থিরা করিয়া দেন। কলিতেও একপাদ ধর্ম্ম আছে। মহা জল প্লাবনে বীজরক্ষক মনু বা নোয়ার ন্যায় নির্জনারণ্যে পর্ব্বত গহ্বরে অদ্যাপি ধর্ম্মধন আগলাইয়া কতক মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন। এই যা ভরসা এবং ভাগবতাদি পুরাণে ঋষিগণের যে সকল ভবিষ্যদুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ম্লেচ্ছ ও ম্লেচ্ছভাব বিদূরিত করার জন্য ভগবান পুনঃ যোদ্ধ ভাবে অবতীর্ণ হইবেন। সনাতন আর্য্য

ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থিত হইবে এইরূপ আশ্বাস বাণী বিবৃত আছে। ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতেই দেবগণ ধরাধামে ভগবৎ কার্য্য নির্ব্বাহার্থ গমনাগমন করিয়া থাকেন। সমাজের আব হাওয়া বদলাইতে থাকেন। এই যে সেদিন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুরোপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাপেক্ষাও ভীষণ এবং বিস্তৃতাকারের ধ্বংস-সাধক জার্ম্মণ যুদ্ধ পরিসমাপ্ত হইয়াছে ও তাহাতে যে বিপ্লব তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে তাহা বিশ্বব্যাপী। যে তরঙ্গের আঘাতে ভারতক্ষেত্রও আন্দোলিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই বিপ্লব উপস্থিত। ব্যবহারিক জগতে এক উলট পালট আরম্ভ হইয়াছে। তাই বর্ত্তমান এক বিষম সমস্যার সময়। এই সময়ে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য একান্ত আবশ্যক। শম দম তিতিক্ষাদি না থাকিলে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিবে। সুখের বিষয় স্বামী বিবেকানন্দজী পাশ্চাত্য জগতে যে বেদান্তের ঝঙ্কার দিয়াছেন তৎকালে স্বারাজ্যহীন পাশ্চত্য মতাবলম্বী জাতীয়তা পরিভ্রষ্ট, গতানুগতিক স্থায়াচারী দুর্ব্বলচিত্ত ভারতবাসী, ও তাহাদিগের পাশ্চাত্য গুরুগণের মতি, ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মের মৌলিকতা ও শ্রেষ্ঠতার আলোচনায় নিযুক্ত দেখিয়া স্বকীয় পিতৃপুরুষাচরিত ধর্ম্ম ও আচারাদির প্রতি আকৃষ্ট চিত্ত হইয়াছেন। জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিলেন "বেদ-চাষার গান" অমনি হেথায় প্রতিধ্বনি উঠিল, "বেদ চাষার গান" ম্যাক্‌মমুলার বলিলেন "ঋগ্বেদের সময়ে ভারতীয় আর্য্যগণ মেষাদি চরাইয়া বেড়াইতেন ও তজ্জন্য তৃণ জলযুক্ত স্থানের অন্বেষণে নিযুক্ত থাকিয়া, প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে চমৎকৃত ও ভীত হইয়া তাহাই দেবতাজ্ঞানে তদ্বিষয়ে কবিতা বা মন্ত্র রচনা করিতেন। লিপি প্রচলন ছিল না লোকপরম্পরায় তাহা শুনিয়াই মুখস্থ রাখিতেন।" তদীয় ভারতীয় শিষ্যগণ তাহা ধ্রুবসত্য মানিয়া লইলেন। ধাই মা বলিয়াছে, "জুজু আছে"

আর কি জুজু না থাকিয়া পারে। কেহ কেহ বেদের অনুবাদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত রহিলেন। অনুবাদে সহস্র স্তম্ভ-গৃহ, লৌহ স্তম্ভোপরিস্থিত গৃহ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, হাতী, ঘোড়া, রথ, রথী, চর্ম্ম, বর্ম্ম, নৌকা, সমুদ্রগামী জাহাজ, জাহাজ ডুবী ও তাহা হইতে উদ্ধার, কত কত শিল্প, সুবর্ণের কাজ করা পরিধেয় বস্ত্রাদি, পঙ্গুর জন্য লৌহ কাষ্ঠাদি-নির্মিত পদ ইত্যাদি জ্যোতিষ, রাজনীতি, বার্ত্তা, ধনুর্বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা ছিল এরূপ অনুবাদে লিপি করা সত্ত্বেও "বেদ চাষার গান" থাকারূপ চিত্ত বিভ্রম অপনোদিত হয় নাই। বরঞ্চ ফুটনোটে মাঝে মাঝে এরূপ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে (বিংশতি বারের কম নয়) মনুর উল্লেখ আছে। সেই মনু-স্মৃতি যাহার উক্তির শিষ্টতা তৈত্তিরীয় সংহিতা, বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র প্রভৃতি অতীব প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায় "যন্মনুনা প্রোক্তং তদ্ ভেষজং" অর্থাৎ যাহা মনু বলিয়াছেন তাহা ঔষধ স্বরূপ গণ্য করিবে। মনু স্মৃতি একখানি পূর্ণগ্রন্থ। অর্থাৎ ইংরেজীতে তাহাকে Complete Code Napoleon অর্থাৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট কৃত ব্যবহার শাস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ব্যবহারিক শাস্ত্র। তাহা দেখিয়াও পাশ্চাত্য গুরুমন্ত্র হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি অন্ধকুসংস্কার মূলক বলিলেন, অমনি ভারতীয় শিষ্যগণ তাহা মহানর্থকর কুসংস্কার সাব্যস্তে দলে দলে খৃষ্টানাদি ধর্ম্মের আশ্রয় নিলেন। বৈদিক দেবার্চ্চনাদি পৌত্তলিকতায় পর্য্যবসিত হইল। অথচ ঋগ্বেদের সংহিতা বা কর্ম্মকাণ্ডই দীর্ঘতমা, বামদেব, গৃৎসমদ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিগণ ও বাগম্ভৃণী, রাত্রি প্রভৃতি ঋষিকাগণদৃষ্ট মন্ত্রসকল জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ স্তর স্বরূপ অদ্বৈতবাদে পূর্ণ, এতদ্ব্যতীত বেদের উপনিষদ্ ভাগে অদ্বৈত বাদ অদ্বৈত-বাদ-পূর্ণ। যাহার তুল্য জ্ঞান জগতে আর নাই, উহা ব্রহ্মচর্য্যাদি হীন পাশ্চাত্যগণের ধারণাতীত বিধায় সমস্ত

গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জীবন স্বদেশের স্বাধীনতার গর্ব্বে গর্ব্বিত। জাতীয় কোন বস্তু অপর জাতির কোন বস্তু হইতে হীন, ইহা তাহাদের স্বপ্নেও মনে আসে না। তৎপর ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের বর্ত্তমান অভিভাবকগণ পরাধীন "কালা আদমী।" তাহাদের শাস্ত্র উচ্চাঙ্গের বিষয় পূর্ণ হইতেই পারে না। ঘোরতর শ্বেত বর্ণাভিমান ইহা স্বীকারের পথে কণ্টক স্বরূপ। তাঁহারা তাহাদিগের অসভ্যাভ্যস্ত পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে সব দেবতা ও তৎসংক্রান্ত গল্পাদি প্রচলিত, তৎসাদৃশ্য বা তত্তুল্য কথাই বরং ভারতীয় আর্য্যগণের শাস্ত্রে থাকিতে পারে, এই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া বেদের ব্যখ্যা করিলেন। আর তাহাদিগের ভারতীয় শিষ্যবর্গ উহা অভ্রান্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। যেমন তাঁহারা বিশেষ গবেষণা করিয়া বলিলেন ভারতের আর্য্যগণ ও পারসীকগণের পূর্ব্বপুরুষ ইরাণীয়গণ একই আর্য্য বংশ। উভয়দলের কার্য্যতার পার্থক্য বশতঃ কালে, ভাবের ও দেবতার্চ্চন প্রণালী ও দেবতার নাম লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাই ভারতে দেবাসুর যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভারতীয় আর্য্যগণ Shepherd বা মেষপালক ছিলেন। এবং ইরাণীয়গণ Agriculturist অর্থাৎ কৃষিজীবী ছিলেন। মেষপালকগণ কৃষিশিল্পে অপটুতা নিবন্ধন, মদ মাংস ব্যবহার করিতেন ও যেখানে মেষ চারণের উপযুক্ত জঙ্গল পাইতেন তথায় বিচরণ করিতেন। নিরীহ কৃষকবৃন্দ তাহাদের উৎপাদিত শষ্যাদি দ্বারা জীবিকা ও যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতেন। সেই যুদ্ধে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষের দিকে পলাইয়া আসেন ইত্যাদি। অমনি তাহাদিগের ভারতীয় শিষ্যগণ কলম ধরিলেন ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ আরম্ভ হইল, ম্লেচ্ছরাজ মুখাপেক্ষী ডাক্তার ও রাজা উপাধি মণ্ডিত কোন সুশিক্ষিত প্রধান ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

The relation of the agriculturists with the shepherds was not always of the most peaceful kind.................. Their differences were hightened by priests and reformers until they cultivated in a religious schism of a most sanguinary character..................It may offend the selflove of the Bramhans to be told that the celestial wars resulted in the final overthrow of Indra or in other words that their ancestors were expelled from their ancient home by the followers of the Asuras.

অর্থাৎ কৃষক ও মেষপালক দলদ্বয় মধ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত না। তাহাদের মনোবাদ, পুরোহিত ও সংস্কারকগণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে উহা এক বিষম ধর্ম্মযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল। একথা বলিলে ব্রাহ্মণগণের আত্মপ্রীতি অর্থাৎ গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে পারে যে ঐ দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র সিংহাসন চ্যুত হয়। অর্থাৎ অন্যভাষায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের প্রাচীন নিবাস স্থান হইতে অসুরারাধক কৃষকগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন ইত্যাদি।

পরের মুখে ঝাল খাইলে যেরূপ হয় ইহাও তাহাই। এইস্থলে মনে পড়ে ইংরেজ কবি Goldsmithএর তৎকালিক ইটালীর বর্ণনা। অষ্ট্রীয়াদি রাজ্যের পদানত হৃত সর্ব্বস্ব, ইটালীয়গণ প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষ পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। পরাধীন অশিক্ষিত ঐসব দরিদ্র কৃষকগণ বুঝিতে পারিত না যে ধ্বংসাবশেষের স্থানে স্থানে যে সব প্রস্তর বিনির্ম্মিত অতি উচ্চ প্রাচীরাংশ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষেত্রেও বিবেকহীন পণ্ডিতাভিমানী আলস্যপরতন্ত্র পরাধীন লেখক, বেদ বেদান্তাদি উচ্চ বিদ্যার মর্ম্মাবধারণে অক্ষমতা নিবন্ধন সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই পাশ্চাত্য

গণের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিয়াছেন। জেন্দাবস্থার বর্ণনা ও ঋগ্বেদে বর্ণিতাংশ পাঠে উপরিধৃত ইংরেজী বাক্যের বিপরীত সিদ্ধান্তই যুক্তিমূলক ও সত্য বলিয়া বোধ হয়। জেন্দাবস্থে ও ঋগ্বেদে কতিপয় দেবতার নাম ও উচ্চারণ প্রায় একই। যথা বৃত্রঘ্ন=বেরেথেঘ্ন। বরুণ=বরুণ, অর্য্যমা-অর্জমন, অসুর=অহুর, ঋগ্বেদে বরুণার্থে প্রযোজিত "অসুরো মহদ্" বাক্য=অহুর মস্‌জদ্। জার (প্রিয়তম)=জারা। ত্বষ্টৃ=থুস্ত্র, দেব =দেব, অঙ্গিরামন্যু=অঙ্গরো মন্যুষ। নাসত্যা (অশ্বিনীযুগল)= নাস্‌য়। মিত্র=মিথ্র, যম=জীম্, আপ্ত্যস্ত্রিত বা ত্রিত=ত্রৈতন, বিরূপ =বিরূপ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে বরুণ সূর্য্যের নামভেদ মাত্র, জেন্দাবস্থেও তাহাই। এই বরুণকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে "অসুর" বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। অসুর শব্দের বলবান্ এবং দেবশব্দের অর্থ দ্যোতমান বা দীপ্তিযুক্ত। ঋগ্বেদে অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে এমন কি যজ্ঞের ঋত্বিককেও প্রশংসার্থ অসুর শব্দে বর্ণিত করা হইয়াছে। এবং কোন কোন স্থলে "বৃত্রকে" ও "দেব" বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র ভাঙ্গিয়াছিলেন ও ত্বষ্ট্রার পুত্রকে বধ করিয়াছেন, এই কথা বহুস্থানে উক্ত আছে। জেন্দাবস্থে সূর্য্যাখ্য বরুণ অহুর—মসজদা সংজ্ঞক ও জারত্বষ্ট, জারাথুস্ত্র নামে সংজ্ঞিত হন। ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃ শব্দে অগ্নিকেও বুঝায়। এবং ত্বষ্টৃ শব্দেরও বিশেষণ অসুর শব্দের দ্বারা প্রয়োগও কতিপয় স্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদে দুই তিন স্থানে বরুণকে হিংসক বলা হইয়াছে। দুই স্থানে অগ্নির নিকট বরুণকে আনয়নের প্রার্থনা আছে। পারসীকগণের উপাস্য অহুর মর্জ্জদা ও জারাথুস্ত্র সহ ইন্দ্রের শত্রুতা ভাব জানা যায়। এই দুই জনের উপাসক মধ্যে মনোবিবাদ থাকা অসম্ভব নহে। ইন্দ্র ত্বষ্ট্রার গৃহে বলপূর্ব্বক সোমপান করিয়াছিলেন ও ত্বষ্ট্রার পুত্র বিশ্বরূপ ও

বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা চমস তৈয়ার করেন। ঋভুগণ উক্ত চমস হইতে চারিটী চমস্ করিলেন, তজ্জন্য ইন্দ্র ঋভুগণকে যজ্ঞভাগী করিলেন, ত্বষ্টা দুঃখিতমনা হইয়া গেলেন, ঋগ্বেদে এরূপ বর্ণনা আছে। ত্বষ্টা অবমানিত হইয়া ভীষণ যোদ্ধা পুত্রের জন্য প্রযত্ন করেন, এরূপ মহাভারতেও বর্ণিত আছে। জেন্দাবস্তেও এরূপ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কি ঋগ্বেদে কি জেন্দাবস্থে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রীহিযবাদি উৎপাদন করিতে জানিতেন না, ইহার সাক্ষ্য দেয় না। বরং ঋগ্বেদের বহুস্থানে ব্রীহি যজ্ঞাদি দ্বারা পুরোডাস দেওয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ নানাস্থান ভ্রমণ করিলেও মেষপালকরূপে ভ্রমণশীল থাকা বা পরাজিত হইয়া পৈতৃক বাস পরিত্যাগে পলায়নপর হওয়ার প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদে সর্ব্বত্রই অসুরতেজ্জা বলিয়া ইন্দ্রের প্রাধান্য। ইন্দ্রের বিজয় যশোগান কতস্থলে কতভাবে বিভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য্যের রথচক্রছিন্ন করিয়া আনয়ন ও ত্বষ্ট্রপুত্রাদির বধ বিষয়িকা উক্তি সমস্তই ইন্দ্রের বিজয় সূচক বটে। জেন্দাবস্তা এ বিষয়ে কি বলেন তাহার কিঞ্চিৎ পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থ জেন্দাবস্থের বিদ্বজ্জন সমাদৃত কোন ইংরেজী অনুবাদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

When the barley is coming forth, the Devas start up when corn is growing ripe, then faint the Deva's heart when the corn is being grow the Devas groan—

অর্থাৎ যবের যখন ছড়া বাহির হইতে থাকে তখন দেবতারা ক্ষুভিত হয়। যখন উহা পাকিতে থাকে তখন দেবতার দুর্ব্বল-হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে থাকে। এবং যখন শষ্য পিষ্ট হয় তখন দেবতারা গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। ইহা দেবদ্বেষক হইলেও পরাজয় বা

পলায়ন প্রবণতার প্রকাশক নহে। এই সঙ্গে জেন্দাবস্থের অপরাংশ যোজিত করিলে উহার অর্থ সহজে বোধগম্য হয়। যথা—

Perish O world of the finds, Perish away to the regions of the North.

অর্থাৎ ক্রুরগণের লোক ধ্বংস হউক, উত্তরপ্রদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক, ইহা হইতে বুঝা যায়—ইরাণীয়গণই প্রথমে দক্ষিণ দেশে আসেন এবং তখন পর্য্যন্তও দেবগণ উত্তর প্রদেশেই ছিলেন। তুষারপাত নিবন্ধন পূর্ব্ব নিবাসে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িলে (দেবগণ) আর্য্যগণ উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহাই এই অভিশাপ। জয় তবে কাহার? যে পূর্ব্ব নিবাসে ছিল না যে পূর্ব্বনিবাস ত্যাগে দক্ষিণ দেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল? এই উক্তি দুর্ব্বলের সবলের সঙ্গে না পারিয়া খেদ সূচক অভিশাপ বৈ আর কি হইতে পারে। ইরাণীয়গণ যথায় পলাইয়া আসেন, তথায় শান্তিতে যবোৎপাদন করিয়াছিলেন ও আপনাদের পূর্ব্বপরাজয় ও শস্যের অপচয় ইত্যাদি স্মরণ করিয়া প্রথমে বর্ণিত উক্তি করিয়াছেন, ইহা সহজে বোধগম্য। শীত প্রধান উত্তর দেশে দেবপক্ষ আর্য্যগণের এইরূপ যব উৎপন্ন হইতেছে না তাহাই তাঁহারা ক্ষোভিত ও পরিতপ্ত হইবে নিশ্চয়ে এরূপ উক্তি করা হইয়াছে। জেন্দাবস্তায় অন্য এক অংশে আছে যে **Zarathustra asked Ahurmazda O! thou all knowst Ahurmazda should I urge upon the godly man should I urge upon the wicked Deva worshipper who lives in sin that they have once to leave behind there the earth made by Ahurmazda and Ahurmazda answered—Thou shouldst, O holy Zarathustra**

অর্থাৎ জারাথুস্ট্র (প্রিয়তম ত্বষ্টা) যিনি অসুর বরুণের পূজকদল পুষ্ট

করত মহিমান্বিত হইতে যত্নশীল) অহুরমজ্দ ("অসুরো মহদ্" বরুণ যাহাকে অসুরোপাসকগণ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া জানিত) কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সর্ব্বজ্ঞ অহুরমজদ্ আমি কি ঈশ্বরপরায়ণ মনুষ্যকে বলিব আমি কি পাপরত দুষ্ট দেবোপাসকদিগকে বলিব যে তাহাদিগকে একবার অসুরসৃষ্ট পৃথিবী পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অহুরমজদ্ বলিলেন "হে পবিত্র জরাথুষ্ট্র ইহা তোমার কর্ত্তব্য।" এই উক্তিতে দেবদ্বেষ প্রকাশ থাকিলেও ইহা ধর্ম্মপ্রচারকের মৃত্যুর পর পরলোক স্মরণ করাইয়া ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করাইবার উক্তি মাত্র। জেন্দাবস্তের দশম ফারগার্ডএ আর একটী উক্তি আছে তাহার অনুবাদ—

"আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে নাঙ্গতাকে এই গৃহ হইতে এই গ্রাম হইতে এই নগর হইতে এই দেশ হইতে এই পবিত্র অখণ্ড পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দেই।" অন্য এক অংশে আছে—

Thus Zarathustra answered Angro Manyus. I will smite the creation of the Devas I will smite the Nasu a creature of the Deva. Zarathustra chanted aloud—They run away, the wicked, evil doing Devas, they run away casting evil eye, the wicked evil doing Devas. Down are the Deva worshippers the Nasu made by the Deva.

অর্থাৎ জারাথুষ্ট্র আঙ্গিরামন্যু বা (পাপ আঙ্গিরা) কে উত্তর দান করিলেন, হে পাপকারিন্ আমি দেবতার সৃষ্টি হনন করিব। আমি সেই দেবতাপালিত পশু নাশু (নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিনীযুগল) কে হনন করিব। জারাথুষ্ট্র উচ্চৈঃস্বরে গাহিলেন ক্রূর অনিষ্টকারী দেবতারা পলায়ন করুক, ক্রূর অনিষ্টকারী দেবতাগণ কুদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পলায়ন

করুক। দেবোপাসকেরাও দেবতাগণের স্থাপিত নাম্ন নিরস্ত হউক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে দেখা যায় অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অন্ন সম্পাদনে ইন্দ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন। অঙ্গিরস কুৎস, ইন্দ্র সাহায্যে শত্রুগণসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ মণ্ডলের ৬২ সূক্তে অঙ্গিরা ঋষি ও তৎপুত্র বৃহস্পতির সাহায্যে ইন্দ্র অসুরকে বধ করেন। ১০০ সূক্তে ইন্দ্রকে "অঙ্গিরসত্তম" অঙ্গিরাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা বলা হইয়াছে। কাজেই অসুরচক্ষে অঙ্গিরা মন্যু বা পাপরূপে কল্পিত হইবেন ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। জেন্দাবস্থে অন্যত্র মজদ উপাসক দলভুক্ত হইতে প্রবেশকালে যে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত তাহার মর্ম্ম এই :—

Confession of the Mazdayasnious I drive the Devas hence I confess as a Mazda-worshipper of the order of Zarathustra, estranged from the Devas devoted to the Ahurmazda. I am wholly without doubt in the an-nahilation of Hell and Ahriman and the Devas that Ahurmazad will at last be victorious and Ahriman will perish together with Devas and the offshoots of Dark-ness.

অর্থাৎ জারাথুষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত মাজদা পূজকস্বরূপ দেবগণের সংশ্রব রহিতে অসুরমজদে ভক্তিমান্ হইতে স্বীকার করি। আমি নরকের অহ্রিমনের (ইন্দ্র বা তৎপক্ষীয় অর্য্যমা) ও দেবগণের বিনাশ সম্বন্ধে কোন সংশয় করি না। এবং পরিশেষে অহুরমজদ জয়লাভ করিবেন এবং অহ্রিমন দেবগণসহ অজ্ঞান তিমিরান্ধ কুল বিনষ্ট হইবে। এই অংশ স্কটলণ্ডের রবার্ট ব্রুসের ন্যায় বা রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় ক্ষুদ্র পরাজিত সম্প্রদায়ের বিপক্ষ নাশের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বাক্য। যুদ্ধে জয়লাভ

করিয়া থাকিলে সম্প্রদায়ে প্রবেশের সময় উক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন থাকিত না। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় অসুরোপাসক ইরাণীয়গণই দেবোপাসক আর্য্যগণ কর্ত্তৃক স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়েন। পরে অতিরিক্ত তুষারপাত জন্যই অট্টালিকাদি ঐশ্বর্য্যত্যাগে সুসভ্য আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে মধ্য এশিয়া হইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হন। এবং তদ্ধেতুই ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে সর্ব্ববিজয়ী ইন্দ্রকে নিবাসদাতা ইন্দ্র বলা হইয়াছে। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করিলেন যে মহাদেব ও কালী অনার্য্যের দেবতা ছিলেন। আর্য্যগণ নিজ সুখ সুবিধার জন্য বীর অনার্য্যগণকে সমাজের অংশ স্বরূপে গ্রহণকালে তাহাদিগের দেবতাকে আর্য্যদের শ্রেণীভুক্ত করিয়ালন। অমনি শিক্ষিত ডেপুটী সাহেব তান ধরিলেন "অনার্য্যের মহাদেব অনার্য্যের কালী"। গোলামখানায় শিক্ষিত গোলামী কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপুরুষের পুরাতন পুস্তকাদি পাঠে এ বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণে অবসর বা শক্তি কোথায়। বেদে নানাস্থানে যে বিরাট পুরুষের দ্যৌমস্তক, চন্দ্র, সূর্য্য, চক্ষু, অন্তরীক্ষ লোকদেহ, ও পৃথিবীপদবিশিষ্ট শুভ্র, শুদ্ধ, বুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় বিরাট বৈশ্বানরের বর্ণনা আছে, তিনি যে দেবাদিদেব মহাদেব পাশ্চাত্যমতে তাহা কুসংস্কারমূলক লিপী থাকায় স্বাধীন উপলব্ধির প্রয়াশ নিষ্প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। মহাদেবের শরীর সর্পভূষিত ও নীলকণ্ঠ ইহাই অনার্য্যত্বের বিশেষ পরিচায়ক। ঐ বিরাট পুরুষের কণ্ঠের স্থান দ্যৌ লোকের নীচে অবস্থিত। আকাশের নীলিমা উক্ত বিরাটের কণ্ঠস্থ নীলিমা সর্প বা অহি মেঘ বাচক। তাহা বেদের বহুস্থানে প্রয়োগ আছে, এবং যাস্কের নিরুক্ততে লিখা আছে। অন্তরীক্ষস্থ অহি বাচক বিচিত্র মেঘরাশি উক্ত বিরাটের অঙ্গের ভূষণ। ইহা অনুধাবন করিলে মহাদেবকে অনার্য্যের বলা চলে না। অপর কালী বিষয়ে সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষ বাদ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া কালীতে সমাবিষ্ট। শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শুভ্র, নিষ্ক্রিয় শববৎ

২

মহাদেব বা ব্রহ্মের সংস্পর্শে তমোময়ী মায়া জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়-কারিণী।

"কার্য্যকারণ কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" তাহা ব্রহ্ম সংস্পর্শে। "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং" বাক্যে গীতায় প্রকাশিত। গীতার এই প্রকৃতিপুরুষ বাদ সহ "অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং" সেই অগ্নি, যাহার সপ্ত জিহ্বা সংহিতা ও ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধ আছে এবং তন্মধ্যে কালী ও করালী জিহ্বাদ্বয় প্রথমেই উক্ত বটে (শ্রুতিতে বলে লেলায়মান-জিহ্ব-অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিলে ঐ আহুতি ফল প্রসূ হয় না)। কালীর রক্তবর্ণ লোলরসনা ঐ অগ্নির দ্যোতক বটে। ইহাতে কালী যে বৈদিক দেবতা অনার্য্যের নহে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পাশ্চাত্য গুরু ভক্তির মায়া মোহাবৃত শিক্ষিত জনগণ এই সকল কুসংস্কার মূলক বাক্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহার কারণ বেদ যে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় আপ্ত বাক্য, তাহাতে ইহাঁদের কোন আস্থা নাই। যুক্তিমূলক অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রবৎ বেদকে ও যুক্তিমূলক দৃষ্টিতে দেখা তাঁহাদিগের পণ। পাশ্চাত্যগণ বলিলেন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়াছেন। মধ্যএসিয়া তাঁহাদের আদিম নিবাস অমনি তাহা ভারতের নব্যসমাজে সমস্বরে গৃহীত হইল।

ঋগ্বেদের নানা স্থানে সমুদ্র যাত্রী ও সমুদ্রে নৌকা ডুবি এবং সপ্তসিন্ধু প্রভৃতির বর্ণনা আছে। মধ্য এসিয়ায় তাহার একান্ত অভাব জানিয়াও গুরুবাক্যে আস্থাবশতঃ কেহ তত্ত্বানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন নাই। ব্রাহ্মণ-কুলতিলক, পুরুষসিংহ স্বনামধন্য মহারাষ্ট্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলক এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া Orion and Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থদ্বয়ে মেরু দেশে বেদের জন্ম বিষয়ে সুযুক্তিপূর্ণ পুস্তকদ্বয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ণিত পাশ্চাত্যমত অশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। এ বিষয়ে Geology অর্থাৎ ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, ঋগ্বেদ ও পারসিকদিগের জেন্দাবস্থ প্রভৃতি গ্রন্থনিচয়ের সাহায্যে সুমেরু প্রদেশে মনুষ্যগণের আদিম

আবাস থাকা এবং আর্য্যগণ সেই আদিম অধিবাসী থাকা সুপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক সহজ লভ্য নহে জানিয়া তাহার যুক্তির সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল। "এই পৃথিবী সূর্য্যের একটী গ্রহ। উহা বৃহস্পতি ও শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট থাকিয়া তাঁহাকেই নিজ নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, উহাও অন্যান্য গ্রহগণ সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ বহির্গত হইয়া সূর্য্য মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। সূর্য্য বর্ত্তমান কালেও জ্বলন্ত বায়বীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। যখন পৃথিবী সূর্য্য হইতে চ্যুত হন তখন উহাও উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ ছিল। তাহা হইতে কাল বিপর্য্যয়ে শীতল হইতে হইতে বায়ুমণ্ডলও তরল পদার্থে পরিণত হয়। ক্রমে আরও শীতল হইলে তরল পদার্থের কতকাংশ পুনরায় কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। পুনরায় ঐ কর্দ্দমাক্ত পদার্থ কঠিনাকারে পরিণত হইয়াছে। আর্য্য শাস্ত্রে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে কঠিনা পৃথিবী ক্রম পরিণতিতে উৎপন্ন হয় এরূপ জানা যায়। তাহাও পাশ্চাত্য মতে প্রায় সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। পুরাণাদি বর্ণিত অবতার বাদেও ইহা ইহা কতকাংশ অনুমিত হয়। যেমন বায়বীয় অবস্থায় কোন প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু তরল বা জলাবস্থায় মৎস্যাবতার কল্পিত হন। কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় কূর্ম্ম অবতার ও প্রথম কাঠিন্যাবস্থায় বরাহাবতার ও চরম কাঠিন্যাবস্থায় নৃসিংহাদি অবতারের বর্ণন পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ব শাস্ত্রানুসারে পৃথিবী প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত জীবগণের বসতি স্থানের উপযুক্ত হন। এবং তথায় নরজন্ম প্রথম সংঘটিত হয়। তাঁহারা উত্তর মেরুর সন্নিহিত স্পিজবার্গেন দ্বীপ ও সাইবিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের ভূগর্ভ বিদারণ করিয়া স্তরে স্তরে যে সমস্ত সামগ্রী পাইয়াছেন, তাহা উত্তর মেরুতে নরের* আদি নিবাস মত বাদের সমর্থক। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ছয়মাস দিন ছয়মাস রাত্রি; বহুদিন ব্যাপিনী

বিচিত্রা উষা ; সূর্য্যাদির মেরুর চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন ; এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান যাহা বর্ণিত আছে, তাহা মেরু সন্নিহিত প্রদেশের বসতকারী ব্যক্তিগণের উক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। ঋগ্বেদের সকল শাখার পুস্তকাদি পাওয়া যায় না, এজন্য তুষার পাতাদির বিশেষ বিবরণ দেখা যায় না, কিন্তু জেন্দাবস্থে উত্তরদিকে তুষার পাতের বর্ণনা আছে। সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রে জাহাজ ডুবি, এবং বহু নদীর বিদ্যমানতা, যাহা পাওয়া যায় তাহা উত্তর মেরুতেই সম্ভবপর। পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতে শীতলতর হইতে থাকিলে নাতিশীতোষ্ণ মেরুদেশ ক্রমে শীতলতর হইয়া তুষারাবৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব শাস্ত্রে এইরূপ দুইবার তুষার পাতের বিবরণ পাওয়া যায়। জেন্দাবস্থে মেরুদেশেরও তুষার পাতের যে বিবরণ আছে তাহা ইংরেজী অনুবাদ হইতে কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Who spread the Aurorus, the noon tides and midnight monitor to the discerning man.

And Ahurmazda spoke unto Yim saying—O fair Yima son of Vivanghata upon the material world, the fatal winters are going to fall that shall bring the fierce, foul frost, that shall make snow flakes fall thick even an arduous deep on the highest tops of mountains. And all the three sorts of beasts shall perish ; those that live in the wilderness and those that live on tops of mountains and those that live on the bosom of the dale under the shelter of stables.

অর্থাৎ এই উষা সকলকে মধ্যাহ্নের জোয়ার ভাটা, মধ্য রাত্রি (ছয় মাস রাত্রি জন্য মধ্য রাত্রির উল্লেখ দেখা যায়) প্রভৃতি যাহা ধীরগণের উপদেশক তাঁহাকে বিস্তার করিল। অহুরমযদ আরও যমকে বলিলেন হে বিভঙ্গত

(বিবস্বত) পুত্র, রূপবান জীন! এই পার্থিব জগতে ভয়াবহ দুরন্ত তুষার পাত সমন্বিত হইয়া সাংঘাতিক শীত ঋতু সকল আসিতেছে, যাহাতে এক আড়ি পরিমাণ গভীর তুষার দ্বারা পর্ব্বতশিখরাদি সমাচ্ছন্ন হইবে, এবং তজ্জন্য অরণ্যে কি উষরক্ষেত্রে, পর্ব্বতশিখরে, বা উপত্যকা ভূমিতে গৃহ-পালিত যে তিন প্রকার জন্তু আছে সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে"। পারসীকগণের জেন্দাবস্থ গ্রন্থ ঋগ্বেদের প্রায় সমসাময়িক বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কি ভারতবর্ষ, কি ইরানদেশ অন্তঃশত্রুর আক্রমণে পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত হওয়ায় বহুশাস্ত্রগ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, এজন্য ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা অসম্ভব। আর্য্যগণের মেরুবাসের একটী প্রমাণ—"রুদ্রযত্তে দক্ষিণ মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" এই মন্ত্র। অর্থাৎ দীর্ঘ ছয় মাস রাত্রিতে অবস্থিত আর্য্যগণ উত্তর মেরুতে দৃশ্যমান উদীচ্য প্রভার (Aurora-borialis) আলোকে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া দক্ষিণ দিকে স্থিত সূর্য্যের আলোকের জন্য ত্রিনেত্র রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। রুদ্রের এই দক্ষিণ চক্ষুই জগতের স্থিতি কারণ। এরূপ বহু বহু প্রমাণের উপর তিলক মহারাজ তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। রাজবিপ্লবাদিজনিত উৎপাতে শাস্ত্রাদিতে পর্য্যন্ত কিরূপ গোলযোগ বাধিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া সঙ্গত বোধে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

বৃহদারণ্যকে অগ্নি পৃথিবী বায়ু অন্তরীক্ষ আদিত্য দৌ চন্দ্রমা ও নক্ষত্রকে অষ্টবসু বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ ত্রিলোক ও তদধিষ্ঠিত দেবতাত্রয় এবং তৎসমজ্যোতিষ্ক চন্দ্রমা ও নক্ষত্ররাজি বসুগণ।

মহাভারতে এক স্থানে—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনল, অনিল, প্রভুষ ও প্রভব, অন্য স্থানে ভব, বিষ্ণু প্রভুষ ও প্রভব স্থানে ধর, অহঃ, প্রত্যুষ ও প্রভাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ একাদশ রুদ্র সম্বন্ধে দেখা যায়—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দশপ্রাণ অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় ও আত্মা অর্থাৎ মন এই একাদশ রুদ্র। এবং তাহাতে যুক্তি দেওয়া আছে এই সকলের উৎক্রমণে আত্মীয়

স্বজনের রোদনের কারণ হয় তাই রুদ্র। মহাভারতে অজ, একপাদ, অহি-ব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ, ঈশ্বর এই একাদশ রুদ্র। পুরাণান্তরে অন্য প্রকার নাম দেখা যায়। ঋষি ও রাজগণের নামে গোলযোগ দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি। ব্রাহ্মণ ভাগে বশিষ্ঠ অত্রি ভরদ্বাজ জমদগ্নি বিশ্বামিত্র গোতম কশ্যপ বিরাটের অঙ্গরূপে বর্ণিত। অন্যান্য, আঙ্গিরস বৃহস্পতি ঋষিগণ প্রাণাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাভারতে সপ্তর্ষি তারাপুঞ্জে পরিণত এবং তাহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র। ঋগ্বেদে সপ্তর্ষির প্রত্যেকই এক এক মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং গোত্রপতি। পুরাণাদিতে বশিষ্ঠ ও নারদের দুই তিন জন্ম স্বীকৃত। যোগ-বাসিষ্ঠে বহু বসিষ্ঠ ও ৩২ জন ব্যাসের নামোল্লেখ আছে। বিষ্ণু পুরাণেও বহুব্যাসের উল্লেখ আছে। গোতম অপত্য গৌতম বহুব্যক্তির নাম দেখা যায়। যেমন বামদেব ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি গৌতম। ন্যায়দর্শনের প্রণেতা গৌতম। স্মৃতিকার গৌতম। গৌতমবুদ্ধ, গৌতম কৃপাচার্য্য ইত্যাদি। কপিল প্রাচীন ঋষি সাংখ্যসূত্রকার, তাঁহার বিষয় মহাভারতে বনপর্ব্বে অগ্নি অবতার কপিল, সগর বংশ ধ্বংস করেন। কর্দ্দম পুত্র কপিল বিষ্ণুর অবতার। উদ্যোগ পর্ব্বে মহর্ষি চক্রধনু সূর্য্যপুত্র তিনি সগর বংশ ধ্বংসী কপিল বলিয়া বর্ণিত। মনুবিষয়ে স্বায়ম্ভব, বৈবস্বত ও সাবর্ণি মনুর বিষয় বহু শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে নবম মণ্ডলের এক সূক্তে মহারাজ সম্বরণ তনয় মনু, তিনি নহুষের পিতা ও যযাতির পিতামহ। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ৭৫ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনু, নহুষের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। মহা-ভারতের আদি পর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে সম্বরণ যযাতি হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ অন্তরে স্থিত, তিনি কুরুর পিতা। যযাতির পিতামহ পুরুরবাপুত্র আয়ু মনু নহেন। ৯৫ অধ্যায়ে সম্বরণ যযাতি হইতে ২৭ পুরুষ নীচে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভাগবতে নহুষ বা যযাতি সূর্য্যবংশীয় নহেন তাঁহারা অত্রি তনয় সোম বা চন্দ্রবংশজাত। সম্বরণ কুরুর পিতা যযাতির অধস্তন ২৪

পুরুষে স্থাপিত। পরীক্ষিত নামা বহু নরপতি সূর্য্য ও চন্দ্রবংশে আছেন। ব্রাহ্মণাংশে যে অশ্বমেধযাজী পরীক্ষিতের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা অভিমন্যু তনয় নহে ইহা বলা বাহুল্য। কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ তৎপুত্র জনমেজয়। ব্রাহ্মণাংশে এক কৃষ্ণ দেবকীপুত্র তিনি মহর্ষি কণ্বের পিতা ঘোর শিষ্য। এই ঘোর মহর্ষি আঙ্গিরস তনয় ঋগ্বেদের অষ্টম ও দশম মণ্ডলের ঋষি। সর্ব্বস্বীকৃত মতে কৃতযুগেজাত, ইনি মহাভারতের দেবকীপুত্র নহেন। কারণ উক্ত কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বক্ অষ্টমমণ্ডলের ঋষি। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ নামে এক দস্যু আর্য্যগণের সঙ্গে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন দেখা যায়। অত্রি বংশেও এক কৃষ্ণ পাওয়া যায়। অনেকে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ ও মহাভারতের পার্থ সারথি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যিনি মহর্ষি উদ্দালকারুণির শিষ্য বলিয়া বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পাওয়া যায় এবং যাহাকে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দৈবরাতি বলিয়া লিখিয়াছেন তিনি খৃষ্টের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের। কারণ শুনঃশেফ যিনি দেবরাত রূপে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে গৃহীত হন, তিনি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক, কৃত যুগের লোক। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায় বিশ্বামিত্রের পুত্র গণনায় দেবরাতের ভ্রাতা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বর্ণিত হইয়াছেন— "যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাত স্তথাস্থূনো মহাব্রতঃ।" জন্মেজয়ের সর্পসত্রে মহর্ষি মহাভারত বক্তা ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মাত্র খৃষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন। উহা কলিকালের ঘটনা। উভয়ের মধ্যে ২০০০ বৎসর অন্তর। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ৩২ অধ্যায়ে এক যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের অধ্বর্য্যু ছিলেন বর্ণিত আছে। ইহাকে সর্পসত্রের বক্তা বলা সুকঠিন। কারণ শ্রুতিতে "শরদং শতম্," "শতং হিমঃ" ইত্যাদি বাক্যে মনুষ্যের আয়ুঃ শত বৎসর নির্ণয় করায় কথক কথিত পুরাণাদি বর্ণিত দীর্ঘায়ু বিশ্বাসযোগ্য নহে। উহা শ্রুতিবিরোধী। যাজ্ঞবল্ক্য যিনি

যোগশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন তিনি কোন যাজ্ঞবল্ক্য তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

স্মৃতিকার যে অর্ব্বাচীন, তাহা উক্ত স্মৃতিই প্রমাণ দেয়। উক্ত গ্রন্থে ২০ জন স্মৃতিকর্ত্তার নাম থাকা ও উহাতে পুরাণ ন্যায়, মীমাংসা ও ভাষ্যের উল্লেখ থাকায় এবং পৌরাণিক দেবতা বিনায়ক অম্বিকা গ্রহাদি পূজন গজচ্ছায়া ইত্যাদির বিধি থাকায়; উহার অর্ব্বাচীনত্ব অবধারিত হয়। মহাভারতের আস্তিক পর্ব্বে ৫৩ অধ্যায়ে মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের পিতার নাম বিষ্ণুরাত থাকা দৃষ্ট হয়। শাঙ্করভাষ্যে দৈবরাতি থাকায় পিতার নামে পার্থক্য দেখা যাইতেছে। ঋগ্বেদে বাদরি বাদরায়ণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা ব্যাস এমন কোন নামেরই উল্লেখ নাই। এ সমস্ত পৌরাণিক যুগের কথা। কালক্রমে শৃঙ্খলসূত্র বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, বর্ত্তমানে কোন বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কেবল নামাদি বিষয়ে গোলযোগ ঘটিয়াছে তাহা নহে, শব্দার্থেও বহু গোলযোগ ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে গোশব্দের যেরূপ অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল। গম্+ডোস্=গোশব্দ নিষ্পন্ন। যাহা গমন করে তাহাই গোশব্দ বাচ্য। উহা কেবল প্রাণীমাত্রকেই বুঝাইত এমন নহে, গমনশীলতা জন্য সচলা পৃথিবী, সূর্য্যরশ্মি ব্রহ্মে গমনশীল, বেদান্ত মহাবাক্য ইত্যাদিরও বাচক বটে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৫৫ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে "গবাম্" এই শব্দের অর্থ উদকানাং ৬।৩৫।২ "গোষু" এই শব্দের অর্থ অভিগন্তৃষু শত্রুষু ১।১৯।১ গোপীথায়=সোমপানায়। ৭।১৮।১০ পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নিবর্ণ মরুদ্গণের অশ্বগণ। ৬।২৭।৭ গাবৌ=অশ্বৌ। ৮।২০।৮ গোমাতৃক=রুদ্রপত্নী পৃশ্নি। ৫।৬২।৩ গাঃ পিন্বতম্=গবাশ্বাদীন্ বর্দ্ধয়ত। গো পৃথিবী, তাহাকে চতুর্থাশ্রমী সর্ব্বদা পদ দ্বারা হনন করিয়া অনিকেত অবস্থায় ভ্রমণশীল থাকিতেন এজন্য তাঁহারা গোঘ্ন বলিয়া অভিহিত। অতিথি শব্দও ন বিদ্যতে, দ্বিতীয়া তিথি সঃ অতিথিঃ অর্থাৎ ভ্রমণশীল সাধু

এই ব্যুৎপত্তিতে গোঘ্ন শব্দের প্রতি শব্দ অতিথি রমতা সাধু বাচক। ইদানীন্তন কালে অনেকে গোঘ্ন শব্দের কদর্থ করিতেছেন। তাঁহারা এই শব্দ দ্বারা হিন্দুগণের গো বধের নিয়ম ছিল বলিতে চাহেন। উহা যে ঠিক নহে তাহা ঋ ১০।৮৭।১৬ অঘ্ন্যা শব্দ গো অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থাৎ যাহা হননের অযোগ্যা। ঋ ১।৬৪।১০ বৃষখাদয়ে= সোমপানায় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল শ্রুতির উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থ করিলে তৎ তৎ স্থানে অর্থ অসংলগ্ন হইবে। গোভির্বেদান্ত-বাক্যৈ বিন্দতে ইতি গোবিন্দঃ মুক্তিদায়কঃ। গো শব্দ পরে পশুবাচক হইয়াছিল, ইদানীং উহা "গোত্বং গলকম্বলত্বং" চিহ্নিত গো জাতিতে রুঢ়ি হইয়াছে। অসুর শব্দেরও এইরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মেঘবাচী অহি শব্দে এখন সর্পমাত্রই বুঝায়। এইরূপ বহু শব্দ অর্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষাসহ মিশ্রন, বিভিন্ন দেশীর আগমন, সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ইত্যাদি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে। শব্দ বিকৃত অপেক্ষা ইতিবৃত্তাদি আরও বেশী বিকৃতি ঘটিয়াছে। উপমা, রূপক, অলঙ্কার প্রশংসা নিন্দা ইত্যাদি সূচক বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আবার সত্য ঘটনাও রূপকাদিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাত্য ও স্ত্রী শূদ্রাদির বেদে অধিকার না থাকায়, তাহারা কথক মুখে শাস্ত্রীয় শাসন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ইত্যাদি বিষয় জ্ঞাত হইত। কথকতা সূতাদি নিম্নস্তরের ব্যক্তিরাও বাচন করিত। তাহাতে এরূপ বিষম পরিণতি ঘটিয়াছে। যেমন উপনিষদে দেহকে রথ, তাহাতে আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন রশ্মি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সকল রথ পন্থা বলা হইয়াছে এবং আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হ্রস্ব বা বামন বলা হইয়াছে। এই রথস্থ বামনরূপী আত্মাকে দর্শন করিলে যে পুনর্জন্ম হয় না, ইহা শ্রুতি সম্মত। অস্মদ্দেশে "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম না বিদ্যতে" এই বাক্যটী আবালবৃদ্ধবনিতা মুখে শ্রুত হয় এবং তজ্জন্যই কাষ্ঠময় রথে

কাষ্ঠময় দেববিগ্রহ দর্শনের জন্য শত সহস্র লোকে রথের মেলায় উপস্থিত থাকেন। ইঁহাদের বিশ্বাস এইরূপে বামন দর্শনে পুনর্জন্ম হইবে না। ইহা পৌরাণিক কথকতার ফল। আত্ম দর্শনই যে ঐ বাক্যের একমাত্র উদ্দেশ্য তাহা সকলেই বিস্মৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনের রাসলীলা সম্বন্ধে কেহ বলেন উহা রূপক। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত পূর্ণচন্দ্র কৃত্তিকা অনুরাধা বিশাখা ইত্যাদি উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিবেষ্টিত হন, তাহাই রাস-লীলা। অন্যে হৃদি বৃন্দাবনে, ভক্তি রাধা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে মন বুদ্ধ্যাদি সহকার জীব রূপ রাধার পরমাত্মার মিলন বই আর কিছু নহে। বেদে আত্মাকে সুপর্ণ বলা হইয়াছে। কারণ তিনি বিবেক বৈরাগ্য পক্ষভরে পরমাত্মায় গমন করেন। শ্রুতিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গণকে দেব বলা হয়। সংসারে জীব আত্মার ব্রহ্মরূপ অমৃত লাভে বহির্মুখ ইন্দ্রিয়রূপী দেবগণই বিরোধী। সে ইন্দ্রিয় দেবগণের বাধা অতিক্রম করিয়া সুপর্ণ জীবাত্মা ব্রহ্মামৃত লাভ করেন। ইহার স্থানে সূত কথিত গরুড়ের অমৃতহরণ গল্প সৃষ্টি হইয়াছে এবং ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে মহাভারত ও পুরাণাদি প্রচলিত আছে তৎসমস্তই সূত নামক কথক শ্রেণীয় লোকের উক্তি। কথকগণ নিজ স্মৃতি বুদ্ধি অনুযায়ী উহা বিবৃত করিয়াছেন। মহাভারতের কাশীরাম দাসের উক্তি ও রামায়ণের কৃত্তিবাসের বা তুলসীদাসের উক্তির সহিত মূলে যে অনেক অনৈক্য আছে তাহা পাঠকবর্গের সুবিদিত। শ্রীমদ্ ভাগবতের ১।৩।৪৪ শ্লোকে লিখিত আছে—"তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষে ভূ রিতেজসঃ। অহঞ্চাধ্যগমং তত্র নিবিষ্ট স্তদনুগ্রহাৎ। সোঽহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথা মতি"। অর্থাৎ সূত জাতীয় লোমহর্ষণ বলিতেছেন যখন অমিয় তেজ সম্পন্ন শুকদেব রাজা পরীক্ষিতের নিকট ভাগবত কীর্ত্তন করেন, তখন আমি তাঁহার অনুগ্রহে তথায় প্রবিষ্ট হইয়া অবহিত মনে সমস্ত শুনিয়াছিলাম, সেই শ্রুতি বিষয় নিজ বুদ্ধি অনুসারে

বর্ণন করিতেছি। উক্ত গ্রন্থে উক্ত স্কন্দে ৪।২৫ শ্লোকে আমরা দেখিতে পাই—

"স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ। কর্ম্মশ্রেয়নিস মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ॥ ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।" অর্থাৎ নিন্দিত, ব্রাত্য দ্বিজ, শূদ্র ও স্ত্রীজাতির বেদ শ্রবণে অধিকার নাই এই বিবেচনায় মহর্ষি ব্যাস তাঁহাদের হিত সাধনায় মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

যাহা বেদানভিজ্ঞ মূর্খ ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীশূদ্রাদির জন্য প্রণীত, তাহাতে বর্ত্তমান আকারের বেদান্ত সাংখ্য যোগ, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি সমন্বিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান মহাভারত প্রভৃতিতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী বিদ্বন্মণ্ডলীর কেহ কেহ ইহাকে সার্ব্বজনীন করিবার জন্য ইহাতে নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন। মহাভারতকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই; প্রথম ইহা ২৪০০০ শ্লোকময় ছিল। বর্ত্তমানে উহাতে ৮৪৮১১ শ্লোক পাওয়া যায়।

মহাভারতের এক শ্লোকে মহাভারত কোন সময়ে লক্ষ শ্লোকময় হইয়াছিল বুঝা যায়। বর্ত্তমানে তাহা হইতে কম পাওয়া যায়। তাহাও মূলের তিনগুণ অধিক। মহাভারতের অনুক্রমিকা নামে এক অধ্যায় আছে। তাহাতে কোন্ পর্ব্বে কত অধ্যায় ও শ্লোক আছে তাহা নির্দ্দেশিত আছে। ঐ অধ্যায় লিপি হওয়ার পর মহাভারতের কলেবর কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা এইরূপ :—আদি পর্ব্বে ২২৭ অধ্যায় স্থলে ২৩৪ অধ্যায় অর্থাৎ ৭টী অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সভাপর্ব্বে এক অধ্যায়, বনপর্ব্বে ৪৫ অধ্যায়, বিরাট পর্ব্বে ৭ অধ্যায়, উদ্‌যোগ পর্ব্বে ৯ অধ্যায়, ভীষ্মপর্ব্বে ৫ অধ্যায়, দ্রোণপর্ব্বে ৩১ অধ্যায়, কর্ণপর্ব্বে ২৭ অধ্যায়, শল্যপর্ব্বে ৬ অধ্যায়, শান্তিপর্ব্বে ২৬ অধ্যায়, অনুশাসন পর্ব্বে ২২ অধ্যায় অতিরিক্ত পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্রাট ৺স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কেহ কেহ মহাভারতের ১৮ অধ্যায়াত্মক কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ নামক

গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলেন। তাঁহাদের উক্তির সমর্থন জন্য তাঁহারা এই সকল যুক্তির আশ্রয় নিয়াছেন।

আচার্য্য দ্রোণের প্রিয়শিষ্য ও বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রাদি বিশারদ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যূন ছয় বৎসর পূর্ব্বে বিনা যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধন হইতে রাজ্য ফিরাইয়া পাইবেন না এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগে তপস্যা দ্বারা অমোঘাস্ত্র লাভার্থ নিবিড় বনে গমন করেন। এবং পাঁচ বৎসর কঠোর তপস্যার ফলে মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণ হইতে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ ব্যতীত তপস্যায় যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ইহাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে হইবে জানিয়াই এই কঠোর তপশ্চর্য্যা। তখনও গুরুবধে অনুৎসুক নহেন। বিরাটের গোগৃহ লুণ্ঠন ব্যাপারে গুরুগণ সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যুদ্ধার্থ সমস্ত ভারতীয় রাজন্যের সহায়তা প্রার্থী হন। যদুগণ উভয় পক্ষ তুল্যবোধ করেন জানিয়া নিজে তথায় গমন পূর্ব্বক সাত্যকি ও কৃষ্ণকে পক্ষ করিয়া লইয়া আসেন। কৃষ্ণের দৌত্য অসাফল্য হইলে গুরুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেই হইবে এবং উভয় পক্ষীয় আত্মীয়স্বজনের হানি ঘটিবে ইহা নিশ্চিৎ বুঝিয়াই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হন। তাঁহাদিগের মাতা কুন্তী “বিদুলাসৃঞ্জয়সংবাদ” নামক সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা শুনাইয়া কৃষ্ণমুখে পুত্রগণকে যুদ্ধার্থ উৎসাহিত করেন। কৃষ্ণ-মুখে মাতৃ আজ্ঞা শ্রবণ ও কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টা জানিয়া ভীম-অর্জ্জুনাদি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অবধ্য গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধ করিয়া কি প্রকারে রাজ্য লাভ হইবে এবং যুদ্ধের ফলেরই বা নিশ্চায়কতা কি এই প্রশ্নোত্তলন করেন। তদুত্তরে অর্জ্জুন অতঃপর সমরে নিবৃত্ত থাকা কাপুরুষতা ইত্যাদি ভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করেন ও বাসুদেব কৃষ্ণ স্মিত মুখে অর্জ্জুনের বাক্য সমর্থন করেন ইত্যাদি উদ্‌যোগ পর্ব্বে ১৫১ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তৎপর ১৫৫ অধ্যায়ে ভীষ্মকপুত্র রুক্মি তপস্যা দ্বারা “বিজয়”

নামক অস্ত্র লাভ করিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ পাণ্ডবশিবিরে আগমন করত পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলেন এবং তাঁহার সহায়তা ব্যতীতই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন এমন কথা প্রকাশ করেন। তাহাতে রুক্মি সৈন্য সহ চলিয়া যান। মহারাজ দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার বিরুদ্ধে সপ্ত অক্ষৌহিণী মাত্র সেনা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন এমন সময়ে এক অক্ষৌহিণী সেনার সাহায্য পরিত্যাগে যুদ্ধে অর্জ্জুনের কৃতনিশ্চয়কতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এবং স্মরণ রাখিতেই হইবে যে এই অক্ষৌহিণী অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। অন্য ভ্রাতৃগণের নীরবতা ভেদ করিয়া যে অর্জ্জুন উক্ত তর্জ্জনবাক্যে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রত্যাখ্যান করেন, সেই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন পরদিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে গলদঘর্ম্ম হওয়া সম্ভবপর কিনা বিবেচ্য। তৎপর ১৫৯ অধ্যায়ে মহারাজ দুর্য্যোধন প্রেরিত উলুক সংবাদেও আমরা দেখি অর্জ্জুন বলিতেছেন "যাও—বলিও, কল্য যুদ্ধ উপস্থিত করিতে বিলক্ষণ সম্মত আছি।" অতঃপর গীতায় রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণ-সমীপে উভয়পক্ষীয় যোদ্ধার নাম করিতেছেন। যখন ১৬২ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে দুর্য্যোধন স্বয়ং উহা ভীষ্মের নিকট শুনিতেছেন, তখন তুল্য যোদ্ধা বৃদ্ধ দ্রোণের ঐ সকল জানা থাকায় অনুমিত হয়। তৎপর ভীষ্মপর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ যুধিষ্ঠির বিপক্ষ সৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া বার্হস্পত্য নীতিশাস্ত্র স্মরণ করাইয়া অর্জ্জুনকে নিজ সৈন্য ব্যূহিত করিতে বলিলে অর্জ্জুনও নিজ সৈন্য ব্যূহিত করিলেন। উদযোগ পর্ব্বের ২১ অধ্যায়ে দেখা যায়—সৈন্য ব্যূহিত করিয়া অর্জ্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া আশ্বাস বাণী বলিতেছেন—ভয় কি যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়ী হইব ইত্যাদি। তৎপর ২৩ অধ্যায়ে অর্জ্জুন দেবীর স্তুতি করিলেন ও দেবী প্রত্যক্ষ ভূতা হইয়া যুদ্ধে জয় হইবে এই বর দিয়া অদৃশ্যা হইলেন। তৎপর অর্জ্জুন যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া রথারোহণ করিলেন। আরও দেখা যায় অর্জ্জুনের রথারোহণের পর যুধিষ্ঠির যখন নগ্নপদে

ভীষ্মকে অভিবাদন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় অর্জ্জুন মনে করিলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভয়ে আত্ম সমর্পণ করিতে বা যাইতেছেন—তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে দ্রুতপদে অবতরণ করতঃ যুধিষ্ঠিরের বসন ধরিয়া কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মাদিকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন শুনিয়া তিনিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি যুক্তির অবতরণ দেখা যায়। এত ঘটনার পর রথে উঠিয়াই চিত্ত বিভ্রম হওয়াটা কেমন কেমন বোধ হয় না কি? যুধিষ্ঠির হইলে কিছুই বলিবার ছিল না। সে যাহাই হউক প্রাচীন বিষয়ে বলিতে গেলে অতিশয় সশঙ্কিত অবস্থায় চলিতে হয়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির জীবনী লিখিতে বহু ভ্রম হওয়া সম্ভব। এই সব বিবেচনায় সুধীগণ নিজগুণে ক্রুট মার্জ্জনা করিবেন যদি কাহারও এই পুস্তক পাঠে কিছু ফল হয় তাহা হইলে ভ্রম সার্থক মনে করিব।

যে প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষির চরিত্র আলোচনা করার জন্য এই গ্রন্থের সূচনা তাঁহার নাম মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম, যেমন অরুণ উদয়ের পর সূর্য্যোদয় হয় তেমনি অরুণ ঋষির ঔরসে জ্ঞানসূর্য্য আরুণি ভারত গগনে উদিত হন। ইনি যে গৌতম বংশে অলঙ্কৃত করেন আমরা সেই গৌতম বংশের নিকট বহু বিষয় লাভ করিয়াছি। মহর্ষি বামদেব যিনি ঋগ্বেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যেরও দ্রষ্টা তিনিও গৌতম। ন্যায়দর্শন প্রণেতা অক্ষপাদ গৌতম। সুপ্রসিদ্ধ সত্যকাম জাবালের গুরু হরিদ্রুমত্ব গৌতম। সুবিখ্যাত স্মৃতি-কারও গৌতম। অহল্যাপতিও গৌতম। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অন্যতম মহারথী শারদ্বান কৃপাচার্য্য গৌতম। কঠোপনিষদের শ্রোতা নচিকেতাও গৌতম। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শ্রোতা শ্বেতকেতু গৌতম। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বহুস্থানে এই মহামুনি উদ্দালকারুণির বিষয় বর্ণিত আছে। তাহা ক্রমে দেখাইতে

ইচ্ছা রহিল। ইঁহার পিতা অরুণ বীতহব্য তনয় ঋগ্বেদের ১০।৯১ সূক্তের ঋষি। তিনি যে ব্রহ্মবিৎ ছিলেন তাহা আমরা ছান্দোগ্যে ৩।১১।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"তদ্ হ এতদ্ উদ্দালকায় আরুণায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ" অর্থাৎ সেই এই ব্রহ্ম উপনিষৎ জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালককে পিতা প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল, তাহা বৃহদারণ্যকে ৬।২।৬ মন্ত্রে শ্বেতকেতু-পাঞ্চালরাজ জৈবলি-প্রবাহন-সংবাদে পাওয়া যায়। যথা—

"স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্ বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি। স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যা পাত্তং গো অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিদানস্য"।

অর্থাৎ পাঞ্চালরাজ বলিলেন দৈবী ধন বিস্থাবর না চাহিয়া মানুষী ধনাদি বর প্রার্থনা করুন। তদুত্তরে ঋষি বলিলেন আপনি ত জানেন মানুষীবরে আমার প্রয়োজন নাই; কারণ সুবর্ণ গো অশ্ব দাসী পরিবার ও পরিধেয় বস্ত্রাদি আমার যথেষ্টই আছে। ইহাতে বোধ হয় ইঁহার নিবাস পাঞ্চালদেশেই ছিল। নতুবা রাজার জানা সম্ভবপর হয় না। বিশেষ পরের মন্ত্রে রাজা বলিতেছেন "স হোবাচ তথা ন স্বং গৌতমমাপরাধা স্তবচ পিতামহাঃ"। অর্থাৎ আপনার পিতৃ পিতামহগণ যেমন আমার পিতৃ পিতামহের অপরাধ গণ্য না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন আপনিও সেরূপ আমার অপরাধ লইবেন না। ইহাতে মুনির নিবাস পাঞ্চালরাজের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান স্পষ্টীকৃত হয় (মহাভারতের আদি পর্ব্বে তৃতীয়াধ্যায়ে পৌষ্যপর্ব্বে আয়োদ ধৌম্য শিষ্য আরুণি পাঞ্চাল দেশীয় বলিয়া অভিহিত হন। কঠোপনিষদেও দেখা যায় নচিকেতার পিতা উদ্দালকি আরুণি সর্ব্বদক্ষিণ বাজস্রবা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। বহুধন না হইলে সর্ব্বস্বদক্ষিণ

বাজপেয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। "উশন্ হবৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্বাবেদসং দদৌ।" অর্থাৎ বাজশ্রবা বা বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্বধন বিতরণ করেন। উক্ত কঠশ্রুতির ১।১।১১ মন্ত্র হইতে নচিকেতার পিতা যে উদ্দালকি আরুণি তাহা সুস্পষ্ট। "যথা পুরস্তাদ্ ভবিতা প্রতীতঃ ঔদ্দালকি রারুণি মৎ প্রসৃষ্টঃ" অর্থাৎ যম কহিলেন হে নচিকেতা তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত তোমাকে দেখিয়া প্রতীত হইবেন ইত্যাদি। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শ্বেতকেতু উদ্দালক সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বমসি মহাবাক্য বিষয়ক মন্ত্র সংযুক্ত। এই শ্বেতকেতুর বিষয় মহাভারতে আদি পর্ব্বে ১২২ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পূর্ব্বকালে শ্বেতকেতু স্ত্রীগণের স্বামি ব্যতীত অপর পুরুষ গমন বিষয়ক নিষেধ বাক্য উপদেশ করেন ও তদবধি উহা প্রকৃষ্ট আচার স্বরূপে স্মৃতিতে ও সমাজে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে ৬।৩ ব্রাহ্মণে দেখা যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু। মহর্ষি অষ্টাবক্র মহর্ষি উদ্দালকের দৌহিত্র, ইনি মৈথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞে শ্বেতকেতু সহ উপস্থিত হইয়া বন্দীকর্ত্তাকে পরাস্ত্র করতঃ পিতার উদ্ধার করেন। তদ্ যথা—"তং হৈতমুদ্দালক আরুণি র্বাজসনে যায় যাজ্ঞবাল্ক্যায়ান্তে-বাসিন উক্ত্বোবাচ।" অর্থাৎ প্রসিদ্ধ উদ্দালক আরুণি নিজ শিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা উপদেশ করেন। ইঁহার জন্মকাল নিরূপণ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট সূচনা পাওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ বেদের সময় নির্ণয় এমন কি মহাভারতাদির সময়-নির্ণয় বিষয়েও ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময় নির্দ্দেশ করেন। সুখের বিষয় মহারাষ্ট্রদেশ নায়ক বালগঙ্গাধরতিলক মহোদয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্র অনুসারে গ্রহাদির সমাবেশ হইতে বেদাদির সময় নিরুপণ করিয়াছেন তাহা এইরূপ খৃঃ পূঃ ৬০০০ ছয়

হাজার বৎসর হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিবিদাদি প্রাচীন মন্ত্র কাল। ৪০০০ হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ২৫০০ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের কাল। খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত তৈত্তিরীয় সংহিতা, ব্রাহ্মণাদির কাল। খৃঃ পূঃ ১৪০০ হইতে ৫০০ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রাদির কাল। মহাভারতাদি তৎপর লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে খৃঃ পূঃ ২৫০০ ব্রাহ্মণকাল নিরূপিত গণ্য করিলে মহর্ষি উদ্দালকারুণি উক্ত ২৫০০ ও বর্ত্তমানের খৃঃ ১৯২৫ একত্রে ৪৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেন খৃঃ পূঃ ২৫০০ গ্রহণ করা যায়—তদুত্তরে বলা যাইতে পারে উদ্দালক আরুণির পিতা ঋগ্বেদের ১০।৯১ সূক্তের ঋষি ১০ দশম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডল হইতে নব্য, ইহা পণ্ডিতগণের ধারণা। মহর্ষি অরুণকে ঋগ্বেদকালের শেষ সময়ে ধরিয়া লওয়া গেল। যে সকল উপনিষদ বর্ত্তমানে বেদের কোন না কোন শাখার অন্তর্গত তৎসৃষ্ট ঋষিগণের মধ্যে মহর্ষি উদ্দালক প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকালের প্রথম ভাগে তাঁহাকে স্থাপন করা যাইতে পারে। কারণ শুক্ল যজুর্ব্বেদ যাহা বাজসনীয় সংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আখ্যাত। তদ্ যথা বৃহদারণ্যকে ৬।৫ ব্রাহ্মণ "ইমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে" মহর্ষি উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু, কাজেই তাঁহা হইতে প্রাচীন মহর্ষির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১৬১ অধ্যায় বর্ণিত লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু সহ বিবাহের প্রস্তাবে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে অলক্ষ্মী জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে লক্ষ্মীর বিবাহ হইতে পারে না বলায় বিষ্ণু দীর্ঘতপা মহর্ষি উদ্দালককে অনুরোধ করেন ও তদনুসারে উদ্দালক অলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন ও পশ্চাৎ অশ্বত্থবৃক্ষের আশ্রয়ে রাখিয়া চলিয়া যান বর্ণিত আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অতি প্রাচীন বলিয়া ইতিহাস পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। পিপ্পলাদ, আশ্ব-

লায়ন, জাবাল প্রভৃতি যে সমস্ত ঋষিগণের নাম অন্যান্য উপনিষদে পাওয়া যায় তাঁহারা কেহই যাজ্ঞবল্ক্য হইতে প্রাচীন এইরূপ বুঝা যায় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেবরাত তনয়। এই দেবরাতের অপর নাম শুনঃ শেফ। ইনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ঋষি। বৃহদারণ্যকের ৪।৩ মন্ত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "যাজ্ঞবল্ক্যো দৈবরাতিঃ" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত বলবতী ছিল। তৎসম্বন্ধে ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তাহা প্রদত্ত হইল।

কৌষিতকি উপনিষদের প্রথম ভাগে দেখা যায় গর্গ্যায়ণ বংশীয় চিত্র নামক রাজা মহর্ষি উদ্দালক আরুণিকে যজ্ঞে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। আরুণি নিজে গমন না করিয়া নিজপুত্র শ্বেত-কেতুকে ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ পাঠাইয়া দেন। শ্বেতকেতু উপস্থিত হইলে রাজাসহ কথোপকথন কালে চিত্র জিজ্ঞাসা করেন আপনি সর্ব্বজগতাত্মভূত আমাকে কোন পরিচ্ছিন্ন লোকে স্থাপন করিবেন। অথবা জগৎ হইতে ভিন্ন আমাকে বন্ধন করিয়া কোন লোকে স্থাপন করিবেন, অথবা কোথায় কোন অপরিচ্ছন্ন স্থান আছে। যথায় আমাকে স্থাপন করিতে চাহেন। শ্বেতকেতু বলিলেন আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিনা, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিব। তদনুসারে তিনি গিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষি আরুণি বলিলেন আমিও জানিনা, চল সমিৎপাণি হইয়া সেই জ্ঞানী চিত্রনামা রাজাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ বিষয় জ্ঞাত হইব। তৎপর মহর্ষি আরুণি রাজা চিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলেন ও মৃত্যুর পর কাহার কি কি গতি হয় এবং ব্রহ্মলোকগামীর, তত্র গমন কি প্রকারে হয় তদ্বিষয়ক তত্ত্ব অবগত হইলেন। ছান্দোগ্যে ৫।১১ খণ্ডে দেখা যায় উপমন্যু পুত্র প্রাচীন শাল, পৌলুষি তনয় সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবি

নন্দন ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাখ্য পুত্র জন ও অশ্বতরাশ্বি পুত্র বুড়িল এই পাঁচজন গৃহী একত্র হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া মীমাংসার্থ অরুণের পুত্র মহর্ষি উদ্দালক আত্মার বিষয় জানেন, চল তাঁহার নিকট গমন করি এই পরামর্শ করিয়া মহর্ষি সমীপে উপস্থিত হইলেন, মহর্ষি উদ্দালক এই সকল অধ্যয়নশীল সচ্চরিত্র গৃহীগণকে দেখিয়াই তাহাদের আগমন কারণ বুঝিতে পারিলেন ও মনে মনে চিন্তা করিলেন আমি ইহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইব কিনা সাহস হইতেছে না, ইহাঁদিগকে অন্য কাহারও নিকট উপদেশ লাভ করিতে বলিয়া দেই। এই সাব্যস্ত করতঃ ঋষি আরুণি তাঁহাদিগকে বলিলেন, কেকয়রাজ অশ্বপতি ব্রহ্মবিষয়ে ভালরূপ জানেন, চলুন তাঁহার নিকটেই গমন করি, এই রূপে স্থির করিয়া তাঁহারা অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন ও তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করেন। ছান্দোগ্যের ৫।৩ খণ্ডে এবং বৃহদারণ্যকে ৬।২ ব্রাহ্মণেও মহর্ষি উদ্দালকের পঞ্চাগ্নি বিদ্যা-লাভের বিবরণ বিবৃত আছে। পূর্ব্বে এই বিদ্যা রাজর্ষিগণেরই আয়ত্ত ছিল। রাজগণ পরম্পরায় উহা জ্ঞাত হইতেন, ব্রাহ্মণগণ উহা জ্ঞাত ছিলেন না। মহর্ষি উদ্দালকের প্রবল জ্ঞান পিপাসা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ মধ্যে তিনি উহা প্রথম প্রাপ্ত হন। লিখিত আছে একদা কুমার শ্বেতকেতু পাঞ্চালদিগের সভায় গমন করেন রাজা প্রবাহন জৈবালি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন কুমার তোমার পিতা তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন কি? শ্বেতকেতু বলিলেন হাঁ! দেব! পিতাই আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। তখন রাজা শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন বল দেখি—

১। প্রাণীগণ মৃত্যুর পর এই পৃথিবী হইতে উর্দ্ধ কোন লোকে প্রস্থান করে? শ্বেতকেতু বলিলেন তাহা আমি অবগত নহি।

২। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন জান কি তাঁহারা কিরূপে পুনঃ এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন? শ্বেতকেতু বলিলেন, ভগবন্ তাহাও আমি জানি না।

৩। রাজা প্রবাহন পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবযান ও পিতৃযান নামক পথদ্বয় কোথায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে? শ্বেতকেতু বলিলেন না, ভগবন্ আমি জানি না।

৪। তখন প্রবাহণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জান পিতৃ যান দ্বারা নিত্য বহুলোক চন্দ্রলোকে গমন করিলেও তাহা কেন পূর্ণ হইতেছে না। শ্বেতকেতু বলিলেন ভগবন্ তাহা আমি জানি না।

৫। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, পঞ্চ সংখ্যক আহুতি দ্বারা আহুত সোম ঘৃতাদি দ্রব্য কেমন করিয়া জীবরূপে পরিণত হয়? শ্বেতকেতু বলিলেন, না ভগবন্ তাহার আমি কিছুই জানি না।

তখন পাঞ্চালরাজ বলিলেন যদি কিছুই জানন৷ তবে কেন পণ্ডিত সভায় আসিয়া বলিলে আমি সব জানি পিতা আমাকে সব শিখাইয়াছেন। যে লোক আমার এ কয়টী প্রশ্নের উত্তর ও জানে না সে কেমন করিয়া আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করে? রাজার এই কথায় শ্বেতকেতু বড়ই ব্যথিত হইয়া গৃহে পিতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে সব বিদ্যা না করিয়াই কেন বলিয়াছিলেন তোমাকে সব বিদ্যা দিয়াছি। তুমি বেশ শিক্ষিত হইয়াছ ইত্যাদি বলিয়া পিতার নিকট পাঞ্চালরাজার বাক্যে যে ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলেন এবং পাঞ্চালরাজ পৃষ্ট সেই পাঁচটী প্রশ্নও বলিলেন। তখন মহর্ষি উদ্দালক বলিলেন আমি ইহার একটী প্রশ্নেরও উত্তর জানি না। তোমাকে কি করিয়া শিখাইব। আচ্ছা অদ্যই আমি পাঞ্চালরাজ সমীপে গিয়া ঐ বিদ্যা

শিখিয়া আসিব এই বলিয়া তিনি রাজার নিকট গমন করিলেন ও সমিৎপাণি হইয়া রাজা প্রবাহণের সভায় প্রবেশ করিলেন। রাজা প্রবাহণ মহর্ষি গৌতমকে উপস্থিত দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন ও পরদিনে প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন! মহর্ষি গৌতম পরদিন প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইলে রাজা আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে দেব! আপনাকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তখন মহর্ষি গৌতম বলিলেন আপনি আমাকে বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আপনি আমার পুত্রের নিকট যে পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছেন ঐ পাঁচটী প্রশ্নের উত্তরই বর স্বরূপে প্রদান করুন। রাজা বলিলেন, উহা দৈবী বর। আপনি কোন মানুষী বর প্রার্থনা করুন। মহর্ষি গৌতম বলিলেন, আমার পার্থিব কোন বস্তুরই অভাব নাই সুবর্ণ, গো, অশ্ব, দাসী, পরিজন, পরিধেয় বস্ত্রাদি আমার যথেষ্টই আছে তুমিও প্রভূত পরিমাণ দান করিয়া অনন্ত ফললাভ করিয়াছ, অতএব আমাকে বিমুখ করিয়া অদাতা হইও না। রাজা বিদ্যাদানে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলেন যদি বিদ্যাগ্রহণ করিতে হয় তবে শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারেই তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। রাজা মনে করিলেন, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে শিষ্যত্ব স্বীকারে বিদ্যা গ্রহণে স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু মহর্ষি উদ্দালকের অভিমান আদৌ ছিল না, তিনি সমিৎপাণি হইয়াই গিয়াছিলেন তাহা তিনি রাজাকে দেখাইলেন ও বলিলেন আমি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই বিদ্যাগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছি। তখন রাজা বলিলেন, হে গৌতম আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অপরাধ গ্রহণ করিতেন না, সেরূপে আপনিও আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ইহার পূর্ব্বে কেহই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা অবগত ছিলেন না, আমি আপনাকে সেই বিদ্যা উপদেশ

দিতেছি। আর আপনি যে ভাবে অনুরোধ করিয়াছেন কেই বা আপনার বাক্য প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। তৎপর রাজা প্রবাহণ জৈবলি সরলচিত্তে প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিকে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা উপদেশ করেন।

এই মহর্ষি উদ্দালকই মহাভারতের আদিপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে পৌষ্যপর্ব্বে বর্ণিত আয়োদধৌম্য শিষ্য আরুণি। যিনি গুরু-শুশ্রূষাকালীন গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে নিজেই জল রোধন করিবার জন্য আলিপার্শ্বে শয়ান রহিয়াছিলেন, এবং কিয়ৎকালানন্তর গুরু শিষ্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করতঃ পাঞ্চালদেশীয় আরুণির সংবাদ জ্ঞাত হইয়া শিষ্যগণসহ ক্ষেত্র সন্নিকটে উপস্থিত হয়েন। ক্ষেত্রে শিষ্যকে না দেখিয়া আয়োদধৌম্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন বৎস আরুণি কোথায়? সত্বর আইস গুরুবাক্য শ্রবণে শিষ্য কেদারখণ্ড বিদারণ করতঃ গুরুচরণে প্রণত হইলে, গুরু বলিলেন অদ্য হইতে কেদারখণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হওয়ায় তুমি উদ্দালক নামে বিখ্যাত হইবে, ও সর্ব্বশাস্ত্র তোমার প্রতিভাত হইবে। মহর্ষি বাল্যে যেমন কেদারখণ্ড বিদারণে উত্থিত হন তেমনি জগৎবাসীকে সংসাররূপ কেদারখণ্ড বিদারণ করতঃ উত্থিত হইবার পন্থা নির্দ্দেশে নামের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে গুরুশুশ্রূষাব্রত সমাপণ পূর্ব্বক গুরুর অনুমতিক্রমে সমাবর্ত্তন স্থান করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি পুত্র ও শিষ্যগণকে যথোচিত শিক্ষা দান করিতেন এবং শেষে বাণপ্রস্থাশ্রমী হন। যথা সময়ে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি তৎকালে যে তপস্যাদি করিয়াছিলেন তজ্জন্যই সরস্বতী নদীতীরে তাঁহার পবিত্র আশ্রম, পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়, তিনি সন্ন্যাসাশ্রমেও গুণিগণ গণনার স্থান প্রাপ্ত হন, তাহা জাবাল উপনিষদের ষষ্ঠ মন্ত্রে

"তত্র পরহংসানাম সংবর্ত্তকারুণি শ্বেতকেতু দুর্ব্বাসঋভু নিদাঘ জড়ভরত দত্তাত্রেয় রৈবতক প্রভৃতয়ঃ" বৃহজ্জাবালেও ঐ সমস্ত নাম আছে। মহাভারতে বনপর্ব্বে ৮৪ অধ্যায়ে সরস্বতী তীরে উদ্দালকতীর্থ বর্ণিত আছে। বশিষ্ট সংহিতা নামক স্মৃতিশাস্ত্রে একাদশ অধ্যায়ে উপনয়ন সংস্কার যথা সময়ে না হইলে "উদ্দালকব্রত" আচরণ করিয়া উপনীত হইবার ব্যবস্থা আছে। মহর্ষি উদ্দালকের তপোবলের বিবরণ কথঞ্চিৎ মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ৩৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে। তাহাতে দেখা যায় সরস্বতীর সাত শাখায় এই জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বীগণ যে যে স্থানে সরস্বতীকে আবাহন করিয়াছেন সেই সেই স্থানে তিনি আবির্ভূতা হন পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা সরস্বতীকে স্মরণ করেন এবং সরস্বতীও ব্রহ্মার যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূতা হন। নৈমিষেও গয়রাজের যজ্ঞে আহুত হইয়া সরস্বতী প্রকাশমানা হন। মহর্ষি ঔদ্দালকি কোশলের উত্তর ভাগে এক যজ্ঞ করেন, তথায় বহু ঋষি সমবেত হন। তথায় ঋষিকর্ত্তৃক আহুত হইয়া মনোরমা নামে সরস্বতী আবির্ভূতা হন। "উদ্দালকেন যজতী পূর্ব্বং ধ্যাতা সরস্বতী, আজগাম সরঃ শ্রেষ্ঠা তং দেশমৃষিকারণাৎ।" শল্যপর্ব্ব ৩৮ অধ্যায় বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ৬৪।৪।৪ মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই মহর্ষি বলিয়াছেন স্ত্রীগমন একটী পবিত্র যজ্ঞ, যে উহা বাজপেয়বৎ যজ্ঞ জ্ঞানে স্ত্রীগমন করে, সে বাজপেয় ফল প্রাপ্ত হয়। বীর্য্য অতীব মূল্যবান পদার্থ, তাহা অযথা ব্যয় নরকের কারণ। ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্রাহ্মণেরা পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হন। স্বপ্নাদি অবস্থায় বীর্য্য স্খলনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৃহদারণ্যকের ৩ অধ্যায়ে মিথিলার বিদেহরাজ জনক যজ্ঞে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ আহুত হন। জনক ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠের সম্মানার্থ স্বর্ণশৃঙ্গাদিবিশিষ্ট গোসহস্র যূপবদ্ধ রাখেন। বিদ্বন্মণ্ডলী সভাগত হইলে রাজা "ঐ গোসহস্র ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠের সম্মানার্থ যূপে আবদ্ধ আছে আপনাদিগের মধ্যে যিনি ব্রহ্মবিদ্

বরিষ্ঠ তিনি উহা গ্রহণ করুন" এইরূপ বলেন। বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে কেহই ঐ বদ্ধ গো গ্রহণে চেষ্টান্বিত না হওয়ায় কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় শিষ্যকে ঐ গো গ্রহণের আদেশ করেন। তাহাতে সভ্যগণের অধিকাংশ ক্রুদ্ধ হইয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করার জন্য কর্ম্মকাণ্ডাদি হইতে নানারূপ প্রশ্ন করিতে থাকেন। ঐ সভায় উপস্থিত মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বীয় শিষ্যের গৌরব বর্দ্ধনার্থ ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন দেখা যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বিষয়ে মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ৫৭ অধ্যায়ে বিপ্রগণ সহ মিথ্যা ব্যবহার জন্য তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে ত্যাগ করেন এরূপ উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বের সপ্তম অধ্যায়ের নারদ বর্ণিত ইন্দ্র সভায় মহর্ষি উদ্দালক ও শ্বেতকেতু সভ্যরূপে বিরাজমান এরূপ বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যে প্রবল ছিল তাহা আমরা তৎপুত্র শ্বেতকেতুর গুরুগৃহবাসে অনিচ্ছা দৃষ্টে তাহাকে যে ভর্ৎসনা করেন তাহা হইতে বুঝিতে পারি। ছান্দোগ্যের ৬।১ মন্ত্রে "শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্য্যং ন বৈ সৌম্য অস্মৎ কুলীনোঽ নন়ূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি :" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতু তুমি আমাদের বংশের যজ্ঞ কোন গুরুর নিকট ব্রহ্মচর্য্যাচরণে গুরুশুশ্রূষানিরত হইয়া বেদাধ্যয়ন জন্য বাস কর। আমাদের বংশে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ বেদবিহীন ও আচারাদি বর্জ্জিত ভ্রষ্ট ব্রহ্মসূত্রমাত্রধারী হইয়া কদাপি রহে নাই। পিতা কর্ত্তৃক এরূপ ভর্ৎসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গমন করেন, ও তথায় দ্বাদশ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যাচরণে গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানবশতঃ উদ্ধত স্বভাব হইয়াছিলেন। পিতা উদ্দালক দেখিলেন যে বিদ্যা অধ্যয়নে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয় ও অঁহাংকার বিনষ্ট হইয়া বিনয় বিভূষিত হয় ও প্রকৃত

মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। পুত্রের ব্যবহার তদ্বিপরীত। তখন তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্র—তুমি কি গুরুসমীপে আদেশ প্রশ্ন কর নাই। (অর্থাৎ যাহা সম্যক প্রকারে ব্রহ্মবস্তু নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এমন বস্তুও যাহা নিজে সব জানা হয় জানিলে ও যাহা শুনিলে শুনা হয়, যাহা বুঝিলে সব বুঝা হয় এরূপ যে আদেশ তাহা কি তুমি প্রাপ্ত হও নাই)। শ্বেতকেতু এমন বস্তুর কথা আর পূর্ব্বে শুনেন নাই পিতৃবাক্য শুনিয়া অশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পুনশ্চ বা গুরুগৃহে যাইতে হয় তাই ভীত হইয়া বলিলেন হে পিতৃদেব আমি গুরুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। যদি তিনি জানিতেন তবে আমাকে না বলিবার কোন কারণ ছিল না। অতএব আপনি আমাকে এ বিষয় উপদেশ করুন। তৎপর মহর্ষি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। (যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম আদিষ্ট হন তাহাই আদেশ)। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথম যে বাক্য বলেন—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত মিতি"। অর্থাৎ যাহা শুনিলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয় অমনিত বিষয় মনন হয়, অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয় ইতি। বেদান্তসূত্র ও ভাষ্যাদিতে এই বাক্যটী প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাহা এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বিরোধী তাহা বেদ বেদান্ত সিদ্ধান্তেরও বিরোধী বলিয়া তাঁহারা ধার্য্য করিয়াছেন। ইহার উপরেই নির্ভর করিয়া বেদান্তসূত্রে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন মহর্ষি উদ্দালক আরুণির বাক্য সামান্য ঋষি বাক্য নহে উহা দিব্য-দর্শনদৃষ্ট ব্রাহ্মণোপনিষৎ নামক বেদবাক্য। যেমন ঋক সংহিতার বাক্য অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত তেমনই ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের বাক্যও অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত। ইহা লইয়া যথেষ্ট কুট তর্ক বা বুদ্ধি পরিচালনা চলে না। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্বদা আপ্তবাক্য অভ্রান্ত প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়।

যখনই উপনিষদের বাক্য উপস্থিত করা হইবে তদ্বিরুদ্ধে শতযুক্তি বা বেদবহির্ভূত ঋষিগণের স্মৃতি প্রভৃতি বাক্য থাকিলেও ঐ সকল বাক্য কার্য্যকরী প্রমাণ হইবে না। এই দৃষ্টিতে ঋষিগণ ও ভাষ্যকার প্রভৃতি আর্য্যগণ হেতু বাক্য ত্যাগে বেদবাক্যের সমাদর করিয়াছেন। এক্ষণ ছান্দোগ্যের এই পিতা পুত্র সংবাদ হইতে আমরা কি কি বিষয় জানিতে পারি তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। ষড়দর্শন ও বৌদ্ধাদি প্রস্থানে আত্মা ও জগৎ বিষয়ে যে সকল মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সৎ ও অসৎ এই দুইটী শব্দ দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। সকল মতেই সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার্য্য। প্রলয়ের পর সৃষ্টি ও সৃষ্টির পর প্রলয় হইয়া থাকে। এইরূপ এক প্রলয়ের পর সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থা তাহাকে কেহ কেহ প্রাগভাব বলেন। বৌদ্ধগণ এই প্রাগভাব অবস্থাকে শূন্য বা অসৎ অবস্থা বলেন। এই শূন্যই তন্মতে অসৎ আত্মা। তাই "অসদেবেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত" এই বাক্যের উপর তাঁহারা স্বীয় মত পোষণ করেন। অগ্র=সৃষ্টির অগ্রে। অসৎমাত্র ইদং (জগৎ) আসীৎ এক অদ্বিতীয় সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে। কেহ কেহ এই অসৎ অবস্থাকে নাম উপাধিহীন এবং সৎকে নামরূপযুক্ত সোপাধিক বলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপহীন একাকার অবস্থায় ছিল পরে নামরূপ প্রকটিত হইয়াছে। সাংখ্যকার বলেন "সতো সজ্জায়ত" সৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছে। অর্থাৎ সৎ প্রকৃতি হইতে এই উৎপন্ন জগৎ ও সৎ। "সতোঽসজ্জায়ত" এইটী ন্যায় ও বৈশেষিক মত। অর্থাৎ সৎপরমাণু হইতে অসৎ অর্থাৎ বিনাশীল এই জগৎ জন্মিয়াছে। অসতোসজ্জায়ত এইটী বৌদ্ধমত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অপরমতে অসতোঽসজ্জায়ত অর্থাৎ অসৎ মায়া হইতে অসৎ জগৎ জন্মিয়াছে। সৎ ও অসৎ শব্দের দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সাংখ্যকার যে সৎ হইতে সৎ সৃষ্টি বলেন

সেই সৎ বা প্রকৃতি প্রধানা। গীতার সাংখ্যের ঐ মত "কার্য্য কারণকর্ত্তৃবে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে" এই বাক্যে প্রকটিত হইয়াছে। প্রধানা অনাদি ও অবিনাশিনী। প্রধানা স্বতন্ত্রা পরতন্ত্রা নহে। অসৎ হইতে সৎ ও সৎ হইতে অসৎ এই দুইমত একই দোষদুষ্ট। যাহা সৎ তাহা অসৎ হয় না ও যাহা অসৎ তাহা সৎ হইতে পারে না। ইহাতে দুই বিরুদ্ধ পদার্থের একাধিকরণে বৃত্তিত্ব স্বীকার করা হয়। গীতাতে এইটী "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই বাক্যে মীমাংসিত হইয়াছে। অসৎ অনির্ব্বচনীয়া ধ্বংস শীলা অনাদি ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া হইতে এই ধ্বংসশীল জগতের উৎপত্তি অনেকের স্বীকার্য্য। কপিলমতের প্রধানা জগৎকর্ত্রী স্বীকৃত হইতে পারে না এইটা বেদান্ত দর্শনে বহুসূত্রে বহুভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। মোট কথায়, জগৎ সৎ নহে বিনাশশীল অসৎ। কাজেই সতো সজ্জায়তে কথাটী বাধিত হয়। এই প্রধানা প্রকৃতিকে নিরাকরণের জন্যই বেদান্ত দর্শনের ২য় সূত্রে "জন্মাদ্ যস্য যতঃ" এই তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি জন্ম, স্থিতি ও লয় যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। এইক্ষণ ব্রহ্ম সৎ তাহা হইতে এই অসৎ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে স্থিত হইতেছে ও প্রলয়ে লয় হইতেছে বলিলে নিরবয়ব নিষ্কল শুদ্ধ ব্রহ্মে অসতের জন্য এতটুকু স্থান রাখিতে হয়। যেমন নরশরীরে ব্রণাদি। কিন্তু ঈশোপনিষদে ব্রহ্ম "অকার ও অব্রণ" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অথবা বায়ু সঞ্চালিত "তরঙ্গায়িত সমুদ্র বৎ অবস্থা জগৎ" কেহ কেহ বলেন তাহাতেও নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার ব্রহ্মে ক্রিয়ার আরোপ করা হয়। এ সমস্যায় এ কমাত্র পূরণ যে উপায়ে সম্ভব তাহাই বিবর্ত্তবাদ নামে অভিহিত হয়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম, আকাশে নীলিমাভ্রম, স্থানুতে পুরুষভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, তেমনি এইব্রহ্মে জগৎভ্রম! ইহার তাৎপর্য্য এই

রজ্জুতে সর্প ভ্রম স্থলে রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত উহাতে যেমন রজ্জুতে সর্প হয় না, তেমনই ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম স্থলে ব্রহ্মজগৎ হয়েন না। রজ্জুতে সর্পের মস্তকাদি যেমন মনঃ কল্পিত জগৎও তদ্রূপ কল্পিত, যেমন কোন ইন্দ্র-জালিক, স্বীয়বিদ্যা প্রভাবে নানা প্রকার জীবন্ত জীব জন্তু উদ্ভিদ্ ফল ফুল ইত্যাদি দেখায়, তখন দর্শকেরা ঐ সকল প্রকৃত বলিয়া প্রথমে মনে করেন অবশেষে ঐ সকল দ্রব্যের স্থায়িত্ব না দেখিয়া এই সকল ইন্দ্রজাল বিদ্যার বিভূতি মাত্র এরূপ জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবর্ত্তবাদটী কি তাহা বুঝিতে হইলে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের দৃষ্টান্তটী অতি উপাদেয়। যেমন একই স্বর্ণ হইতে কুণ্ডলাদি নানা প্রকার আভরণ প্রস্তুত হয় এবং সাধারণতঃ স্ত্রীলোক যাহারা ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে তাহাদের স্বর্ণজ্ঞান থাকে না বিভিন্ন অলঙ্কারের বিভিন্ন পদার্থ জ্ঞানই থাকে। কিন্তু স্বর্ণকারের নিকট সকলই সুবর্ণ সংজ্ঞক। এখানে ঐ সকল অলঙ্কারের বিভিন্ন নাম ও রূপ সুবর্ণের বিবর্ত্তমাত্র। এই বিবর্ত্তবাদ যাহা বেদান্ত দর্শন ও গৌড় পাদের কারিকা ও পরিশেষে ভগবান্ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়া অদ্বৈতবাদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা মহর্ষি উদ্দালক আরুণির দৃষ্ট এই অধ্যায়ের মন্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ঋষি সর্ব্বপ্রথমে এই বিবর্ত্তবাদ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যথা "সৌম্যেকেন মৃতপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ম্। মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ হে সৌম্য যেমন এক মৃৎ পিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃন্ময় দ্রব্যের জ্ঞান হয় নাম রূপাদি নিমিত্ত যে বাক্যের আরম্ভণ তাহা মায়িক বিকার মাত্র। ঘটের পূর্ব্বেও মৃত্তিকা, ঘট অবস্থায়ও মৃত্তিকা ঘটনাশেও মৃৎ মৃত্তিকাই সত্য। সেরূপ মায়িক নামরূপাত্মক জগৎ বিকার মাত্র এক সদাত্মক বস্তুই সত্য। অবিদ্যা রূপ ব্যামোহগ্রস্ত জীব নেত্ররোগ

গ্রন্থের দ্বিচন্দ্র দর্শনবৎ ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করে। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন যথা "সৌম্য একেন লৌহ মণিনা সর্ব্বং নোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহ মিত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ হে সৌম্য! যেমন এক লোহ মণি বা সুবর্ণ জ্ঞান হইলে স্বর্ণ নির্ম্মিত দ্রব্য মাত্রই জ্ঞাত হওয়া যায়, বাক্যের আরম্ভন নাম রূপাদি নিমিত্ত বিকার মাত্র এক সুবর্ণই সত্য। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন যথা "সৌম্য একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ত্তার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ. বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবং সৌম্য স আদেশো ভবতি।" অর্থাৎ হে সৌম্য যেমন এক লৌহ নির্ম্মিত নখনিকৃন্তন বা নরুণ জানিলে সর্ব্বপ্রকার লৌহময় পদার্থ জানা হয় পৃথক পৃথক নাম রূপাদির জন্য বাক্যারম্ভ বিকার মাত্র, এক কৃষ্ণায়স অর্থাৎ লৌহই সত্য এইরূপ আদেশও জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই কার্য্য, কারণে স্থিত হয়। কারণ সত্য। কিন্তু নাম রূপাত্মক কার্য্য বৈকারিক। ঘটাদি কার্য্য বৈকারিক মৃত্তিকাই সত্য। তদ্রূপ জগৎ কারণ ব্রহ্ম সত্য, কার্য্য জগৎ বৈকারিক। কারণ জ্ঞানে কার্য্য জ্ঞান হয়। এই সকল দৃষ্টান্তের সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই যেমন সুবর্ণের দ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিলে সুবর্ণ সুবর্ণই থাকে। ঐ অলঙ্কার ভগ্ন করিলেও সুবর্ণই থাকে। কুন্তল কেয়ুর ইত্যাদির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না তেমন এই জগতেরও স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। একই সুবর্ণ পিণ্ড হইতে যে কুণ্ডল নির্ম্মিত হয় তাহা ভাঙ্গিয়া আবার বালা তৈয়ার হইলে কুণ্ডলত্ব ত্যাগ হইলেও সুবর্ণত্ব ত্যাগ হয় না। বালাকে পুনঃ কঙ্কণে পরিণত করা যায়। কুণ্ডল, বালা কঙ্কণাদি কোনরূপ না রাখিয়া আবার সুবর্ণকে পিণ্ডে পরিণত করা যায়। তখন কুণ্ডলত্ব বালাত্ব, কঙ্কণত্বাদি কথার কথা হইল কিন্তু সুবর্ণের সুবর্ণত্ব চিরকালই অটুট থাকে। তেমন ব্রহ্মে বিচিত্র জগৎ ভ্রম হয় তাহাতে

ব্রহ্ম অটুট থাকেন। যে সুবর্ণ চিনিয়াছে সে বাল-রূপে বা কঙ্কণাদি যে কোন রূপেই হোক্ না সুবর্ণ চিনিতে পারে তেমনি সৎ বস্তুকে জানিলে তাহাতে দৃষ্ট যে কোন বস্তু যে কোন অভিনব আকারে উপস্থিত হোক্ না সে জানে উহা সতের বিবর্ত্ত মাত্র। এই এক সৎকে জানিলেই সব জানা হয়। সমস্ত বেদের একমাত্র সিদ্ধান্ত যে সৎবস্তু তাহাই বেদাদিষ্ট বলিয়া "আদেশ" শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে "কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" অর্থাৎ ভগবন্ কি সেই বস্তু যাহা জানিলে সব জাগতিকবিষয় জানাযায়। বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে "আত্মনিখল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" অর্থাৎ আত্মাদৃষ্টে শ্রবণে মনন করিলে বুদ্ধি বিজ্ঞানের বিষয় করিলে এই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। এই এক ব্রহ্ম বা সৎ বস্তু জ্ঞানে সব জানা যায়, এ জন্যই উহা সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত। যাহাতে যে ধর্ম্ম নাই তাহাতে তৎ ধর্ম্মের আরোপ করাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্পত্ব আরোপে রজ্জু সর্প হয় না সর্পের মস্তকাদি ভ্রমবসতঃ আরোপ করা হয়, আলোক আনিলে জ্ঞান হয় যে উহা রজ্জু উহা সর্প নহে এখানে সর্প রজ্জুর বিবর্ত্ত। এইরূপ বিচার, বৈরাগ্য পথে চলিলে এমন এক অবস্থা আইসে যখন এক আমারই সত্যতা ও অন্য সব ভ্রমাত্মক থাকা উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রজাল-কারীর কার্য্যবৎ মায়াকৃত কার্য্য (জগৎ) ভ্রম মাত্র উপলব্ধি হয়। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্ট এই মন্ত্র-বীজস্বরূপ, ইহা তৎপর পল্লবিত হইয়া বাদরায়ণ সূত্র, গৌড়পাদকারিকা, গীতা প্রভৃতির পর শঙ্করাচার্য্য হস্তে মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তাই শঙ্করের অধ্যাসবাদ অদ্বৈতবাদ নামে জগতে প্রচারিত হইয়াছে, কোন কোন সংকীর্ণ চেতা অসীম সাহসিক এই শঙ্কর মত বাদকে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়াছেন

কিন্তু প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বাদ দ্বারাই বৌদ্ধ মত খণ্ডিত হইয়া ভারতের বাহিরে মস্তক লুক্কায়িত করিয়াছে, এমন কি পাঁচ প্রকারের বৌদ্ধ প্রস্থানের কোন গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, শঙ্কর ভাষ্য হইতে ঐ সকল মত কি ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে হয়। বৌদ্ধ শূন্যবাদ অসতো সজ্জায়ত কথা মহর্ষি উদ্দালক আরুণির দৃষ্ট মন্ত্রেই খণ্ডিত হইয়াছে বেদবিরোধী কোন মতাবলম্বী শঙ্কর আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ আংশিক সত্য বলিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজী "Blowing not and cold in the same breath" অর্থাৎ একই নিশ্বাসে গরম ও ঠাণ্ডা উভয়ই বহন করান উক্তির সমর্থক। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়াত্মক প্রচার করা তাঁহাদের প্রচেষ্টা। কেহ কেহ অদ্বৈতবাদ সাম্প্রদায়িক বা একদেশিক বলিতে চান। উহা সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর মাত্র বলাতুল্য। এই বিবর্ত্ত বাদ, জগতের জ্ঞান রাজ্যে সূর্য্যবৎ অতুলনীয় পদার্থ। তার দ্বারা আর নাই। সি ড়ীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। আরোহণ বৎ। ইহাপেক্ষা আর নাই। ইহা বিচার বুদ্ধি সম্প্রসারণের চূড়ান্ত। ইহাতে সংকীর্ণতা মাত্র নাই।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ সহজাধিগম্য জন্য, সাধারণে আদৃত হয়। অদ্বৈতবাদ বিশেষ বিজ্ঞানাধিগম্য ও সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারীর জন্য। এজন্য উহার অনুসরণ করে এমত লোক সংখ্যা বিরল হইবে সন্দেহ নাই। তুমি ভগবান্ প্রভু, আমি তোমার দাস, এই ভাবের উপাসনা ঈসা মুসা করিয়া সর্ব্ব সম্প্রদায় আচরিত। উহা কিছু নূতন নহে। আমি দীন বা ক্ষুদ্র নহি, আমিই আত্মা, ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত, একথা বলিতেও অনেক দুর্ব্বলচিত্তের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সর্ব্বভূতে আমিই আত্মা বলাত দূরে থাকুক, সামান্য রাজনৈতিক ব্যাপারে, আমি স্বাধীন, পর পদানত কেন রহিব, এই কথা কোন যুবককে বলিতে শুনিলে অনেকে চমকিয়া উঠেন।

এমনি সংস্কার-মাহাত্ম্য, পূর্ব্বসংস্কার, লোকের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইয়া লোককে কাপুরুষ করে। এই দীন ভাব দূরীভূত করার জন্য মহাভারতে মহর্ষি সনৎসুজাত গুরু গম্ভীর নাদে বলিয়াছেন—

"মাতে ব্রাহ্মী লঘুতা মাদধীত, প্রজ্ঞানং স্বন্নাম ধীরা লভন্তে" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে লঘু, আমি দাস, এমন বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ জ্ঞান পরায়ণ ধীরগণ, প্রজ্ঞান ব্রহ্ম তৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে নেতি নেতি বিচারে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উচ্ছেদ। একতা জাতি বিশেষের উচ্ছেদ বা সম্প্রদায় বিশেষের উচ্ছেদ; নহে এযে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উচ্ছেদ। এ রাজনৈতিক জগতের সামান্য স্বারাজ্য লাভ নহে, এক অদ্বিতীয় অহং তত্ত্বরূপ স্বারাজ্য স্থাপন। ইহা পরমপুরুষকার, মনুষ্য জন্মের কৃত কৃত্যতা। এই সব ধারণা করা শক্তি ও সময় সাপেক্ষ, বহু জন্মের সাধনার ফলে এই ধারণা শক্তির উদ্ভব হয়। তাই বিচার চূড়ামণিতে বর্ণিত আছে—

জন্তুনাং নরজন্ম দুর্ল্লভ মতঃ পুংস্ত্বং ততোবিপ্রতা।
তস্মাদ্ বৈদিকধর্ম্ম মার্গপরতা বিদ্বত্ব মস্মাৎপরং॥
আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি।
মুক্তির্নো শতজন্ম কোটি সুকৃতিঃ পুণ্যৈর্বিনালভ্যতে॥

অর্থাৎ প্রাণীগণের মনুষ্য জন্মলাভ দুর্ল্লভ। তারচেয়ে পুরুষ হওয়া, তারচেয়ে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ, তারচেয়ে বৈদিকধর্ম্মের পথে চলা; তাহা হইতে দুষ্কর, বেদমন্ত্র ও কর্ম্মাদি মর্ম্মজ্ঞ হওয়া, ততোধিক দুষ্কর আত্মা বা বস্তুকে অনাত্ম বা অবস্তুকে, তাহা বিচার দ্বারা নির্ণয় করা তার চেয়ে দুষ্কর, আত্মোপলব্ধি তার চেয়ে দুষ্কর, ব্রহ্ম ও আত্মা এক জানিয়া ব্রহ্মেই অবস্থিতি। শতকোটী জন্মের সুকৃত জন্ম যে পুণ্য তাহার সঞ্চিত ফলেই এইরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ সম্ভবপর। এই ভাব গুণাতীত অবস্থায় হয়। যতক্ষণ গুণাধীন ততক্ষণ উহা

অলভ্য। সেই জন্যই রজগুণ দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা তমগুণকে অভিভূত করা প্রথম কার্য্য, তৎপর সত্ত্বগুণ দ্বারা রজকে পরাভব করা আবশ্যক, তৎপরে সত্ত্বের ও পরে গমন হয়। নিদ্রালস্য প্রমাদ ইত্যাদি তম গুণলক্ষণ, ইহা বিদূরিত হইলে যখন রজ গুণেস্থিত হয় তখন চলন বলনাত্মক কর্ম্ম করিতে হয় ও ঈশ্বর জ্ঞান বিষয়ে নানা দেবতা নানা ভাবের ইত্যাদি জ্ঞান থাকে। সত্ত্বে আরূঢ় হইলে কর্ম্ম কমিয়া যায় ও জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয় তখন সেই ব্যক্তি "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং। গীতা ২০।১৮ অঃ অর্থাৎ সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিলে সর্ব্বভূতে বিভক্তবৎ পরিদৃশ্যমান যে এক অবিভক্ত অব্যয় আত্মার অনুভব হয়। এই সত্ত্বে স্থিত হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" অর্থাৎ সহস্র মানুষের মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভে চেষ্টান্বিত হয় এবং সহস্র সিদ্ধ পথের পথিক মধ্যে একজন তত্ত্বতঃ আমাকে জানিতে পারে। যতক্ষণ উপাস্য উপাসকভাব ততক্ষণ দ্বৈতবাদ। যেখানে উপাস্য উপাসক ভেদ রহিত, অহঙ্কারা বৃত্তিতে স্থিতি তাহা অদ্বৈতবাদ। দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবদ্বয় ইহাদের মধ্যে স্থিত। এ সম্বন্ধে মিস্ নিবেদিতার "My Master as I saw Him" নামক পুস্তকে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে ইহা স্পষ্ট বর্ণিত আছে যথা—

Hitherto, the three philosophic systems of unism dualism and modified unism or Advaita Dwaita and Vishitadwaita had been regarded as offering to the soul three different ideals of liberation. No attempt had ever been made to reconcile these schools. On

reaching Madras, however, in 1897 Swami Vivekanand boldly claimed that even the utmost realisation of Dualism and modified unism, were but stages in the way to unism itself; and the final bliss for all alike, was the mergence in one without a second. A member of his audience asked him why, if this was the truth, it had never before been mentioned by any of the Masters. The great gathering was started, to hear the reply—Because I was born for this, and it was left for me to do! page 303 and 4.

অর্থাৎ এইকাল পর্য্যন্ত লোকে এক ব্রহ্মবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ, আত্মার মুক্তির তিনটী স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিত। ইহাদের সামঞ্জস্যের জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ন দেখা যায় নাই। ইং ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দজী যখন মাদ্রাজে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন তিনি এক সভায় জীমূত গর্জ্জনে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুযায়ী যে উপলব্ধি, তাহা অদ্বৈত বাদে পৌছিবার সোপান দ্বয় মাত্র। এবং সকলের পক্ষেই দ্বৈতের লেশহীন একে নির্ব্বাণই পরম শান্তি। শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে জনৈক জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার উক্তি যদি সত্য হয় তবে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ এমন কথা বলেন নাই কেন? তদুত্তরে স্বামিজী যাহা বলিয়াছিলেন, তৎশ্রবণে সেই সুবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলী চমকিত হইয়াছিলেন, তিনি বলেন আমিই এই সিদ্ধান্তটী প্রচারার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার উপরই এ বিষয়ের এইরূপ মীমাংসা করিবার ভার অর্পিত রহিয়াছে। উপরে বর্ণিত স্বামিজীর উক্তি যে হঠাৎ উক্তি বা কথার কথা নয় তাহা উক্ত পুস্তকের ৩১।৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ও অন্যান্য উক্তি হইতে জানা যায়—তৎ যথা—

Did Budha teach that the many was real and the ego unreal, while Orthodox Hinduism regards the one as real, the many as unreal? He was asked—yes—answered Swami Vivekanand. And what Ramkrinshna Paramahansa and I have added to this is that the many and the one are the same reality, perceived by the same mind at different times and in different attitudes. এবং উক্ত পুস্তকের ২৯১ পৃষ্ঠায়।

It had been this same life of Ramkrishna Paramahansa that had forced upon him the conviction that the theory of Advaita as propounded by Sankaracharya, the theory that all is one and there is no second—was ultimately the only truth. It was this life re-enforced of course, by his own experience, that had convinced him that even such philosophies as seemed to culminate at a point short of the absolute oneness, would prove in the end to be dealing with phases only of this supreme realisation.

অর্থাৎ জনৈক স্বামী বিবেকানন্দজীকে প্রশ্ন করেন যে বুদ্ধের উপদেশ এই নাকি যে বিশ্ব জগৎ সত্য ও আত্মা অসৎ এবং সনাতন হিন্দু ধর্ম্মমতে এক আত্মাই সত্য এবং বিশ্বজগৎ মিথ্যা ইহা ঠিক কিনা? তদুত্তরে স্বামিজী বলেন, হাঁ ইহা ঠিক্। তৎপর বলিয়াছেন যে ইহার সঙ্গে মৎগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও আমি এইটুকু অধিক যোগ করিতে চাই যে বিশ্বের ও একত্বের উপলব্ধিদ্বয় একই চিত্তের বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন ভাবের উপলব্ধি বটে।

সেই পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনের প্রত্যক্ষ দর্শনই, স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল। উহা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং তাহাই পারিশেষাৎ সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এই মহাপুরুষের জীবনের জাজ্জ্বল্যমান অবস্থা ও স্বামিজীর স্বকীয় অনুভূতি তাঁহার হৃদয়ে অদ্বৈতবাদ দৃঢ়াঙ্কিত হইয়াছিল এবং দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ-রূপ-পূর্ণচন্দ্রের কলাত্মক বটে, তাহাও প্রতিভাত হইয়াছিল।

মৃত্তিকাদি সত্য ও ঘটাদি নাম রূপাত্মক পদার্থ মিথ্যা বলায় কারণরূপ মৃদাদি সৎ ও কার্য্যরূপ ঘটাদি অসৎ বলা হইয়াছে। এবং কার্য্য কারণে সূক্ষ্মরূপ থাকে ইহাও বলা হইল। এবং কারণ জ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয় ও কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন এশিক্ষাও দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম জগৎ কারণ, জগৎ হইতে অভিন্ন, যেমন রাজুরূপী সর্প রাজ্জু হইতে অভিন্ন তদ্বৎ। ইহা মহর্ষি দৃষ্টা "সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ হে সোম্য এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক দ্বিতীয় রহিত সৎই মাত্র ছিলেন। সৎব্যতীত্ অন্য কিছু না থাকায়, সৎই জগৎ কারণ হইবে, অন্য কারণান্তরের একান্তাভাব অদ্বিতীয় শব্দে বলা হইয়াছে। ইহা বলিয়া ঋষি "কথমসতঃ সজ্জায়তেতি" অর্থাৎ কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে অর্থাৎ পারে না এই মন্ত্র দ্বারা সৎ হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সৎ বাদ নিরাকরণ করা হইয়াছে। তৎপর মহর্ষি "নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি" অর্থাৎ এই জগৎ মূলহীন হইবে না বলিয়াছেন। এই মন্ত্র দ্বারায় শূন্যবাদ নিরস্ত হইয়াছে। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" অর্থাৎ এই সব সৎমূলক হে সৌম্য এই সকল প্রজা সৎআশ্রয় ও সতে প্রতিষ্ঠিত জানিবে। এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মই জগৎ কারণ, প্রধানা নহে তাহা প্রকাশিত হইল। এবং ইহাকে

ভিত্তি করিয়াই মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে "জন্মাদ্যস্যযতঃ" সূত্র করিয়া তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কারণ বলিয়াছেন এবং সাংখ্যের প্রধানা জগতের স্বতন্ত্রা কর্ত্রী থাকার নিষেধ করিয়াছেন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" অর্থাৎ এমন মুনি ছিলেন না যার মত অপর হইতে কিছু না কিছু বিভিন্ন না ছিল। এই বাক্যের সত্যতা অতীব প্রাচীনকাল হইতেই পাওয়া যায়। বেদের ব্রাহ্মণাংশে বিভিন্ন মতাবলম্বী স্বাধীন চিন্তাশীল মুনিগণ থাকা ধার্য্য হয়। পরে ঐ সকল মতবাদ ষড়দর্শনের ও লোকায়ত ও বৌদ্ধাদি প্রস্থানের সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। এই সকল মতবাদই গুরুশিষ্যপরম্পরায় চলিয়া আসিতে আসিতে পশ্চাৎ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবেনা যে শূন্যবাদের প্রস্থান লিপি হওয়ার পর এই শ্রুতি দৃষ্ট হইয়াছে। বরং শ্রুতি কৃপাপরবশে পূর্ব্ব হইতেই যে সব মতবাদ সম্ভব, তাহার বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, অনেকে এই তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করেন মহর্ষি কপিল বিষ্ণুর বা অগ্নির অবতার তিনি কিরূপে বেদবিরোধী সাংখ্য-স্মৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন? মহাত্মা গৌতমই বা আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি শ্রুতিবিরোধী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কি বেদ অমান্য করিয়া চলিতেন? এ সম্বন্ধের আলোচনাও প্রাচীন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।—কপিলাদি মহর্ষিগণ বেদের "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ ব্রহ্মই সৎ, জগৎ অসৎ। কারণ সত্য কার্য্য মিথ্যা এই বাদের বিরোধী ছিলেন না। ইহা তাঁহাদের স্বীকৃতই ছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের স্মৃতিবিরোধী মতযুক্ত হইলেও আস্তিকদর্শণ বলিয়াই গৃহীত হয়। বৌদ্ধাদি দর্শন, নাস্তিকপ্রস্থান সংজ্ঞা পাইবার কারণ তাঁহারা বেদ মানিতেন না। কপিলাদি মহর্ষি-গণের সাংখ্যাদি শাস্ত্র তবে কেন প্রণীত হইয়াছে? তাহার উত্তর এই যে

ঐ সময় সমাজে বেদবিরোধী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া এবং সু সূক্ষ্ম অদ্বৈতবাদ সহজে একবারেই সকলের হৃদ্‌বোধ হইতে পারে না জানিয়া যুক্তিমুলে বিরোধীদলের সিদ্ধান্ত যে অপসিদ্ধান্ত এবং অদ্বৈতবাদ দুরূহ, ন্যায় সাংখ্যাদি বাদ ও বিরোধীপক্ষের মতবাদ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উচ্চ স্তরের উপলব্ধিতে আনয়ন করে, তৎপ্রদর্শন দ্বারা বিপক্ষকে নিরস্ত করার জন্য ঐসকল সুযুক্তিপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন শিষ্যের বুদ্ধির বিস্ফুরণের তারতম্যভেদে উপদেশ ভেদ হইয়া থাকে। যেমন স্কুলে যাহা পড়ান হয় তাহা হইতে উচ্চাঙ্গের বিষয় কলেজে পড়ান হয়। ক্রমে ক্রমে আরও উচ্চাঙ্গের বিদ্যা অধীত হয়। তদ্বৎ পরমাণুবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উচ্চতর সোপানের ন্যায় সাংখ্যাদি তত্ত্ব উপদিষ্ট হইত এবং তদ্দারা তীক্ষ্ণীকৃত বুদ্ধি শিষ্যকে পরিশেষে ব্রহ্মবিদ্যা বা অদ্বৈততত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। যেমন প্রথম জ্যামিতিতে সমান্তরাল রেখাদ্বয় কখন একত্র হয়না, এমন শিক্ষা দেওয়া হয়, পশ্চাৎ উন্নত শিক্ষায় উহারা অনন্তে গিয়া মিলিত হয় এইরূপ বলা হয়। তদ্বৎ ন্যায়ে লৌকায়তি মতবাদে যে আত্মা নাই, দেহই আত্মা, কথাটী ভ্রমাত্মক তাহা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া দেহ ব্যতিরিক্ত কর্ত্তা ভোক্ত আত্মা স্থাপিত হইয়াছে। কপিলসাংখ্যে আত্মা কর্ত্তা নহে ভোক্তামাত্র। আত্মা বহু ও প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তাবাদ স্থাপন করিয়া ন্যায় হইতে উচ্চস্তরে বুদ্ধির যোজনা করেন। উত্তর মীমাংসায় আত্মা ভোক্তাও নহে। এক এবং প্রধানা, স্বতন্ত্র নহে স্থাপন করিয়া সর্ব্বশ্রুতি সিদ্ধান্ত বেদান্ত বাক্য ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা কথাটী বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। অন্য কেহ মনে করেন সূত্রের সহজার্থ গ্রহণ করিলে সিদ্ধান্ত বিরোধ আদৌ হয় না। সামাজিক ও রাজবিপ্লবে প্রাচীন গ্রন্থের শিষ্য পরম্পরা পঠন পাঠনে বাধা পড়ায় সূত্রের প্রাচীন ও প্রকৃতভাব বিস্মৃত হইলে প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ প্রাচীন সূত্রস্থলে নূতন সূত্র বা নূতন পাঠ বা

নূতন বাখ্যা দিয়া উহা বর্ত্তমান আকারে দাঁড় করাইয়াছেন। স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শনার্থ তুরবগাহ বিষয় সকল উদ্ধারের প্রয়াসে এইরূপ বিষম পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

অপর কাহারও মতে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব গোপনীয় বস্তু, তাহার সুরক্ষণার্থ বাদজল্পাদিমূলক শাস্ত্রসকল ঋষিগণ প্রণয়ন করেন গীতাতেও আছে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং।" অর্থাৎ কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞ-জনের ভেদ বুদ্ধি জন্মাইবেনা। দর্শন গ্রন্থের অঙ্গবিপর্য্যয় বিষয়ে দেখা যায় "সাংখ্যতত্ত্বসমাস" নামক ২২ সূত্রের এক পুস্তিকা আছে। তৎপর সাংখ্য প্রবচন নামক অপর একখানি। তৃতীয় "সাংখ্য কারিকা" নামধেয় ৭২ শ্লোকময়ী এই গ্রন্থ চীন দেশেও সাংখ্য শাস্ত্র বলিয়া পরিচিত। অস্মদ্দেশেও ভগবান শঙ্করাচার্য্যও উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ষড়দর্শনের ব্যাখ্যাতা বাচষ্পতি মিশ্রও উক্ত গ্রন্থেরই বাখ্যা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে সাংখ্যসূত্র বলিয়া যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহাতে বিজ্ঞানভিক্ষুবিরচিত সূত্রও আছে। ভাগবতে দেবহূতি কর্দ্দমপুত্র কপিল সংবাদে যে বিষয় সাংখ্য বলিয়া উক্ত তাহার সহিত এই সূত্রের অনেক বিষয়ে অমিল আছে, বিশেষ ভাগবতের সাংখ্য ও বেদান্ত মিশ্রিত। কণাদের বৈশেষিক দর্শনেও পদার্থাদি লইয়া গোলযোগ আছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও আছে "অজ্ঞস্যার্দ্ধ প্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মে-তিযো বদেৎ। মহানিরয় জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥ অর্থাৎ অজ্ঞ ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সকলই ব্রহ্ম এই কথা যিনি বলেন তিনি তদ্দ্বারা মহা নরকে পতিত হন। মহর্ষি বশিষ্ঠোক্ত এই বাক্যও অনধিকারী হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব গোপন করার জন্যই ব্যবস্থা মাত্র। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি নামক গ্রন্থেও আছে "আত্মা নিষ্প্রপঞ্চঃ ব্রহ্মৈব। তথাপি কর্ম্মসঙ্গিনে ন তথা বাচ্যম্"॥ অর্থাৎ আত্মা প্রপঞ্চহীন ব্রহ্মমাত্র এই কথা ধ্রুবসত্য হইলেও কর্ম্মাসক্ত মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিকে ইহা বলিবে না।

শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে গোপন করিবার জন্য প্রার্থী হইয়া বলিতেছেন নতুবা মুর্খের প্রহার সহ্য করা অসম্ভব হইবেক। ইত্যাদি এই সব কারণে গৌতম কপিলাদি মহর্ষিগণ সুধু যুক্তি মূলক গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিয়া কাঁটার বেড়া দিয়া যেমন শস্য ক্ষেত্র রক্ষা করে তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যাকে রক্ষার প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহা জনৈক ন্যায়াচার্য্য নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—"ইদন্তু কণ্টকাবরণং তত্ত্বং হি বাদরায়নাৎ" অর্থাৎ এই ন্যায় গ্রন্থ কাঁটার বেড়াসদৃশ বাহরাবরণ মাত্র, তত্ত্বজ্ঞান নহে। তত্ত্বজ্ঞান বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মমীমাংসা সূত্রে প্রাপ্তব্য। ন্যায়, ব্যবহারিক সত্ত্বায় বিশুদ্ধ প্রণালীতে বাক্য ব্যবহার নির্ণায়ক গ্রন্থ। গৌতম স্বয়ং বলিয়াছেন—"তত্ত্বাধ্যবসায় সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজ প্ররোহ সংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ" অর্থাৎ বীজ হইতে অঙ্কুরিত নব শস্য রক্ষণার্থ যেমন কণ্টক্ শাখা দ্বারা ক্ষেত্র আবৃত করে সেইরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধ্যবসায় রক্ষার্থ জল্প ও বিতণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে নারদ সনৎ কুমার সংবাদীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "সোপানারোহণবৎ স্থূলাদারভ্য সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরঞ্চ বুদ্ধি বিষয়ং জ্ঞাপয়িত্বা তদতিরিক্তে স্বারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামীতি নানাদীনি নির্দিদিক্ষতি।" অর্থাৎ এই অধ্যায়ে সোপান আরোহণে যেমন একস্তর হইতে উচ্চস্তরে গমন করে তদ্বৎ স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মের পর আরও সূক্ষ্মতর বিষয়ের জ্ঞাপন করতঃ সর্ব্বশেষ ঐ সকলের অতিরিক্ত স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মৈক্যতারূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিষয় অবতারণা করা হইবে। বিষয় এমনি সূক্ষ্ম যে সনৎকুমার নামাদি ব্রহ্ম বাক্, ব্রহ্ম প্রাণই ব্রহ্ম বলিলে নারদ এই শেষ মনে করিয়া চুপ করেন তৎপর সনৎকুমার অনুগ্রহ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। উক্ত উপনিষদের

অষ্টম অধ্যায়ে ইন্দ্র বিরোচন সংবাদ ও পরমেষ্ঠি প্রজাপতি দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে পটুত্বের অভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে ২৪ বৎসর করিয়া চারিবার ও শেষে আরও পাঁচ বৎসর মোট ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করাইয়া তৎপর ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন "ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদি মাত্র বিবেকেনাত্মা প্রথম ভূমিকায়াং অনুমাপিতঃ। একদা পরম সূক্ষ্মে প্রবেশ অসম্ভবাৎ।" অর্থাৎ এক কালে পরম সূক্ষ্মে আত্ম তত্ত্বে প্রবেশ সম্ভবপর নহে এজন্য লোক প্রসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাদির খণ্ডন না করিয়া লোক সিদ্ধ সুখ দুঃখাদির অনুবাদ পূর্ব্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দেহাদি হইতে পৃথক ভাবে আত্মার অনুমান করা হইয়াছে। এবিষয়ে ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তাদি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান কালে যে সকল সার গর্ভ কথা বলিয়াছেন তাঁহার প্রণীত পুস্তক দুষ্প্রাপ্য স্মরণে এখানে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল। বর্ত্তমানে যাহা ন্যায়াদি দর্শনের মত বলিয়া সাধারণে স্বীকৃত তাহা এইরূপ নৈয়ায়িকের ও বৈশেষিকের আরম্ভ বাদে নিত্য পরমাণু সৎ হইতে অসৎ জগৎ উৎপন্ন। অর্থাৎ কারণ সৎ কার্য্য অসৎ এজন্য ইহা অসৎ—কার্য্যবাদ নামে প্রচারিত। কারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের কোন অস্তিত্ব নাই। দ্ব্যণুকাদি কার্য্য, উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিলনা এবং উহা অসৎ। পরমাণু সকল নানা ধর্ম্মবিশিষ্ট। অর্থাৎ সব পরমাণু সম ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে।

বৈশেষিক মতে জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুই প্রকার— পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। মন বিভু ও অণু। ন্যায় মতে পূর্ব্বাপর কালস্থায়ী সুখোপলব্ধি এবং

সুখসাধন পদার্থ বিষয়িনী ইচ্ছার কর্ত্তা যে পদার্থ তাহাই আত্মা। মন অভৌতিক, সর্ব্ব বিষয়। আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা, সগুণ। আত্মাও মন জড়। মনঃ সংযোগে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয়।

সাংখ্যের পরিণাম বাদ, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে মাখন ইত্যাদি। অচেতন প্রধানা নিত্যা। প্রকৃতি সৎ তাহার পরিণামে জগৎ। অসতের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্ম রূপে কারণে বিদ্যমান থাকে। ইহার অপর নাম "সৎকার্য্য বাদ"। সাংখ্য মতে আত্মা অনন্ত নিষ্ক্রিয়। ভোক্তা বটে, কর্ত্তা নহে। অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই। আত্মার কোন গুণ নাই। প্রধানাই সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতি অচেতন হইলেও চুম্বক সান্নিধ্যে লৌহবৎ ক্রীড়া শীলা। আত্মার সান্নিধ্য জন্য ক্রীড়াশীলা হইলেও তাহাতে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই ভোক্তৃত্ব আছে।

বিবর্ত্তবাদে কারণ মাত্র সৎ কার্য্য অসৎ। কার্য্য স্বরূপ অসৎ হইলেও কারণ রূপে সৎ। কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য নাই। কারণ নির্ব্বাচন করা যায়। কার্য্য নির্ব্বাচন করা যায় না। উহা অনির্ব্বাচ্য এজন্য ইহার নাম "অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি"। উপরোক্ত মতবাদ সকল যুক্তি মূলক স্মৃতি হইলেও ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যে শ্রুতি বিরোধী কথা আছে। উহা স্মৃতি, শ্রুতি নহে। কাজেই অভ্রান্তাদি উহাতে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু "বিবর্ত্তবাদ" শ্রুতিমূলক। উহা মহর্ষি উদ্দালক দৃষ্ট মন্ত্রের অনুবাদ মাত্র।

বৈশেষিক মত বলিয়া যাহা প্রচলিত, তন্মতে আত্মা প্রত্যক্ষ হন। কারণ মহর্ষি কণাদ মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান ব্যতীত প্রমাণ স্বীকৃত নহে। অনুমান আবার পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ স্মৃতি সিদ্ধ। আত্মা সগুণ জড় কিন্তু ব্যাখ্যা কর্ত্তাদের মত ছাড়িয়া দিয়া কেবল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে

আত্মা অপ্রত্যক্ষ, ইহাই মহর্ষি কণাদের মত বলিয়া মনে হয়। যথা—

"তত্রাত্মামনশ্চাপ্রত্যক্ষে"

অর্থাৎ তত্র আত্মা মনও অপ্রত্যক্ষ, এরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া ব্যাখ্যাকারগণ অন্যরূপ বলিয়াছেন আত্মা এক কি অনেক? এ সম্বন্ধে কণাদের তিনটী সূত্র আছে যথা—

"সুখ দুঃখ জ্ঞান নিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্"

অর্থাৎ সুখ দুঃখ জ্ঞান নিষ্পত্তির বিশেষ নাই। সকল আত্মার নির্বিশেষে সুখ দুঃখ ও জ্ঞান হইতেছে, এজন্য আত্মা এক। "ব্যবস্থাতোনানা" অর্থাৎ সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ কেহ সুখী কেহ দুঃখী এরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, অতএব আত্মা নানা। "শাস্ত্র সামর্থ্যাচ্চ" অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসারেও এরূপ বুঝিতে হইবে। এই মত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে কণাদের মত বেদান্তানুযায়ী হয়।

কিন্তু ব্যাখ্যাতৃগণ অনেক দূরে নিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বেদান্ত সহ বিরোধ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু "সদিতি লিঙ্গা বিশেষাদ্বিশেষ লিঙ্গাভাবাচ্চৈকো ভাবঃ"। "শব্দলিঙ্গা বিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ।" এই দুই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথমোক্ত সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষপর হয় না। সৎ ইত্যাকার প্রতীতি বলে ভাব বা সত্তা জাতি সিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যকার প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। ভাবের নানাত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতুও নাই, অতএব ভাবপদার্থ একমাত্র। শব্দলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে। শব্দ লিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই। অথচ আকাশের নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এমন কোন বিশেষ হেতুও নাই। অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ ও আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব ইত্যাদি রূপে ভাব পদার্থের ও মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি

রূপে আকাশের ঔপাধিক ভেদ নানাত্ব ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ব্যাখ্যাকারগণেরও অনুমত। তবে আত্মার সম্বন্ধেও এইরূপ উপাধি ভেদে নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন বাধা নাই। মহর্ষি কণাদের "দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বম্" সূত্র পঞ্চীকরণের বোধক হয় কিন্তু ব্যাখ্যায় অন্য প্রকার পাওয়া যায়। "সচ্চাসৎ" সূত্র জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের ভাব স্বতন্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক মতেও তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হয় না স্বীকার্য্য। ইহাই মোক্ষাবস্থা। ব্যাখ্যাকারগণের ইহা স্বীকার্য্য। ইহাতে বেদান্ত সহ বিশেষ কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকে না।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায় দর্শনেরও কতিপয় সূত্র হইতে এই অবিরুদ্ধ ভাব সংগৃহীত হয়। যথা—"দোষ নিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতাঃ" অর্থাৎ রূপাদি বিষয় দোষের অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত কিনা হেতু। রূপাদি বিষয় সংকল্পকৃত।

"বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যথোত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্ত্বপকর্ষণে পট সদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ"। অর্থ=বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে পদার্থ সকলের যাথার্থ্যের উপলব্ধি হয় না। যে সকল তন্তু দ্বারা পটনির্ম্মিত হয়, ঐ তন্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ অপকৃষ্ট হইলে পটের সদ্ভাবের যেমন উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিলে প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সদ্ভাবেরও উপলব্ধি হয় না। অর্থাৎ কাপড়ের সূতা যদি টানিয়া বাহির করা যায় তবে যেমন কাপড়ের আর উপলব্ধি হয় না, তেমনি পঞ্চীকৃত মহাভূত নির্ম্মিত জাগতিক পদার্থ মাত্র। পঞ্চ মহাভূত পৃথক্ করিয়া ফেলিলে ঐ পদার্থ সকলের আর উপলব্ধি হয় না।

"স্বপ্ন বিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণ প্রমেয়াভিমানঃ।" অর্থ স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ।

"মায়া গন্ধর্ব্ব নগর মৃগতৃষ্ণিকা বদ্বা" অর্থ মায়া গন্ধর্ব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমান। অর্থাৎ বস্তুগত্যা প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। "মিথ্যোপলব্ধি বিনাশ স্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্ন বিষয়াভিমান বিনাশবৎ প্রতিবোধে" অর্থ=প্রতিবোধ (জাগরণ) হইলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অভিমান বিনষ্ট হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলব্ধির বিনাশ হয়। এই সকল স্পষ্ট বেদান্তমতের অনুবাদ করিতেছে। কিন্তু ব্যথ্যাতৃগণ অন্যরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"বিষ্টং হ্যপরং পরেণ" অর্থ=পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত অপর ভূতে সমাবিষ্ট। "তদ্ব্যবস্থানন্তুভূয়স্ত্বাৎ" অর্থ=এক ভূত ভূতান্তর সমাবিষ্ট হইলেও ভূয়স্ত (পরিমাণাধিক্য) অনুসারে তাহাদের নামের ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে জলাদি অপর ভূত থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশতঃ পৃথিবী শব্দে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। জল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইবেক না। ইহা বেদান্ত সম্মত পঞ্চীকরণ বই আর কিছুই নহে। "নাসন্ন-সন্ন সদ সদ সৎ সতো বৈধর্ম্ম্যাৎ" অর্থ সৎ নহে, অসৎ নাহ, সদসৎ নহে যেহেতু সদসত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

"বুদ্ধি সিদ্ধন্তু তদসৎ" অর্থ অসৎ ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ। ইহা বেদান্তের অনির্ব্বাচ্যত্বের সমর্থক। "তদর্থং যমনিয়মাভ্যামাত্মসংস্কারো যোগঞ্চাধাত্ম—বিধ্যুপায়ৈঃ জ্ঞান গ্রহণাভ্যাসন্তদ্বিবেচক সহ সংবাদ" অর্থ=অপবর্গ লাভের জন্য যম নিয়ম দ্বারা আত্মসংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় পুণ্যোপচয় করিবে। যোগশাস্ত্র ও আধ্যাত্ম শাস্ত্রোক্ত বিধি ও উপায় দ্বারা আত্ম সংস্কার করিবে। অপবর্গের জন্য আধ্যাত্মশাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে। ও তৎশাস্ত্রবেত্তার সহিত সংবাদ (আলাপ)

করিবে। এইরূপ আরও বহু সূত্র আছে যাহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত পোষক কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ মতান্তরে উপস্থিত হইয়াছেন।

নৈয়ায়িকপ্রবর পূজ্যপাদ উদয়ানাচার্য্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলী গ্রন্থে বলিয়াছেন "ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসমা মায়া দুরুন্নীতিতো, মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধোভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।"

অর্থ—ঈশ্বর অদৃষ্টসহকারে জগৎ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। এই অদৃষ্টের নামান্তর "সহকারিশক্তি"। মায়ার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অদৃষ্টও দুর্জ্ঞেয়। এই জন্য মায়াশব্দ ও অদৃষ্টেরই নামান্তর মাত্র। জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি বলিয়া কথিত। বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট বিনষ্ট হয়, এজন্য অবিদ্যা শব্দ ও অদৃষ্টের নামান্তর। উক্ত নৈয়ায়িক প্রবর তাঁহার "আত্মতত্ত্ব বিবেক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "তস্মাদভ্যাস কামোপ্যপ দ্বারাণি বিহার পুরদ্বারং প্রবিশৎ" অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষ ও অপদ্বার পরিত্যাগ করিয়া পুরদ্বারে প্রবেশ করিবে। অর্থাৎ মোক্ষনগর প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন অপদ্বার আর বেদান্ত দর্শন পুরদ্বার। এবং তিনি ন্যায়দর্শনের উপসংহারে "অথ যো নিষ্কাম আত্মকামঃ আপ্তকামঃ সব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ন তস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবনীয়ন্তে।" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থ—যিনি নিষ্কাম কেবল আত্মাকেই কামনা করেন, তাঁহার সমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁর প্রাণাদি উৎক্রমণ করে না এখানেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্তে পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচায়ক।

সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে বলিয়াছেন যে সাংখ্য সিদ্ধ পুরুষানামাত্মত্বন্ত ব্রহ্ম মীমাংসয়া বাধ্যত এব। আত্মেতিতূপযন্তি ইতি তৎসূত্রেণ পরমাত্মন এব পরার্থ ভূমাবাত্মত্বাবধারণাৎ।

তথাপি চ সাংখ্যস্থ না প্রামাণ্যম্। ব্যবহারিকাত্মনো জীবস্থ ইতর বিবেক জ্ঞানস্তমোক্ষ সাধনত্বে বিবক্ষিতার্থে বাধাভাবাৎ। এতেন শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধায়ানানাত্বৈকাত্মত্বয়োর্ব্যবহারিকপারমার্থিক ভেদেনা বিরোধঃ। অর্থ—সাংখ্য শাস্ত্র সিদ্ধ পুরুষের আত্মত্ব ব্রহ্ম মীমাংসা কর্ত্তৃক বাধিত হইবে। কেননা, "আত্মেতিতূপবন্তি" ব্রহ্ম মীমাংসার এই স্থত্র দ্বারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধৃত হইয়াছে। তাহা হইলে ও সাংখ্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। কারণ সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যবহারিক জীবাত্মা বটে। অনাত্মা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষ সাধন, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ .তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোন বাধা হইতেছে না, সুতরাং অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্য শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। আত্মার একত্ব ও নানাত্ম এ উভয়ই শ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধ বটে। তদুভয়ের অবিরোধ ও উক্ত রূপে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একত্ব পারমার্থিক ও নানাত্ব ব্যবহারিক। সেশ্বর সাংখ্য অর্থাৎ যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য বলেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টি পথ মৃচ্ছতি।
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্॥"

অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। দৃশ্য প্রধানাদি, মায়া অর্থাৎ মিথ্যা। তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ শশবিষাণাদির ন্যায় অলীক। অলমিতিবিস্তরেণ। এতদ্বারা মহর্ষি উদ্দালক আরুণি .দৃষ্ট মন্ত্রে নিহিত মত বাদ অর্থাৎ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সর্ব্ববাদীসম্মত বলা যায়। মহর্ষি অতঃপর মায়োপাধিক সৃষ্টিতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। "তৎ তেজোঽ সৃজত" "তদপোঽসৃজত" "তাঅন্নমসৃজন্ত"। অর্থাৎ মায়োপাধিতে ব্রহ্ম হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে অন্ন

বা পৃথ্বীতত্ত্ব উৎপন্ন হইল। যদি চ এখানে তেজের পূর্ব্বে বায়ু ও তৎপূর্ব্বে আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত নাই, তথাপি উহা বেদের অন্যত্র তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লী রসমন্ত্রে উল্লিখিত থাকায় কোন দোষ ঘটে নাই। বায়ু ও আকাশ অরূপ; নাম রূপ সম্বন্ধেই ঋষি শিষ্যকে বলিতেছিলেন তাই রূপযুক্ত অগ্নি হইতেই এখানে সৃষ্টিতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তৎপর ঋষি বলিয়াছেন এই পঞ্চভূত হইতে অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জাদি দেহ সমুৎপন্ন হয়। এখানে স্বেদজ উল্লিখিত না হইলেও উহা অণ্ডজে অন্তর্ভুক্ত জানিতে হইবে।

তৎপর মহর্ষি উদ্দালক আরুণি শিষ্যকে বলিলেন, কার্য্য-ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশিত হইবার সংকল্পও তেজাদিভূতের ত্রিবৃৎ করণ অর্থাৎ এক এক ভূতকে দুইভাগ করিয়া একের একভাগ ও অপর দুই ভূতের এক এক ভাগ করিয়া দুইভাগ এই তিনের মিশ্রণে মিশ্রিত তেজ জল ও ক্ষিতি উৎপন্নের ইচ্ছা করিয়া তেজ প্রভৃতি ভূত সকলে আদর্শে সূর্য্য বিম্ববৎ, পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুরূপ, স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন নাম ও বিবিধরূপে প্রকাশিত হইলেন। মিশ্রিত ত্রিবৃৎ কৃত ভূত সকল মধ্যে যে মিশ্রণে যে ভূতের আধিক্য সেই সেই মিশ্রণ সেই ভূতের নামে অভিহিত হইল।

মহর্ষি এখানে অগ্নি হইতে সৃষ্টি বলিতেছেন তাই তিনি ভূতের বিষয়েই বলিলেন। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চ ভূতের মিশ্রণ হয় ও তাহা পঞ্চীকরণ নামে কথিত হয়। পঞ্চীকরণে যে ভূতের আধিক্য হয় তাহার নামেই সে ভূত কথিত হয়। পঞ্চীকরণে প্রত্যেক ভূত প্রথম দুই ভাগ করিয়া ঐ দুই ভাগের একভাগ অটুট রাখিবে ও অপর ভাগ পুনঃ চারিভাগে বিভাগ করিবে। তৎপর কোন ভূতের অটুট অর্দ্ধভাগ সহ অপর চারি ভূতের অর্দ্ধেকের চারি ভাগের একভাগ অর্থাৎ অষ্টমাংশ মিলাইবে। তাহাতে অপর চারি ভূতের

চারি অষ্টমাংশ ও এক ভূতের অর্দ্ধাংশ মিলিয়া যে মিশ্রিত ষোল আনা ভূত হইল, তাহা অটুট অর্দ্ধাংশের নামীয় ভূত বলিয়া কথিত হয়। তৎপর মহর্ষি ত্রিবৃৎ কৃত বা পঞ্চীকৃত মহাভূতের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন সাধারণে যাহা অগ্নি বলিয়া পরিচিত, তাহা পঞ্চীকৃত তেজ, উহাতে যে লোহিত রূপ দেখা যায় তাহা তেজের, যাহা শুক্লবর্ণ তাহা জলের, ও যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা অন্ন বা ক্ষিতির রূপ জানিবে। এই তিনের মিশ্রণে অগ্নির অগ্নিত্ব নতুবা ঐ তিনকে ছাড়িয়া অগ্নিশব্দ মাত্র উহার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কাজেই ঐ তিন রূপই সত্য। অগ্নি উহাদের বিকার নাম মাত্র, কথার কথা। এইরূপ সূর্য্য সম্পর্কেও জানিবে উহারও লোহিত শ্বেত কৃষ্ণ তিন ভাগ আছে উহা ছাড়িয়া দিয়া সূর্য্যের আর শব্দ ব্যতীত কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই তিন পদার্থই সত্য (আপেক্ষিক)। বাক্যের আরম্ভণ বিকার মাত্র। ঋষি এইরূপে চন্দ্রের ও বিদ্যুতের তিনের মিশ্রণে সত্ত্বা ও তৎ ব্যতীত ঐ সকল শব্দ মাত্র ইত্যাদি বলিয়া বলিয়াছেন এইরূপে জাগতিক পদার্থ মাত্রই তৃণ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কৃত। সুতরাং সব জাগতিক পদার্থ মাত্রই বৈকারিক নাম মাত্রে পর্য্যবসিত কেবল পঞ্চ মহাভূতই সত্য। অবশ্য এই সত্যতাও আপেক্ষিক মাত্র।* মহর্ষি বলিয়াছেন,

*আপেক্ষিকত্ব এইরূপ কারণ সত্য, কার্য্য বৈকারিক মিথ্যা, অন্ন বা ক্ষিতি হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন তাহা কার্য্য অন্ন তথায় কারণ। আপের তুলনায় অপ কারণ অন্ন কার্য্য। তেজের তুলনায় তেজ কারণ অপ কার্য্য। বায়ুর তুলনায় বায়ু কারণ তেজ কার্য্য, আবার আকাশের তুলনায় বায়ু কার্য্য আকাশ কারণ, সতের তুলনায় সৎ কারণ আকাশ কার্য্য। প্রলয় কালে কার্য্য কারণে লয় হইতে হইতে সৎ মাত্র

পূর্ব্বকালে মহাগৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই এই পঞ্চীকরণ রহস্য অবগত থাকায় বলিতেন, তাঁহাদের নিকট কেহ কোন অশ্রুত বা অজ্ঞাত পদার্থ দেখাইতে পারে নাই। কারণ যে পদার্থই হউক না পঞ্চীকৃত মহাভূতের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব নাই। উহাই, পদার্থ মাত্রের আদি মূল। তৎপর মহর্ষি এই পুরুষ দেহে এই মহাভূত প্রবেশ করতঃ কিরূপে দেহ গড়িয়া তুলে তাহা বলিতেছেন। অন্ন আহার করিলে তাহা জঠরাগ্নিতে ক্বথিত হইয়া স্থূল, মধ্যম ও সূক্ষ্ম তিন ভাগে বিভক্ত হয়। স্থূলভাগ মল রূপে বিনির্গত হয়। মধ্যম ভাগ মাংসরূপে পরিণত হয়, সূক্ষ্ম বা অণিষ্ঠ ভাগ মন রূপে পরিণত হয়। আপ আহার করিলে তাহার স্থূল ভাগ মূত্ররূপে, মধ্যম ভাগ লোহিত রূপে ও অণিষ্ঠ ভাগ প্রাণ রূপে পরিণত হয়।

তেজ অর্থাৎ (তৈজস পদার্থ ঘৃতাদি) আহার করিলে তাহার স্থূলাংশ অস্থিরূপে, মধ্যম অংশ মজ্জা রূপে ও সূক্ষ্মাংশ বাক্‌রূপে পরিণত হয়, সুতরাং অন্নময় মন, আলোময় প্রাণ ও তেজময় বাক্ জানিবে। শিষ্য বলিলেন, বিশেষ করিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন, বৎস! দধি মন্থন করিলে যেমন সূক্ষ্মাংশে মাখন উর্দ্ধে ভাসিয়া উঠে, এইরূপ অন্ন ভোজন করিলে তাহার সূক্ষ্মাংশে উর্দ্ধ, মন হয়।

তদ্রূপ অপের অণিমাংশ উর্দ্ধগ হইয়া প্রাণ ও তৈজস দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ উর্দ্ধগ হইয়া বাক্ হয়। শিষ্য পুনঃবার বলিলেন, বিশেষ করিয়া

অবশিষ্ট থাকেন। সৃষ্টি কালে সৎ হইতে আকাশ, তাহা হইতে বায়ু, তাহা হইতে তেজ, তাহা হইতে অপ, তাহা হইতে অন্ন এইরূপ ক্রম বিকাশ বা পরিণতি হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের পর এই সকল থাকে না, তাই গীতায় ইহা "ব্যক্ত মধ্যানি ভারত" বাক্যে ভগবান প্রকাশ করিয়াছেন।

বলুন। মহর্ষি বলিলেন, বৎস! ষোড়শকলা বিশিষ্ট পুরুষ, তুমি পনর দিবস উপবাস কর কিন্তু যথেচ্ছ জলপান করিও কারণ প্রাণ অপময় জলপান না করিলে প্রাণত্যাগ ঘটিবে। তদনুসারে শিষ্য পনর দিবস উপবাস করিয়া রহিলেন, তখন পিতা পুত্রকে বলিলেন, আমাকে বেদের কোন অংশ শুনাও। পুত্র বলিলেন আমার উপবাস ক্লিষ্ট চিত্তে কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না। তখন মহর্ষি বলিলেন, সোম্য! যেমন কোন বৃহৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে হইতে শেষে জোনাকির ন্যায় স্বল্প তেজ হইয়া ক্ষুদ্র অগ্নি কণায় পরিণত হয়, তখন তাহাতে প্রচুর ঘৃতাহুতি বা কাষ্ঠ দিলে আর দহন করিতে পারে না; তদ্বৎ তোমার দশা হইয়াছে। ষোড়শকলা দেহের পনর কলা গত হইয়া কলামাত্র অবশেষে রহিয়াছে, তাই কিছু স্মরণ বা বাক্‌স্ফুর্ত্তি হইতেছে না। যাও কিছু খাও আমার বাক্যের সত্যতা অনুভব করিতে পারিবে। শিষ্য কিছু খাইলে পর গুরু সমীপে আসিলেন এবং তখন তৎকৃত প্রশ্নের সম্যক উত্তর দানে সমর্থ হইলেন। তখন মহর্ষি বলিলেন, দেখ ক্ষুদ্র অগ্নিকণাতে শুষ্ক তৃণাদির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিলে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন সব দহন করিতে সমর্থ হয়, তেমনি তোমার উপবাস ক্ষীণ এক কলা মাত্র অবশিষ্ট মন ও বাক্ আহার্য্য গ্রহণে প্রবৃদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছে। কাজেই বুঝিলে অন্নময় মন, অপময় প্রাণ ও তেজময় বাক্ কথাটী সত্য। ক্লোরফরম করিলে অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রনা থাকেনা ইহা ও মন অন্নময়। বা ভৌতিক ইহার প্রমাণ ফল। তৎপর মহর্ষি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, আমার নিকট স্বপ্নান্ত অবস্থা অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থার বিষয় শুন। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা মধ্যে জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয় প্রাণ মন সব স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। স্বপ্ন সময়ে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হয়, মন বুদ্ধিও হীনতেজ হইয়া পড়ে। সে অবস্থার অন্তে গাঢ় নিদ্রা

হইলে ইন্দ্রিয় সহ মন বুদ্ধির কার্য্যও স্থগিত হয়, রোগ শোক জনিত ব্যথাও থাকে না। এই অবস্থা হইতে জাগ্রত হইলে সকলেই বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। রোগ শোকের জ্বালা যন্ত্রণা হীন সুখবিশেষ লাভ ঘটে নিশ্চিত। এতসুখ কোথা হইতে আসে? সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সর্ব্ব আনন্দের আধার, জাগতিক যতসুখ এই আনন্দের কণা জাত। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ আপাততঃ মনোরম বিষয় সকলের দিকে ধাবিত হয়, তাই দুঃখময় বিষয়লিপ্ত লোকের সুষুপ্তি কালের ন্যায় বড় সুখ লাভ ঘটে না। বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ যখন নিরুদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন বড় সুখ লাভ ঘটে। এই সুখ সমাধি দশায় ও সুষুপ্তি অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয় রুদ্ধ থাকে তখনই সম্ভবপর। ইন্দ্রিয় ব্যাপার স্থগিত হইলেই জীব ব্রহ্মে বিচরণ করে, সর্ব্ব আলোকের আধার হ্রদে ডুবে, তাই বড় সুখ হয়। সমাধি দশা আনয়ন বহু আয়াসসাধ্য, সুষুপ্তি রূপ দৈনন্দিন প্রলয় নিত্যই উপস্থিত হয়, তাই সুষুপ্তির বিষয়ে শিষ্যকে বলিতেছেন। যখন লোকে সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে তখন সৎ সহ মিলিত বা একীভূত হয়। "স্বপিতি" নামে কথিত হয়। স্বং অপি ইতঃ গতঃ প্রাপ্তঃ অর্থাৎ স্বকে নিজকেই প্রাপ্ত হয়। আত্মগত হয়। এইটী মহর্ষি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। হে সোম্য যেমন কোন পক্ষী কোন ব্যাধ কর্ত্তৃক সূত্র দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সূত্র ধৃত ব্যাধ হস্তে না বসিয়া, প্রথম এদিক্ ওদিক্ উড়িতে থাকে, দিক্ দিক্ ঘুরিয়া যখন অন্য কোন আশ্রয় পায় না, অথচ পরিশ্রান্ত হয় তখন সেই বন্ধন রজ্জুধৃত হস্তকেই আশ্রয় করে। এইরূপ মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইতে হইতে পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং মনের প্রাণই বন্ধন জানিবে। অর্থাৎ মন উপাধিক জীব, সুষুপ্তিতে প্রাণ উপাধিক পরমাত্মাকে আশ্রয় করে। * মনের প্রাণই বন্ধন

* উপাধি ব্যাধিই। ব্যাধি নেত্রে হইলে যেমন দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে

অর্থাৎ মন উপাধিক জীব, প্রাণ উপাধিক পরমাত্মার সহিত এক সূত্রে গাঁথা অর্থাৎ জীব কিছু লঘু নহে। উপাধিযুক্ত আত্মাই। উপাধি বিদূরিত হইলেই যে আত্মা সেই আত্মা, আত্মাই আত্মা। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ঘট ভাঙ্গিলে বা লয়ে আকাশই আকাশ

তেমনি লোকে মায়া উপাধি বা ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া নিজস্বরূপ জানিতে পারে না, নানারূপ বিষয় দর্শনে মত্ত থাকে। মায়া হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব ও তাহা হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব ও তাহা হইতে মনাদি উপাধি সৃষ্ট হয়। যেমন নেত্র রোগ বিদূরিত হইলে দৃষ্টি ভ্রমও দূর হয় তদ্রূপ মায়া উপাধি দূর হইলে জগৎ ভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপ লাভ ঘটে। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বয়ের ফলে এই বিচিত্র জগৎ দৃষ্ট হয়। আবরণ শক্তি মুগ্ধ বা মোহযুক্ত করে, বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্রতার সৃষ্টি করে। এইটী আজ কাল যে বায়স্কোপ দেখায়, তদ্দৃষ্টে বেশ বুঝা যায়,.ঐ খেলা আরম্ভের প্রথম ভাগে মঞ্চ বা গ্যালারি অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত থাকে ও সুশ্রাব্য ঐক্যতান বাদ্যাদি দ্বারা দ্রষ্টা আপ্যায়িত হয়েন। হঠাৎ অভিনয় কর্ত্তা আলো নির্ব্বাপিত করিয়া দেন। দ্রষ্টা খেলার ঔৎসুক্যে এমনি মুগ্ধ হন যে আলোক নিবাইয়া দিলেও উত্তেজিত হন না বা কটু বাক্য প্রয়োগ করেন না। এই অন্ধকারেই বেশ আছি ভাব, আবরণ শক্তির মোহ ভাব তুল্য। এবং পশ্চাৎ পর্দ্দাতে খেলা ও বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া থাকেন। এই বিচিত্রতা, বিক্ষেপ শক্তির কার্য্যবৎ। দ্রষ্টা এইরূপ খেলায় যে কালক্ষেপ করেন, তাহা তাঁর খেয়ালেই হয় না, তদ্বৎ সংসারের খেলায় জীবন কাটায়। যদি কেহ খেলা চলিতে থাকাবস্থায় তথায় আলো আনেন, খেলা বন্ধ হয়। এই ব্যক্তি গুরু, সংসারের খেলা জ্ঞানালোকে বন্ধ করিয়া দেন, আবরণ ভেদ হওয়ায় বিক্ষেপ আর ক্রিয়াশীল হয় না।

তদ্বৎ। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি লয়, দেহাত্মক বুদ্ধি, রহিত হয় তাই তখন জীব স্বস্বরূপ লাভ করেন। ইহাতে "জীব ব্রহ্মৈব নাপর" অর্থাৎ জীব ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয় বলা হইল, সুতরাং জীব দাস বা অল্পজ্ঞ অল্পশক্তি ইত্যাদি ভাব মায়িক। যতক্ষণ দ্বৈত ভাব ততক্ষণ মায়া উপাধি বিদূরিত হয় নাই বুঝা যায়। মায়ার সাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হইলেই "সর্ব্ব ভূতেষু যনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥" গীতার এই বাক্যে তাহা স্ফুট। মায়ার ঐ সাত্ত্বিক গুণটীও যখন থাকে না। অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থায়, আমিই ব্রহ্ম ভাব। বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যথা—৪।৫।১৫

"যত্র হি দ্বৈতমিবভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসায়েৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃনুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎকেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ" অর্থাৎ যে অবস্থায় অদ্বৈত ব্রহ্ম উপাধি বশে দ্বৈতের ন্যায় প্রতিভাত হন তখনই ইতর জীব, ইতর দৃশ্য, পদার্থ চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন যাহা আঘ্রাণ যোগ্য তাহা আঘ্রাণ করেন, রসনা গ্রাহ্য পদার্থের রসাস্বাদন করেন বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করেন, শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করেন, মননীয় বিষয় মনন করেন, স্পর্শ যোগ্য বিষয় স্পর্শ করেন, বিজ্ঞাতব্য বিষয় বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করেন আবার উপাধি লোপে ; দৃশ্য দর্শন দ্রষ্টা, জ্ঞেয় জ্ঞান জ্ঞাতা ইত্যাদি ভেদ অপনীত হয়, সব একীভূত হইয়া যায়, তখন আর কে কাকে দর্শন করে, কে কাকে আঘ্রাণ করে, কে কার রস গ্রহণ

করে, কে কাকে বলে, কে কি গুণে, কে কি মনন করে, কে কাকে স্পর্শ করে, কে কি জানে, যিনি এই সব জানেন তাঁকে কে জানিবে অর্থাৎ কেহই না। তখন দ্বিতীয় কোথায়? উক্ত উপনিষদে জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ৪।৪।২৩ মন্ত্রে—"তস্মাদেবম্বিৎ শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেব আত্মানং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি...... বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্" অর্থাৎ অতএব উক্ত পুরুষই শান্ত দান্ত তিতিক্ষু ও সমাহিতচিত্ত হইয়া আপনাতেই আত্ম দর্শন করেন ও সর্ব্বভূতে আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে দেখেন, বিধূত পাপ, বিগত কাম, ছিন্ন সংশয়, ব্রহ্ম দর্শন জন্য ব্রাহ্মণ হয়েন, ইহাই ব্রহ্মলোক। হে সম্রাট! তথা ৪।৪।১৯"মৃত্যোঃ স মৃত্যু-মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ যিনি এক অখণ্ড ব্রহ্মধারণা করিতে অক্ষম হইয়া নানা রূপভেদ দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহে পতিত হন। এই মন্ত্রটী কঠ উপনিষদেও আছে ২।১।১০। তথা—৪।৪।২০ "এক-ধৈবানুদ্রষ্টব্য মেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবং", অর্থাৎ অপ্রমেয় (প্রমাণের অগম্য) ধ্রুব (নিত্য) এই ব্রহ্মকে অখণ্ডৈক রস স্বরূপে দর্শন করিবে। তথা ৪।৪।৫ "সবা অয়মাত্মা ব্রহ্ম" সেই এই সংসারী আত্মাই ব্রহ্ম। ঘনাচ্ছন্ন ও ঘন বিনির্ম্মুক্ত অর্কবৎ। তথা ১।৪।১০ "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমি এই দেহাই ব্রহ্ম! অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। উভয়ে বস্তু গত্যা কোন ভেদ নাই। উপাধি গত ভেদ মাত্র। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ। ইত্যাদি—

কঠ উপনিষদে ২।৩।১৪ মন্ত্রে "অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" অর্থাৎ অনন্তর মরণধর্ম্মী জীব অমর হন এবং এই জীবনেই ব্রহ্ম হন। তথা ২।২।৯ "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপো বহিশ্চ" অর্থাৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে একই অখণ্ড

আত্মা রূপে রূপে আছেন ঘটাকাশ মঠাকাশাদি বৎ ঘটে ঘটে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন্। কিন্তু তিনি মহাকাশবৎ স্বীয় অবিকৃত নিত্য অখণ্ডৈক রস স্বরূপ হইতে চ্যুত হননা।

তথা কৈবাল্যাপনিষদে—

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রবঞ্চং যৎ প্রকাশতে,
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তাভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ
মষ্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহং।

অর্থাৎ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, উৎক্রমণ ও মূর্চ্ছাদি অবস্থায় যে দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকাশ পায় তাহা আত্মারূপী আমি পদবাচ্য ব্রহ্মই ইহা জ্ঞাত হইলে সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্তি হয়। পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক ত্রয়ে যে সব ভোগ্য পদার্থ, ভোগক্রিয়া ও ভোক্তা আছে আমি পদ বাচ্য আত্মা সেই সকল হইতে বিলক্ষণ তিনিই সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষীমাত্র এবং চিৎস্বরূপ সদাশিব। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যে আমি তাহা হইতে ঐ সকল উৎপন্ন হয় তাহাতেই স্থিতি লাভ করে এবং আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, যেমন ঘটকাশ ও মহাকাশ। অর্থাৎ জগতের জন্মাদির কারণ যে ব্রহ্ম, তাহাও আমি জীব একই বস্তু। যেমন পাথর, কয়লা ও হীরা একই পদার্থ তদ্বৎ। চাপ ও উত্তাপের তারতম্য বশতঃই ভেদ। জীব ও ব্রহ্মে তদ্রূপ উপাধি জন্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—"একোরুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" অর্থাৎ এক রুদ্র ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছু নাই। তথাচ "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" সর্ব্বব্যাপীন-মাত্মানং ক্ষীরে সর্পরিবার্পিতম্"।

অর্থাৎ একদেবতাই সর্ব্বভূতে গুঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। দুগ্ধের প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে যেমন মাখন (মাখন নাই এমন সূচ্যগ্রস্থিত দুগ্ধও নাই) তেমনি আমিই জগতের অন্তর আত্মা স্বরূপে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছি।

মুণ্ডকোপনিষদে—"ব্রহ্মৈবেদম.মৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণ-তশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং। অর্থাৎ ব্রহ্মই এই অমৃত, সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, উত্তরে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উর্দ্ধে ব্রহ্ম, অধোতে ব্রহ্ম প্রসৃত অর্থাৎ নাম রূপে অবভাসিত। এই বৃহৎ বিশ্ব জগৎ রূপে ব্রহ্মই রজ্জু সর্পবৎ বিদ্যমান। এইরূপ মন্ত্র ছান্দোগ্যের ৭ম অধ্যায়ে নারদ সনৎ কুমার সংবাদেও আছে।

তথাচ সযোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি অর্থাৎ যিনি সেই পরম ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, "তথাচ যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেনাস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নাম রূপা-দ্বিমুক্তঃ পরাৎপরংপুরুষমুপৈতি দিব্যম্।" অর্থাৎ যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইলে নামরূপাত্মক নিজ অস্তিত্ব বিহীন হইয়া সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় (নদীর জলের মিষ্টত্ব, সম স্বচ্ছতা কূল, স্রোত মৎস্যাদির বিশেষত্ব লোপ হইয়া, লবণাক্ত, কূল হীন স্রোত হীন সমুদ্রে লয় হয়) তেমনি ব্রহ্মবিৎ যে বিদ্বান, তিনিও নাম রূপের অতীত পরম পুরুষ ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁর আর পৃথক সংজ্ঞাদি থাকে না। ঈশা উপনিষদে "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ যস্মিন্ সর্ব্বানি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজামনতঃ। তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বং অনুপশ্যতঃ॥ যোহসাবসৌ পুরুষ সোহহমস্মি॥ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে ও আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দেখেন, তাঁহার দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে আর ঘৃণাদি প্রকাশের অবকাশ

থাকে না। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে আনন্দময় হইয়া যান। যিনি সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপেই জানেন, একত্রদর্শী তাহার দ্বিতীয় অভাবে শোক বা মোহকর কিছু থাকে না। সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী যে পুরুষ তাহা আমি বটে। প্রশ্নোপনিষদে স যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছতি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদেতে তাসাং নানারূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।" অর্থাৎ যেমন নদী সকল প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি ব্রহ্ম বিদের ষোড়শকলাত্মক পুরুষাকার নাম রূপাদি পরম পুরুষ (যিনি সর্ব্বপুরীতে বা শরীরে শয়ান আছেন তিনিই পুরুষ শব্দ বাচ্য) ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে ঐ সকল ভেদাত্মক উপাধি ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মে অস্তমিত হয়, তখন তিনি অকল (অবয়ব রহিত) অমৃতত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই হন্। নারদ পঞ্চরাত্রেও পাওয়া যায় "অয়ং প্রপঞ্চোমিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্। তত্র প্রমাণং বেদান্তো গুরু স্বানুভবস্তথা॥ অর্থাৎ এই জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যাই বটে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমি ইহাই সত্য, তাহা বেদান্ত গুরু ও স্বঅনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয়। তথাচ

সর্ব্বোপধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষিকেন হৃষিকেশ পূজনং ভক্তিরুচ্যতে॥ অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হইলেই জীব, তৎ বিনির্ম্মুক্ত হইলে নির্ম্মল আত্মা ও পরমাত্মায় অপ্রভেদ। সেই পরম পুরুষ হৃষিকেশকে পাইবে। ইন্দ্রিয়গণকে বলি স্বরূপ দিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিয়া যে তল্লাভ. তাহাই ভক্তি। ইহাই গীতায় "তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত এক ভক্তি র্বিশিষ্যতে" বাক্যে প্রকাশিত। "যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনিরোধঃ" বাক্যও তাহাই প্রকাশ করে। যখন কাহারও চিত্ত—বৃত্তি আর রূপরসাদির দিকে যায় না, কেবল তৎসহ যোগ বা যুক্ত তিনিই ব্রহ্মবিদ্।

এই সকল হইতে সর্ব্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যতা প্রকাশক তাহা জানা যায়। এবং তাহাই মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্ট মন্ত্রে প্রকাশিত।

অতঃপর মহর্ষি উদ্দালক আরুণি দৃষ্টান্তাদি দ্বারা ব্রহ্মই যে জগৎ—কারণ ইহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হে সোম্য! অশনা (ক্ষুধা) পিপাসা (তৃষ্ণা) হইতেও সৎমূলক জগৎ, ইহা অবগত হওয়া যায়, ইহা শ্রবণ কর। যখন পুরুষ অন্নাদি কঠিন আহার্য্য গ্রহণ করে তখন জল সেই অন্নকে পচান করিয়া রসে পরিণত করে। এজন্য জলের নাম অশনায়া অর্থাৎ যেমন গোনায় অর্থ গো চালক, অশ্বনায় অর্থ অশ্ব পরিচালক, পুরুষনায় অর্থ পুরুষের নায়ক বা পরিচালক সেনাপতি। তদ্বৎ অশনায়া অর্থ অন্ন পরিচালক অর্থাৎ অন্নাদি রসে পরিণত করত সর্ব্বদিকে পরিচালিত করে। জল দ্বারা যেমন বট বীজাদি নরম করিয়া অঙ্কুর রূপে পরিণত ও বর্দ্ধিত করে তদ্বৎ অশিত অন্ন জল দ্বারা নরম হইয়া শরীরের নানা অঙ্গের বর্দ্ধন করে। অর্থাৎ বীজের অঙ্কুর আকার বৎ দেহাকার ঘটায়। বট বীজ যেমন অঙ্কুরের মূল কারণ, তেমনি ইহা (দেহ) অমূল নহে। এই দেহ অন্ন রস দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং অন্ন রস হইতেই উৎপন্ন, সুতরাং দেহের মূল অন্ন বলা যায় অন্নেরও মূল আছে এবং জলই ঐ মূল। জলহীন উষর ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। "পর্জ্জন্যাৎ অন্ন সম্ভবঃ" ইহা গীতার উক্তি। মহর্ষি উদ্দালক অপ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, ইহা দিব্য দৃষ্টিতে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। অপ আবার তেজমূলক। তেজ সৎমূলক। এই বিশ্বজগৎ সকল প্রজা সকলের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠাই সৎ। যখন কেহ পিপাসার্ত্ত হয় তখন জল পান করে জঠরাগ্নি হইতে তেজ নিঃসৃত হইয়া ঐ জলকে সূক্ষ্মাকারে পরিচালন করে। যেমন গোনায়, অশ্বনায়, জননায় তদ্বৎ তেজ জলনায় তাই জলের মূল তেজ। ইহাই গীতায়

"যজ্ঞাদ্ভবতিপর্জ্জন্য" যজ্ঞাগ্নি হইতে বৃষ্টিরূপ জল হয়, তেজের মূল সৎ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। মৃত্যুকালে পুরুষের বাক্ রুদ্ধ হইয়া মনে লয় হয় (এখানে বাক্ বলায় সব ইন্দ্রিয়ের কথা লক্ষণায় বলা হইয়াছে) মন প্রাণে ও প্রাণ তেজে মিলিত হয় তেজ পরম দেবতা ব্রহ্মে লয় হয়। এই যে লয়, ইহা সত্যভিসন্ধ ব্যক্তির পক্ষে জানিবে। অন্যের ইন্দ্রিয়াদি ইহলোকেই বিলীন হয় না তাহা উৎক্রমণ করতঃ দেহান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ—সৃষ্টির সময় যেমন অনুলোম ক্রমে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ, অপ হইতে অন্ন (পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত) উৎপন্ন হয় তদ্রূপ লয় কালে বিলোম ক্রমে অন্ন জলে জল তেজে তেজ বায়ুতেও বায়ু আকাশে লয় হয় ও আকাশ ব্রহ্মে লয় হয়। স্থূল সূক্ষ্মে, ক্রমে সূক্ষ্মতরে লয় হয় "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং" অর্থাৎ ব্রহ্ম সবচেয়ে সূক্ষ্ম বা অণিমা। (অনুভাবাপন্ন) অতঃপর মহর্ষি "তত্ত্বমসি" বাক্যের অবতারণা করিয়া বাক্য শেষ করিয়াছেন। তৎ যথা "স য এষোহণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" অর্থাৎ এই যে পূর্ব্ব বর্ণিত অণিমা ভাবে অন্ন·অপ তেজাদি কার্য্যের কারণ রূপে সদাখ্য আত্মার কথা বলিয়াছি তাহাই ইদং পদ বাচ্য। সর্ব্ব বিশ্বের আত্মভূত সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূত আন্তরাত্মা অন্য কোন পৃথক্ সংসারী আত্মা নাই, তাহাই সত্য, চির অবিতথ অর্থাৎ নির্ব্বিকার পরমার্থ সৎ। যেহেতু উহা মঠ পট ঘটাকাশাদি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর, অতএব শ্বেতকেতু তুমিও ঐ মহাকাশে ঘটাকাশবৎ উপাধি যুক্ত ঐ সদাখ্য পরম ব্রহ্মই বটে। অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি, রূপ দর্শনে সেই সর্ব্বান্তর চিত্তের প্রতিবিম্ব পাতে ঐ প্রতিবিম্বাখ্য জীব যে তুমি তাহা দর্পণাপসারিতে বিম্ববৎ, সেই সচ্চিদানন্দেই পরিণত হইবে। "তৎ" শব্দ বাচ্য সেই পরমাত্মাই "ত্বং" জীবাখ্য তুমি। "অসি" হও। জীবই শিব।

অর্থাৎ তুমি উপাধি দূর করিলে, তোমাতে ও তৎপুরুষে কোন ভেদ নাই। শ্বেতকেতু বলিলেন বিশেষ করিয়া বলুন তদুত্তরে মহর্ষি বলিলেন হে সোম্য! দেখ মধুমক্ষিকা নানা বৃক্ষের নানারূপ পুষ্প হইতে বিবিধ রস সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে, তখন যেমন ঐ সব বিভিন্ন রস একরসতা প্রাপ্ত হয়, ঐ ঐ ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পরস যেমন আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস, এইরূপ স্বীয় স্বীয় পার্থক্য বা ভেদ জানিতে অক্ষম হয়। তদ্রুপ বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়াদি জন্য মায়ার বিক্ষেপ শক্তি কৃত যে জগতের বৈচিত্রতা বা নানাত্ব ভাব, তাহা সুষুপ্তি কালে বিলীন হইয়া, একরসতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান তিমিরাবৃত লোক সকল জানিতে পারেনা যে তাহারা সতের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। তাই নিদ্রিতাবস্থার পূর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্র মনুষ্য পতঙ্গাদি যে যেরূপ ছিল সুষুপ্তি অন্তেও (স্বীয় অমৃতত্বরূপ বিস্মরণে) সেই সেই অবস্থাকেই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ পশুপক্ষী পতঙ্গাদি দেহ মধ্যে এক অব্যয় আনন্দময় আত্মা বিরাজিত। সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি বিবর্জ্জিত হইয়া স্বভাবে বিরাজিত থাকেন, তাই সুষুপ্তিতে এত আনন্দ। পুনরায় জাগ্রত হইলে ইন্দ্রিয়াদি উপাধি সহ যোগ হয় তখন স্বরূপ বিস্মরণ হয় এবং জীব সকলেই আপনাকে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সহ তাদাত্ম্য ভাবে অবলোকন করিতে থাকে। এই ইন্দ্রিয়াদি বিলীনে যে সূক্ষ্মাত্মা বিরাজমান থাকেন, হে শ্বেতকেতু তুমিও সেই আত্মা অর্থাৎ তোমার দেহে যিনি দেহী, তাঁহাতে সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মাতে কোন ভেদ নাই। ইন্দ্রিয়াদি উপাধিই ভেদের কারণ।

শ্বেতকেতুর সন্দেহবিদূরিত না হওয়ায় তিনি বলিলেন, আরও খুলিয়া বলুন। মহর্ষি বলিলেন, এই যে সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী, নর্ম্মদা প্রভৃতি সমুদ্রগামী নদী সকল চতুর্দ্দিকে জল বেষ্টিত ভূখণ্ডে কেহ পূর্ব্বাভিমুখে কেহ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রেই পতিত

হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্য উত্তাপে বাষ্প হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া আকাশ পথে পর্ব্বতাদি ভূখণ্ডে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, ঐ সকল জল প্রবাহরূপে ঐ সকল নদী রূপে দেশ দেশান্তর মধ্য দিয়া প্রবহমান হইয়া পুনরায় সমুদ্রে গিয়া অস্তমিত হয়। সমুদ্রের জল সমুদ্রে মিলাইয়া একীভূত হইয়া যায়। নদী জলের বিশেষত্ব নাম রূপ উপাধি বেঙাচির লেজবৎ খসিয়া গিয়া, সমুদ্র হইয়া যায়। তখন সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী নাম কোথায়? তদ্বৎ এই সকল সত্যাভিসন্ধ প্রজা সৎকে প্রাপ্ত হইয়া সৎসহ একীভূত হইয়া যায়। অলীক নাম রূপ কর্ম্মাত্মক সর্ব্ব উপাধি বিয়োজিত হইয়া নির্ম্মল তৎপরাখ্য জ্যোতি রূপ প্রাপ্ত হয়। এক অখণ্ড রস সহ আভেদ হইয়া যাওয়ায় আমি অমুক আমি অমুক এইরূপ ভেদাত্মক কোন কিছু থাকে না। সুষুপ্তি কালে এই রূপভেদ লোপ হয়। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপে গত হয়। জাগ্রতাবস্থায় প্রজাগণ মায়ার আচরণ শক্তি আবৃত হইয়া জানিতে পারে না যে সে সৎ হইতে আসিতেছে। নিদ্রার পূর্ব্বে যে প্রজার যে নাম রূপ ছিল, নিদ্রান্তে সে আপনাকে সেই নাম রূপাত্মক মনে করে অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি পশু নিজকে পশু, পক্ষী পক্ষী পতঙ্গ পতঙ্গ, এরূপ মনে কর। উপাধি বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত যে সূক্ষ্ম আত্মা তাহাই সত্য। হে শ্বেতকেতু! মায়ার শুদ্ধসত্ব উপাধিক ঈশ্বর ও মলিন সত্ব উপাধিক জীব, সেই একই আত্মা, জীব ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ, এক অখণ্ড সৎ বস্তুই সত্য, হে শ্বেতকেতু তোমাতে যে আত্মা তৎ পদবাচ্য নির্ম্মল সূক্ষ্ম সদাখ্য আত্মা একই। শ্বেতকেতু বলিলেন, আর ও বিশদ করুন তখন মহর্ষি পুনরপি বলিলেন এই যে মহান্ বৃক্ষটী দেখিতেছ ইহার মূলে যদি কেহ আঘাত করে, রস স্রাবিত হয় বৃক্ষ মরে না, যদি মধ্যে আঘাত করে, রস স্রাবিত হয় কিন্তু মরে না। এই বৃক্ষ এইরূপে জীবভূত আত্মাদ্বারা অনুব্যাপ্ত হইয়া ভূম্যাদি হইতে রস

আকর্ষণ করতঃ তাহা পান করিয়া যেন হর্ষভরে শোভা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যদি ইহার একটী শাখা কেহ কর্ত্তন করে, উহা জীবত্যক্ত হয় অর্থাৎ জীবনী শক্তি বিহীন হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ দ্বিতীয় শাখা কর্ত্তন করিলে তাহাও জীবনী শক্তি অভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। তৃতীয় শাখা কর্ত্তন করিলে তাহাও ঐরূপ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার সব শাখা কর্ত্তন করিলে সব শাখাই জীববিহীন শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ এই দেহ সম্বন্ধেও জানিবে। জীব বা দেহী ও দেহ পৃথক্। দেহীর যে অংশ ত্যাগ করে, তাহা মৃত হয় জীব কিন্তু মরে না। দেহের মরণ আছে, দেহীর নাই। দেহী অজর অমর অব্যয়। সুষুপ্তি অবস্থায়ও দেহীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কারণ যে কার্য্য নিদ্রার পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, নিদ্রা অন্তে লোকে তাহা শেষ করে। ইহাতে উদ্ভিদ ও অন্য প্রাণীর জীবনী শক্তি বা আত্মা একই বলা হইল। মহর্ষি এই বলিয়া তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু অর্থাৎ তুমিও সেই আত্মাই অন্য নহ বলিয়া শেষ করিলেন। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও বলুন। মহর্ষি আবার বলিলেন, একটী বটের ফল আনয়ন কর। শ্বেতকেতু উহা আনয়ন করিলে মহর্ষি বলিলেন, ঐ ফল ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু ফল ভাঙ্গিলে, মহর্ষি বলিলেন কি দেখিতেছ, শ্বেতকেতু বলিলেন, ধানা অর্থাৎ বীজ ভগবান্। তখন মহর্ষি বলিলেন, একটী বীজ ভাঙ্গ, শ্বেতকেতু বীজ ভাঙ্গিলেন, মহর্ষি, জিজ্ঞাসা করিলেন‚কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, কিছুই দেখিতেছি না। তখন মহর্ষি বলিলেন, এই ভগ্ন বীজে কিছু না দেখিতে পাইলেও উহাতে সূক্ষ্মভাবে বটবৃক্ষের অঙ্কুর নিহিত আছে। ঐ অনুভাব অঙ্কুর হইতে কালে মহান্ ন্যাগ্রোধ জন্মিবে। অর্থাৎ বৃক্ষরূপ কার্য্য অনুভাবে কারণে অবস্থিতি করে। কারণ সত্য, কার্য্য নাম রূপাত্মক অসৎ। ঋষি

আরও বলিলেন, আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর বিশ্বাস কর, কারণ গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত সংশয় ছিন্ন হইবার নহে। গীতাতেও আছে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। এই যে অনুভাবে সৎ বিদ্যমান তাহাই সর্ব্বজগৎ কারণ, তাহাই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। তোমাতেও সেই আত্মা শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু বলিলেন আরও পরিষ্কারভাবে বলুন। মহর্ষি বলিলেন, এই যে সৈন্ধবখণ্ড ইহা তুমি কোন জলপূর্ণ পাত্রে অদ্য ফেলিয়া রাখ কল্য সকালে উহা আমার নিকট আনয়ন করিবে। শ্বেতকেতু মহর্ষির নিকট হইতে সেই সৈন্ধব খণ্ড নিয়া এক জলপূর্ণ পাত্রে রাখিলেন। পর দিবস প্রাতে মহর্ষি শ্বেতকেতুকে বলিলেন বৎস যাও সেই সৈন্ধবখণ্ড লইয়া আইস. শ্বেতকেতু যাইয়া সেই জলপাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন সৈন্ধবখণ্ড তাহাতে নাই। তিনি আসিয়া মহর্ষিকে বলিলেন তিনি যে জলপাত্রে সেই সৈন্ধবখণ্ড রাখিয়াছিলেন তাহাতে সেই সৈন্ধবখণ্ড আজ দেখিতেছেন না হয়ত কেহ উঠাইয়া নিয়াছে। মহর্ষি হাসিয়া বলিলেন উহা কেহ নেয় নাই তুমি ঐ জল পাত্র লইয়া আইস। তদনুসারে শ্বেতকেতু সেই জল পূর্ণপাত্র আনিলে মহর্ষি বলিলেন যে সেই সৈন্ধবখণ্ড জল অনুভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছে। উহা দর্শনযোগ্য নাই কিন্তু উহার অস্তিত্ব তুমি এখনি বুঝিতে পারিবে। তুমি ঐ জল তিন ভাগ কর। এবং উহার উপরাংশ, মধ্যাংশ ও নীচের অংশ দ্বারা আচমন কর দেখিবে ঐ জলপাত্রে সৈন্ধবখণ্ড নিক্ষেপ করার পূর্ব্বে ঐ জলের যে স্বাদ ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া লবণাক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সৈন্ধবখণ্ড কঠিনীভাব ত্যাগে তরলাবস্থ হইয়া সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আছে। শ্বেতকেতু আচমন করতঃ বলিলেন আপনার কথা ঠিক্, জল লবণাক্ত হইয়াছে। তখন মহর্ষি বলিলেন ঐ জলের সহিত যেরূপ অনুভাবে সৈন্ধব অনুপ্রবিষ্ট পাইতেছ অমনি অনুভাবে সদাখ্য ব্রহ্ম সর্ব্বভূতাত্মা

দর্শন স্পর্শন যোগ্য না হইলেও সর্ব্বব্যাপী। তোমার তুমিত্ব বা তোমাতে যে আমিত্ব আছে তাহাও ঐ আত্মাই জান। শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও বিশদভাবে বিজ্ঞাপন করুন। খনত মহর্ষি পুনরপি বলিলেন, যদি কোন তস্কর গান্ধারদেশ হইতে কোন ব্যক্তির চক্ষু বাঁধিয়া তাহার ধন অপহরণার্থ পাঞ্চাল দেশে লইয়া আইসে এবং তথায় কোন নিবিড়বনে তাহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া ধন লইয়া প্রস্থান করে। তখন সেই ব্যক্তি দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে। যে আমি হেথায় লুণ্ঠিত ধন, বন্ধন দশায় পতিত, নিকটে কে আছ আইস আমাকে মুক্ত কর। তখন তাহার সেই করুণ নিনাদে কোন করুণ হৃদয় ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া বলিয়া দেয়, ভাই তোমার বাটী গান্ধার দেশ ঐ দিকে তুমি যাও। তখন সেই ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইয়া দেশ অপরিচিত হইলেও যেমন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে গান্ধারদেশে উপনীত হয়, তদ্রূপ মায়ামোহাবরণে আবৃত স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধনে বদ্ধ হইয়া অমূল্য ধন যে "তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং" তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সংসারারণ্যে দিশাহারা অন্ধবৎ অবস্থিতি করে। যদি কখন নিজ অবস্থা বুঝিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিবেকবৈরাগ্য যুক্ত হইয়া রোদন করে, তখন করুণহৃদয় আত্মতত্ত্বজ্ঞ গুরুর কৃপায় ভববন্ধন মুক্ত হইয়া মহাবাক্যাদি লক্ষিত পথে জিজ্ঞাসু, ক্রমে ক্রমে স্বদেশে স্বরাজ্যে, ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমপদে উপনীত হয়। তৎপর মহর্ষি বলিতেছেন আচার্য্যবান্ অর্থাৎ আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পুরুষ সেই সর্ব্বকারণ কারণ, সদাখ্য ব্রহ্মকে জানেন ও তাঁহার ব্রহ্মো নির্ব্বাণ মুক্তির "তাবৎএব চিরং" অর্থাৎ ততক্ষণ মাত্র গৌণ যতক্ষণ না প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগের বিরাম হয়। অর্থাৎ জীবমুক্ত পুরুষ, দেহ-পাত সহকারে বিদেহমুক্ত বা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। হে শ্বেতকেতু

তুমিই সেই ব্রহ্ম (তৎ+ত্বং+অসি) শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও অনুশাসন করুন। তখন মহর্ষি পুনঃ বলিলেন, হে সোম্য! জরাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মুমূর্ষু দশাপন্ন হইলে পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগণ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন "আমাকে চিনিতে পার" তখন বাক্‌শক্তি রুদ্ধ না হইলে বলে হাঁ। যখন বাক্‌রোধ হয়, তখন মনের অবস্থা আকার ইঙ্গিতে প্রকাশের চেষ্টা করে, যখন রোগীর মানসিক ব্যাপারও স্থগিত দেখে, তখন তার গায়ে হাত দিয়া দেখে, শরীরে তাপ বা তেজ আছে কি না। এইরূপে তার বাক্ মনে, মন তেজে, লয় হয়, তৎপর তেজও থাকে না, উহা পরম দেবতায় লয় হয় (উহা সত্যাভিসন্ধপক্ষে)। তখন পার্শ্ববর্ত্তীগণ তাহাকে মৃত কল্পনা করে, মনে করে এইক্ষণে এ আর কিছু জানিতে পারিবে না, যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সৎকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি আচার্য্যবান্ পুরুষ, মৃত্যুতেও সৎকেই প্রাপ্ত হন। অজ্ঞ জন যেমন নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া নব উৎসাহে সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, মৃত্যুর পর তাহার দেহী, কর্ম্মফলে পুনঃ নবদেহ ধারণে নূতন কর্ম্ম সংস্কার সংগঠনে সংসারে প্রবিষ্ট হয়। সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তির সূক্ষ্মাদি শরীর হেথাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, উৎক্রমণ করে না ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপে জাগ্রত ও মৃত্যুর পরের অবস্থাদ্বয়ের তুল্যত্ব দেখাইয়া অপ্রমেয় (প্রমাণের অগম্য) ব্রহ্মে চিত্ত লীন করার জন্য মহর্ষি উপদেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ব্রহ্মবিদের দেহত্যাগে তদীয় প্রাণাদির উৎক্রমণ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনের পর ব্রহ্মত্বলাভ হয়, বলেন তাহা অসৎ। ইহা এই মন্ত্রে প্রকাশিত হইল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে জরৎকারব আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামক দ্বিতীয় ব্রাহ্মণেও আছে—

"যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে" অর্থাৎ আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিলেন,

"যখন এই বিদ্বান পুরুষ মরেন, তখন মৃতদেহ হইতে প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণ দেহান্তর গ্রহণের জন্য উৎক্রমণ করে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, না হে না তাহার প্রাণাদি এখানেই সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। উৎক্রমণ করে না। শ্বেতকেতু পুনরপি বলিলেন, হে ভগবন্ আরও স্পষ্ট করিয়া বলুন, তখন মহর্ষি বলিলেন, হে সৌম্য! যেমন অপহরণকারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ সন্দিগ্ধ হইলে, উহাকে সুতপ্ত লৌহ ধারণ করিতে বলা হয়, ঐ ব্যক্তি সত্যসন্ধ হইলে সত্যের মহিমায় তাহার হস্ত দগ্ধ হয় না, যদি দোষী হয় তাহার হস্ত দগ্ধ হয়। হস্ত দগ্ধ না হইলে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে সেই সত্যসন্ধ ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হয় ও অনৃতাভিসন্ধের দণ্ডবিধান হয়। এইরূপ হে সৌম্য! যিনি সত্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানেন, সেই সত্যাভিসন্ধের মুক্তি হয়, আর যিনি তাহা জানেন না তাঁহার পুনঃ পুনঃ এই ভীষণ সংসাররূপ নরকে গতাগতি হইয়া বহু দুঃখ পাইয়া থাকে; এইরূপ উপদেশ করিয়া মহর্ষি উদ্দালক পুনরায় বলিলেন, হে শ্বেতকেতু, এই সদাখ্য সূক্ষ্মতম যে আত্মা সর্ব্বজগৎ কারণ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তুমি আপনাকে সেই পরমাত্মা বলিয়া জান। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ধ্রুব সত্য বলিয়া জান ও জানিয়া অভয় হও। শ্বেতকেতু এই পরমার্থ সত্য সদাখ্য ব্রহ্মকে জানিয়া ছিলেন এবং আমরা এই শ্বেতকেতুর নাম পরমহংসগণ শ্রেণীর অগ্রণীগণের তালিকাভুক্ত দেখি। এই পিতাপুত্র বা গুরু শিষ্য সংবাদ ভারতের ইতিহাসে, শুধু ভারতের কেন, জগতের ইতিহাসে এক জলন্ত অধ্যায়। এই চিত্র যাবচ্চন্দ্র দিবাকর সুধীজনের ধ্যেয় জ্ঞেয় রহিবে। বিবর্ত্তবাদের এইটী বীজাঙ্কুর। অদ্বৈতাবাদরূপজ্ঞান সূর্য্যই ইহাতে প্রতিষ্ঠিত। যে সদাখ্য জ্যোতি সকল জ্যোতিষ্কের প্রকাশ কারণ, সেই জ্যোতিষাং জ্যোতির প্রকাশে ইহাই মূল সূত্র। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যজনক সংবাদ যে আত্ম জ্যোতির প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারও ইহাই মূল। মহর্ষি উদ্দালক

আরুণির দিব্য দৃষ্টি ও সন্মুলক। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই ভূমা। "নাল্পে সুখ মস্তি" এই মহাপুরুষের জীবনী সর্ব্বপূর্ণ সদাখ্যের পূর্ণতা উদ্বোধক।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ তৎ সৎ।
নমঃ পরম ঋষিভ্যোঃ নমঃ
পরম ঋষিভ্যঃ॥

সমাপ্তম্।